ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-283 ■ 23 July, 2025 ■ আগরতলা ২৩ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ৬ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শপথ নিলেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। রাজভবনের দরবার হলে আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টের নব নিযুক্ত প্রধান বিচারপতি শপথ গ্রহণ করেছেন। রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু জাস্টিস মামিদানা সত্য রত্ন রামচন্দ্র রাও-কে ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করান।

আজকের এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অন্যানাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা, কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ, পর্যটন ও খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা, বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার রাম প্রসাদ পাল, হাইকোর্টের বিচারপতি জাস্টিস টি অমর নাথ গৌড়, জাস্টিস এস ডি পুরকায়স্থ, জাস্টিস বিশ্বজিৎ পালিত, এডভোকেট জেনারেল শক্তিময় চক্রবর্তী, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, ডিজিপি অনুরাগ ও প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকগণ এবং প্রধান বিচারপতির স্ত্রী ও আত্মীয় পরিজনগণ।

বিধানসভা গণতন্ত্রের প্রতীক ঃ পরিষদীয় মন্ত্রী

জন প্রতিনিধিদের জন্য একটি মন্দির ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ মুখ্যমন্ত্রী

৬২তম বর্ষপূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। গণতন্ত্রের এক পবিত্র পীঠস্থান হলো বিধানসভা। রাজ্যের জনগণের সুখ সমৃদ্ধি ও সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বিধানসভায় আলোচনা করা হয় এবং রাজ্যবাসীর কল্যাণে বিভিন্ন আইন এই বিধানসভাতে প্রণীত হয়। জনপ্রতিনিধিদের জন্য বিধানসভা একটি মন্দির ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিধানসভা মানেই সব কিছুর বিধান। আজ বিধানসভার লবিতে "ঐতিহাসিক জুলাই: ত্রিপুরা বিধানসভার পদচিহ্ন" বিষয়ক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানের মূল ভাবনা ছিল "স্মৃতির পথ বেয়ে সম্মান, দায়বদ্ধতা ও গৌরবের যাত্রা"।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৯৬৩ সালের ১ জুলাই ত্রিপুরা বিধানসভা গঠিত হয়েছিল। ২০১১ সালের ২২ জুলাই উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ থেকে ত্রিপুরা বিধানসভা বর্তমান নতুন বিধানসভা ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছিল। রাজ্যে গণতন্ত্র প্রসারের ক্ষেত্রে জুলাই মাসের বিশেষ মাহাত্ম রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রাজ্যের টি.পি.এস.সি, ভবনে প্রথম বিধানসভা ছিল। তারপর বিধানসভা উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে স্থানান্তরিত হয়। সেক্ষেত্রে এই বছরের জুলাই মাসে ত্রিপুরা বিধানসভার ৬২তম গৌরবময় বছর। বিধানসভার সম্মান রক্ষার্থে ট্রেজারি ও বিরোধী সকল সদস্যদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার প্রাক্তন সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ঢাকায় যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তে নিহত বেড়ে ৩১

মোদীর শোক প্রকাশ, সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস ভারতের

মনির হোসেন, ঢাকা, ২২ জুলাই।। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমানবাহিনীর যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৩১ জনে দাঁড়িয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতলে ভর্তি আছেন ১৬৫ জন মঙ্গলবার দুপুরে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। এর মধ্যে ২৫ জনই শিশু।

প্রধান উপদেষ্টার স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান জানান, বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৩১ জনে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে দুইজন প্রাপ্ত বয়স্ক ছাড়া বাকি সবাই শিশু। প্রাপ্ত বয়স্কদের একজন পাইলট তৌকির ইসলাম ও একজন শিক্ষক মাহরীন চৌধুরী। এছাড়া বর্তমানে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন ৭৮ জন। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় শোকে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে পুরো বাংলাদেশ ঢাকার হাসপাতাল গুলোতে স্বজনদের আহাজারিতে ভারি হয়ে উঠেছে ঢাকার আকাশ বাতাস।

ঢাকার উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল ক্যাম্পাসে প্রশিক্ষণ যুদ্ধবিমান দুর্ঘটনায় হতাহতের ঘটনায় মঙ্গলবার একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হচ্ছে। সোমবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এর আগে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে রাষ্ট্রীয় শোক পালনের কথা জানানো হয়।

এদিকে, ঢাকার উত্তরায় বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত পাইলট তৌকির ইসলামের জানাজা শেষ হয়েছে। জানাজা শেষে বিমানবাহিনীর একটি বিমানে তৌকিরের মরদেহ রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। পাইলটের মরদেহে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তিন বাহিনীর প্রধান। মঙ্গলবার দুপুর ১টা ৫ মিনিটের দিকে নিহত পাইলটের জানাজা রাজধানী ঢাকার কুর্মিটোলায় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর তার মরদেহ বিমানবাহিনীর একটি বিমানে করে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। মরদেহবাহী বিমানে তৌকিরের বাবা ও মামাসহ বিমান বাহিনীর অন্যান্য কর্মকর্তারা রয়েছেন।

রাজধানীর উত্তরায় বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্তের ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

পরীক্ষার সময়সূচি নিয়ে

ঢাকার সচিবালয়ের সামনে ছাত্র বিক্ষোভ পুলিশের সঙ্গে খন্ডযুদ্ধে আহত ৮৫

অবরুদ্ধ দুই উপদেষ্টা / প্রেস সচিব

মনির হোসেন, ঢাকা, ২২ জুলাই।। বাংলাদেশের চলতি এইচএসসি পরীক্ষার সময়সূচি নিয়ে রাত ৩টায় সিদ্ধান্তের ঘটনায় ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে রাজধানী ঢাকায় সচিবালয়ের সামনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী-শিক্ষার্থীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়ায় ৮৫ জন আহত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেল ৪টা ১০ মিনিটের দিকে এ ঘটনা ঘটে। এসময় পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল ছোড়ে। এর আগে বিকেল ৩টা ৪০ মিনিটের দিকে সচিবালয়ের ১ নম্বর গেটের সামনে অবস্থান নেওয়া শিক্ষার্থীরা হঠাৎ গেটের ভেতরে ঢুকে পড়েন। এরপর তারা সচিবালয়ে বেশ কয়েকটি সরকারি গাড়ির কাচ ভাঙচুর করেন। পরে পুলিশের লাঠিপেটায় ছত্রভঙ্গ হয়ে যান তারা। দুপুর থেকেই সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভ করে আসছিলেন শিক্ষার্থীরা।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া একজন শিক্ষার্থী বলেন, গতকাল বিমান বিধ্বস্ত হয়ে মাইলস্টোন কলেজের অনেক শিক্ষার্থী মারা গেছে। এমন দুঃখজনক ঘটনার পরও পরীক্ষা স্থগিত করা হয়নি। হঠাৎ করে রাত ৩টার সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সকালে পরীক্ষা দিতে বের হয়ে জানতে পারি পরীক্ষা স্থগিত হয়েছে। এমন দায়িত্বহীন সিদ্ধান্তের জন্য আমরা শিক্ষা উপদেষ্টা ও সচিবের পদত্যাগ চাই। অবশেষে শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব সিদ্দিক জোবায়েরকে প্রত্যাহার করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। মঙ্গলবার বিকেলে অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য উপদেষ্টা ও জনপ্রশাসন বিষয়ক কমিটির সদস্য সচিব মাহফুজ আলম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছেন।

এদিকে, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে টানা সাত ঘণ্টা উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসে অবরুদ্ধ অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ও শিক্ষা উপদেষ্টা সি আর আবরার। তাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রেস সচিব শফিকুল আলম ও প্রেস উইংয়ের আরও দুই সদস্য। মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলতে মাইলস্টোন কলেজে যান তারা। এরপর কলেজের সামনে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের তোপের মুখে পড়েন দুই উপদেষ্টা ও প্রেস সচিব। কয়েক দফা তারা শিক্ষার্থীদের দাবি পূরণে আশ্বাস দিলেও ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা তা মানেননি। ফলে মাইলস্টোন থেকে বের হতেও পারেননি তারা।

নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উপপ্রধানের বিরুদ্ধে

বিশেষ প্রতিনিধি, কমলপুর, ২২ জুলাই।। এক ১৬ বছরের নাবালিকা মেয়েকে মদমত্ত অবস্থায় ধর্ষনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল পূর্ব লাম্বুছড়া পঞ্চায়েতের উপ প্রধানের বিরুদ্ধে। তার নাম গৌতম ঘোষ। বাড়ি কমলপুর থানার পূর্ব লাম্বুছড়া গ্রামে। তার বিরুদ্ধে কমলপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। বর্তমানে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে বলে নাবালিকার পিতা মাতা অভিযোগ করেন।

ঘটনার অভিযোগ করে নাবালিকা ও নাবালিকার মা বলেন, ১৬ বছরের নাবালিকা মেয়েকে ঘরে রেখে স্বামী, স্ত্রীকে নিয়ে প্রতিদিন দিনমজুরী কাজে যান। এই সুযোগ নিয়ে গত ৭ জুলাই বিকাল ৫ টা নাগাদ পূর্ব লাম্বুছড়া পঞ্চায়েতের উপ প্রধান গৌতম ঘোষ মদমত্ত অবস্থায় তাদের ঘরে প্রবেশ করে উনার নাবালিকা মেয়েকে টেনে হেঁচড়ে পরনের জামা কাপড় ছিঁড়ে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। নাবালিকা মেয়েটি চিৎকার করলে আশেপাশের লোকজন জন ছুটে গেলে উপ প্রধান গৌতম ঘোষ পালিয়ে গা ঢাকা দেয়। পিতা মাতা কাজ সেরে বাড়ি ফিরে নাবালিকা মেয়ের মুখে ঘটনা জানতে পেরে পঞ্চায়েতের প্রধান সহ অন্যান্য পঞ্চায়েত মেম্বারদের কাছে উপ প্রধানের বিচার চেয়ে অভিযোগ করেন। তবে তাল বাহানায় ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চালায়। এভাবে কেটে যায় কয়েক দিন। নাবালিকার পিতা মাতা কোন উপায়ান্ত না পেয়ে ধলাই জেলার জেলা পরিষদে সভাধিপতির স্বামী বিবেক দাসের কাছে ঘটনাটি জানালে তিনি আইনের পরামর্শ দেন। এরপর নাবালিকার পিতা মাতা কমলপুর থানায় পূর্ব লাম্বুছড়া পঞ্চায়েতের উপ প্রধানের বিরুদ্ধে বলপূর্বক ঘরে প্রবেশ করে নাবালিকা ধর্ষনের মামলা নিয়ে দায়ের করেন। ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কিন্তু, পুলিশ কোন এক অজ্ঞাত কারণে উপ প্রধান গৌতম ঘোষকে গ্রেফতার করছে না বলে নাবালিকার পিতা মাতার অভিযোগ। এদিকে, পূর্ব লাম্বুছড়া পঞ্চায়েতের উপ প্রধান গৌতম ঘোষের বিরুদ্ধে এরকম বহু অভিযোগ রয়েছে বলেও জানা গেছে। পুলিশ এখন তাকে গ্রেপ্তার করে কিনা, সেটাই দেখার।

এদিকে, পূর্বলাম্বুছড়া ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগর কলেজে পড়ুয়াদের মধ্যে মারপিট আহত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ জুলাই।। ধর্মনগর ডিগ্রি কলেজে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মারপিটের ঘটনায় সকাল থেকেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কলেজ চত্বরে। ঘটনায় আহত হয়েছেন দুই ছাত্রী। তাদের হাসপাতালে নিয়ে যায় দমকল বাহিনী। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, প্রিয়তোষ চৌধুরী নামে ছাত্র এবং অপর এক ছাত্রী কলেজ চত্বরে অশালীনভাবে বসা ছিল। তখনই সাগরিকা দে ও রাখি শুক্লবৈদ্য তাদের বাধা দান করলে পরিতোষ চৌধুরী এবং অপর ছাত্রী তাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে বলে অভিযোগ। পরবর্তী সময় পরিতোষ চৌধুরী ও ওই ছাত্রী মিলে সাগরিকা দে এবং রাখি শুক্ল বৈদ্য সহ আরো বেশ কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীর উপর চড়াও হয়। বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় সাগরিকা দে এবং রাখি শুক্ল বৈদ্য গুরুতর আহত হয়েছে। তাদের উদ্ধার করে দমকল বাহিনীর সাহায্যে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন তারা। ঘটনায় গোটা কলেজ চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ ধরনের ঘটনা কোনোভাবেই কাম্য নয়। ঘটনার তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হোক, দাবি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনগণের।

বাইকের সার্ভিসিং সেন্টারে ডিসুম ডিসুম !

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই ।। বাইকের সার্ভিসিং সেন্টারে মারপিটের ঘটনায় আহত হয়েছে এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে রাজধানীর চাঁনমারি এলাকায়। আহত যুবকের নাম সুরজিৎ দাস। তার মুখের হাড় ভেঙে গেছে। আহত যুবক বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সোমবার সুরজিৎ সে তার বাইক সার্ভিসিং-এর জন্য সার্ভিসিং সেন্টারে গিয়েছিলেন। পরে বাইক সার্ভিসিং করা নিয়ে অভিজিত দাসের সাথে বাকবিতণ্ডা হয়। একটা সময় সার্ভিসিং সেন্টারের কর্ণধার অভিজিৎ সুরজিৎকে ধাক্কা দেয়। সুরজিৎ পাল্টা ধাক্কা দেওয়ার পর তাকে লাগাতার তিনটি ঘুষি দেয়। তখন সুরজিতের মুখের হাড় ভেঙে যায়। সাথে সাথে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জল সহ রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পৃথক স্থানে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২২ জুলাই।। পানীয় জলের অভাবে ফের রাস্তা অবরোধে সামিল হলেন স্থানীয়রা। মঙ্গলবার সকালে কৈলাসহর পুর পরিষদের ১৫ ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধে সামিল হন। এদিন লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি সংলগ্ন জেবি স্কুলের পাশে রাস্তায় জলের কলসি নিয়ে পানীয় জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধে করেন প্রমীলা বাহিনী।

স্থানীয়দের অভিযোগ, জলকর নিয়মিত পরিশোধ করছেন তারা, কিন্তু প্রতিদিন স্বাভাবিক যে জল সরবরাহ করার কথা সেটিও পাচ্ছেন না তারা। দিনে দুইবার স্বাভাবিকভাবে জল দেওয়ার কথা থাকলেও মাত্র সকালে ১০-১৫ মিনিটের জন্য জল দেওয়া হয়। এত পরিবারের পক্ষে এই জলে নিজেদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানো অসম্ভব। এই বিষয়ে স্থানীয় দপ্তর, কাউন্সিলার সোহ প্রত্যেকে জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে তারা এদিন স্বাভাবিক পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধে সামিল হয়েছেন। এছাড়াও ১০ মিনিট যে জল দেওয়া হয় সেটিও পরিশ্রুত নয়, ফলে বাচ্চারা বিভিন্ন রোগের সম্মুখীন হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তাদের আরো অভিযোগ, রাস্তা নির্মাণের জলের পাইপ স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, সেটিকে পুনরায় সঠিকভাবে লাগানো হয়নি, যার ফলে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে এবিষয়ে জানতে চাওয়া হলে দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক জানান, যে জলের প্ল্যান্ট থেকে আগে জল দেওয়া হতো, সেটি বর্তমানে বিকল হয়ে আছে। বর্তমানে যে জলের প্ল্যান্ট থেকে জল দেওয়া হচ্ছে সেটি এই এলাকা থেকে অনেকটা দূরে। ফলে যদি কোনদিন বিদ্যুৎজণিত অথবা অন্য কোনো সমস্যা থাকে তাতে জলের মাত্রা কমে যায়। অবিলম্বে বিকল প্ল্যান্টটি সারাই ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

আদালতে সাক্ষী দেওয়ায় বাড়িতে হামলা, আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ জুলাই।। পারিবারিক হিংসার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা চলছে, দীর্ঘ প্রায় দেড় বছর ধরে। এই ঝামেলা এবার কোর্টে গড়ালো। বিচার প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে আদালতে সাক্ষী দেওয়ার কারণে এক মহিলার বাড়ি ঘরে হামলা চালালো দুষ্কৃতিকারীরা। ঘটনা তেলিয়ামুড়ায়।

বিচার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাক্ষীদের বিশেষ ভূমিকা থাকে। প্রায় সময় পুলিশের তরফ থেকে সাধারণ জনগণ যাতে আইন ব্যবস্থার স্বার্থে ইতিবাচকভাবে সাক্ষী দিতে এগিয়ে আসেন সেই বিষয়ে আবেদন জানানো হয়। তবে তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার গোলাবাড়ি এলাকাতে যেভাবে পারিবারিক হিংসাদীর্ণ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আদালতে সাক্ষী দেওয়ার অপরাধে সাক্ষী দান কারীর বাড়িতে আক্রমণ হয়েছে এবং উনার অনুপস্থিতিতে অসুস্থ স্বামির উপর আক্রমণ হয়েছে, এটা কিন্তু ভাবার বিষয়।

গোলাবাড়ি এলাকার জনৈক সম্রাট ঘোষের সাথে উনার স্ত্রীর ঝামেলা চলছে। এই ঝামেলার পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল খোয়াই আদালতে পুতুল ঘোষ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। এই অপরাধে পুতুল ঘোষ ও স্বামীর উপর এবং বাড়িঘরে আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তেলিয়ামুড়া থানায় সুনির্দিষ্ট ভাবে মামলা গ্রহণ করা হয়। এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত সম্রাটকে পুলিশ আটক করেছে। স্বাভাবিকভাবেই গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

সরকারি ছড়ার দুই পার দখল নিয়ে কদমতলায় উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। উত্তর জেলার কদমতলা থানার অন্তর্গত দক্ষিণ কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে সরকারি ছড়ার দুই পার দখলকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।

পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ বিঘা কৃষিজমি পতিত হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

কৃষকদের অভিযোগ, ছড়ার দুই পার দখল হয়ে যাওয়ায় কৃষিকাজে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, 'রানা ছড়া' নামে একটি সরকারি ছড়া, যার প্রস্থ প্রায় ১৩ ফুট ও দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০০ ফুট, দীর্ঘদিন ধরে কৃষকদের যাতায়াতের অন্যতম ভরসা ছিল।

ছড়ার দুই পার দিয়েই কৃষকরা মাঠে গরু, হাল ও কৃষি যন্ত্রপাতি নিয়ে যেতেন। তবে গত ১-২ বছরে স্থানীয় ৫-৬ জন ব্যক্তি ওই ছড়ার দুই পার দখল করে নেওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন বহু কৃষক।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক রহমত আলী বলেন, "ছড়ার দুই পার দখল হয়ে যাওয়ায় আমরা জমিতে ঢুকতেই পারছি না। গরু, হাল, কিংবা কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি নিয়ে যাতায়াত করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আমরা আইনের শরণাপন্ন হয়েছি।"

এবিষয়ে স্থানীয় কৃষক আব্দুল মালিক বলেন আমার ৬ বিঘা জমি ওই ছড়ার পাড়ে। দখলের কারণে এখন চাষ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। প্রশাসনের কাছে আমাদের দাবি, সরকারি ছড়ার জায়গা দ্রুত দখলমুক্ত করা হোক।

এদিকে ছড়ার পার দখলের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় কংগ্রেস দলের সদস্য ছায়াদ আলীর বিরুদ্ধেও।

তবে তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেন, আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

আমিও চাই ছড়ার ১৩ ফুট সরকারি জায়গা দখলমুক্ত হোক। কংগ্রেস সদস্যদের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি পরিদর্শন করে।

পুলিশের সামনেই দুই পক্ষের মধ্যে উত্তপ্ত বচসা শুরু হয়, ফলে এলাকা জুড়ে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়। অবশেষে দুই পক্ষ ডিমার্কেশনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে সম্মত হয় বলে জানা গেছে।

জাগরণ আগরতলা, ২৩ জুলাই, ২০২৫ ইং
৬ শ্রাবণ, বুধবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

উপ রাষ্ট্রপতির ইস্তফার ধাঁধা

মাত্র ১০ দিন আগেই জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে বলিয়াছিলেন, "ঠিক সময়েই আমি অবসর নেব, ২০২৭ সালের আগস্টে।" কিন্তু সোমবার সব ওলটপালট হইয়া গেল। আচমকা উপরাষ্ট্রপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়াছেন জগদীপ ধনখড়। কারণ হিসেবে জানাইয়াছেন, শারীরিক সমস্যা। কিন্তু এই কারণে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না সকলে। এমনকি বিরোধী দলের সবচেয়ে কঠোর সমালোচক, যাহাদের সঙ্গে ধনখড় তাঁহার আমলে ঘন ঘন বাকবিতণ্ডা করিয়াছিলেন এবং এমনকি তাঁহাকে ইমপিচের জন্যও এগিয়ে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও বলিয়াছেন যে খালি চোখে যাহা দেখা যাইতেছে , তাহার চাইতে বেশিই কিছু ঘটিয়াছে।

উপরাষ্ট্রপতির অফিস বা সরকারের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি না দেওয়ায়, ইস্তফা নিয়া রাজনৈতিক মহলে জল্পনা-কল্পনার ঝড় উঠিয়াছে। কোনও বিজেপি নেতার তরফ থেকে কোনও অভিনন্দন বার্তা আসেনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও টুইট করিয়াছেন ১৫ ঘণ্টা পর। এই বছরের শুরুতে হৃদরোগের চিকিৎসা হইয়াছিল ধনখড়ের। কিন্তু সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনের ঘটনার পর তাঁহার চুপচাপ পদত্যাগ গুজবকে আরও উস্কাইয়া দিয়াছে। একজন বিরোধী নেতা জানাইয়াছেন, অধিবেশন শুরুর আগেই তিনি পদত্যাগপত্র জমা দিতে পারিতেন। তাহাছাড়া, সোমবার বিকেল ৪টায় উপরাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের থেকে এই সপ্তাহের শেষের দিকে জয়পুরে তাঁহার নির্ধারিত ভ্রমণের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি ধাঁধা আরও বাড়াইয়ায়ে দিয়াছে।একটি তত্ত্ব ঘুরপাক খাইতেছে যে বিহার নির্বাচনের আগে ধনখড় নীতিশ কুমারকে পরবর্তী উপরাষ্ট্রপতি করিবার পথ তৈরি করিয়া দিলেন। বিজেপি এবার বিহারের আসনের বৃহত্তর অংশের দিকে নজর রাখিতেছে, তাই নীতীশকে উপরাষ্ট্রপতি করা তাঁহাকে খুশি রাখিবার একটি কৌশল হইতে পারে। বিজেপির জন্য বিহারের নির্বাচনের উপর অনেক কিছু নির্ভর করিতেছে। এই রাজ্যে গেরুয়া দল কখনও একা ক্ষমতা ধরিয়া রাখেনি। মঙ্গলবার বিজেপি বিধায়ক হরিভূষণ ঠাকুর সাংবাদিকদের বলেন, 'নীতীশ কুমারকে উপরাষ্ট্রপতি করা হইলে বিহারের জন্য খুবই ভাল হইবে।' মঙ্গলবার, ধনখড় রাজ্যসভার কার্য্যবিবরণীতে সভাপতিত্ব করেননি। নিয়ম অনুযায়ী, চেয়ারপার্সনের অনুপস্থিতিতে রাজ্যসভার কার্য্যবিবরণী ডেপুটি চেয়ারপার্সনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। জেডি(ইউ)-এর হরিবংশ নারায়ণ সিং ২০২০ সাল থেকে এই পদে দায়িত্ব পালন করিতেছেন। নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত অধিবেশনের বাকি সময় হরিবংশ সভাপতিত্ব করিবেন যাহা বিহারের একজন নেতার উচ্চকক্ষে নির্বাচনের আগে এনডিএ-র জন্য ভাল ইঙ্গিত দিতেছে।

আরও একটি তত্ত্ব উঠিয়া আসিয়াছে সামনে তাহা হইল বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনের ঘটনাবলীর ক্রম। সোমবার, ধনখড় ঘোষণা করেন যে তিনি ৬৮ জন বিরোধী সাংসদের স্বাক্ষরিত একটি নোটিশ পাইয়াছেন। সেই নোটিশে বিচারপতি যশবন্ত বর্মার অপসারণের দাবি করা হইয়াছে। বিচারপতি বর্মার যাহার বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ উদ্ধার করা হইয়াছিল এবং সেই অর্থের কথা স্বীকার করিয়াছিলেন বিচারপতি খোদ। উচ্চকক্ষের চেয়ারম্যান ধনখড় সংসদের মহাসচিবকে বিচারপতির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলেন।এই পদক্ষেপ কেন্দ্র ভালভাবে নেয়নি। বিরোধীদলীয় সমর্থিত নোটিশটি উপরাষ্ট্রপতি গ্রহণ করায় বিচারপতির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ এবং বিচার বিভাগের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলা সুযোগ হাতছাড়া হইয়াছে শাসক দলের। কেন্দ্র পরে উপরাষ্ট্রপতিকে ফোন করিয়া বিষয়টি তুলিয়া ধরে।

জুনিয়র বয়েজ ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে কেরালার কাছে মেঘালয়ের ৫-১ গোলে হার

অমৃতসর, ২২শে জুলাই : ড. বি.সি. রায় ট্রফির জুনিয়র বয়েজ ন্যাশনাল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫ (টায়ার ১)-এর উদ্বোধনী ম্যাচে কেরালার কাছে ৫-১ গোলের বড় ব্যবধানে হেরেছে মেঘালয়। অমৃতসরে অনুষ্ঠিত গ্রুপ বি-এর এই ম্যাচে মেঘালয়ের শুরুটা ভালো হয়নি।

খেলা শুরুর দশ মিনিটের মাথায় (১০") মহম্মদ মিজুয়াদের গোলে কেরালা এগিয়ে যায়। তবে আট মিনিট পরেই বনিয়ার খারসাহনো (১৮") মেঘালয়ের হয়ে গোল শোধ করে সমতা ফেরান। প্রথমার্ধ ১-১ গোলে শেষ হলেও, দ্বিতীয়ার্ধে কেরালাথ সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে। দ্বিতীয়ার্ধে তাদের হয়ে আরও চারটি গোল করেন জিথু বি (৪৮"), মহম্মদ সিনান পি (৬৪", ৭৬") এবং মহম্মদ হায়ান টিপি (৮৪")।

এই পরাজয় থেকে দ্রুত শিক্ষা নিয়ে মেঘালয়কে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। আগামী বুধবার তাদের পরবর্তী ম্যাচ বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে। ২১শে জুলাই পশ্চিমবঙ্গ তাদের প্রথম ম্যাচে তামিলনাড়ুকে ২-১ গোলে হারিয়েছে।

নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় মণিপুরে দুই যুবক গ্রেপ্তার

ইম্ফল, ২২শে জুলাই: ইম্ফল পূর্ব জেলার লামলাই থানার অন্তর্গত তেল্লু মাইয়াই লেইকাইয়ে এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় মণিপুর পুলিশ দু"জন যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। এই ঘটনাটি প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সেস আইনের অধীনে নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ে এটি গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন তেল্লু মাইয়াই লেইকাইয়ের বাসিন্দা ক্ষত্রীমায়ুম অজয় (২০) এবং নংগাদা কামেং খুনজাওয়ের মাংসাতাবাম অজয় (২১)। দুজনকেই ২০শে জুলাই গ্রেপ্তার করা হয় এবং তারা দুজনেই ইম্ফল পূর্ব জেলার বাসিন্দা।

কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে অভিযোগ দায়েরের পরপরই দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে তদন্ত চলছে। পুলিশ কর্মকর্তারা আশ্বাস দিয়েছেন যে পকসো আইনের অধীনে সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া কঠোরভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে।

ইরান-ইজরায়েলের সংঘাত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাকেই চূর্ণ করেছে

প্রবীর মজুমদার

ইরান পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি (এনপিটি)-র স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র, আন্তজাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ)-কে পরিদর্শনের হাধিকার দিয়েছে, বছরের পর বছর। কঠোর নজরদারির মধ্যে থেকেছে এবং সামান্য সন্দেহেই নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হয়েছে। বিপরীতে, ইজরায়েল কখনওই এনপিটি-তে স্বাক্ষর করেনি, কখনোই - আইএইএকে তার গোপন পারমাণবিক। স্থাপনায় প্রবেশাধিকার দেয়নি এবং তবুও, ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে তার কাছে ১০টিরও বেশি পারমাণবিক ওয়ারহেড রয়েছে। এই অস্বচ্ছতা শুধু অস্ত্রের সংখ্যা নয়, বরং একটি আন্তজাতিক কূটনৈতিক হাড়পত্রের প্রতীক। এবং এটি ঘটছে এমন এক সময়ে, যখন ইজরায়েলের নেতারা - গাজায় গণহত্যার জন্য আন্তজাতিক অপরাধ আদালতের তদন্তের মুখোমুখি।

গাজা আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। হাজার হাজার প্রাণ গেছে, শিশুদের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়েছে, পরিবারগুলি ধ্বংসস্তূপের নিচে জীবন্ত কবরস্থ হয়েছে। একটি জাতিকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এক সহিংস রাষ্ট্রের হাতে, যে রাষ্ট্র আবার পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত এবং তার নিজের দায়িত্বহীন কর্মকাণ্ডের জন্য আন্তজাতিক পরিসরে পুরোপুরি অব্যাহতির সুবিধাভোগী। এই নির্মম বাস্তবতা আমাদের জানিয়ে দেয়-। আন্তর্জাতিক আইন কেবল ক্ষমতাহীনদের জন্যই প্রযোজ্য। কিছু রাষ্ট্র আছে যাদের জন্য ভিন্ন নিয়ম চলে, যাদের উপরে আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা কাবর্যকর হয় না, কারণ তাদের পেছনে আছে ভূ-রাজনৈতিক ক্ষমতার সমর্থন, অস্ত্র সরবরাহকারীদের নীরব সম্মতি, এবং পশ্চিমী মিডিয়া ও রাজনীতির ছায়া। এই ব্যবস্থার মধ্যে এমন এক দ্বৈত নীতি কাজ করে, যা শুধু অমানবিকই নয়, ভবিষ্যতের জন্য বিপজ্জনক এক দৃষ্টান্তও বটে। ইসরায়েল ইরানকে আঘাত করে ঠিক তখনই, যখন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রকাশ্যে আশা প্রকাশ করেছিলেন যে তেহরানের সঙ্গে একটি পারমাণবিক চুক্তি সম্ভব হতে পারে এবং যখন দুই দেশের আলোচকেরা আবার আলোচনায় বসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। গত মার্চের শেষ দিকে ট্রাম্পের জাতীয় গোয়েন্দাপ্রধান তুলসী গ্যাবার্ড মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার বার্ষিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন। "ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছে না এবং সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনিই ২০০৩ সালে যে পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচি স্থগিত করেছিলেন, তা আবার অনুমোদন দেননি।"

ইসরায়েলের স্পষ্টতই আক্রমণাত্মক যুদ্ধকে আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ হিসেবে উপস্থাপন করতে গিয়ে পশ্চিমী রাজনীতিবিদ ও গণমাধ্যম এক অসম্ভব কিছুকে বাস্তব হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টায় জট পাকিয়ে ফেলছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর গাজায় গণহত্যা চালানোর ক্ষেত্রে ইসরায়েলের পক্ষে যেমন যুক্তি বা অজুহাত ছিল, এবার তেমন কিছু ছিল না।

এই চিত্রনাট্য আগেও দেখেছে। একটি অস্তিত্বের হুমকির আখ্যান, রাজনীতিবিদদের যুদ্ধের দামামা, আগ্রাসনের পক্ষে নিরাপত্তার অজুহাত নির্মাণ সব মিলিয়ে এক পুরনো ও অশুভ নাটকের পুনরাবৃত্তি। তখন ছিল ইরাক, এখন ইরান। তবুও, এই বর্ণনার পেছনে একটি মৌলিক সত্য নীরব রয়ে যায়: মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র ইজরায়েল এবং এর অস্ত্রভান্ডারের জন্য তাকে কেউ জবাবদিহি করাচ্ছে না।

আজ সেই একই মিডিয়া এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যারা এক সময় দাবি করেছিল বাগদাদে গণবিধ্বংসী অস্ত্র লুকিয়ে আছে, এবং পরে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল। তারা আবারও নীরব, তারা আবারও সেই সহজ প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করছে না, যা সত্য উদঘাটনের জন্য অপরিহার্য। কেন ইজরায়েলকে ইরানের মতো একই মানদণ্ডে বিচার করা হচ্ছে না? কেন একটি অস্ত্রসজ্জিত রাষ্ট্র, যেটি যুদ্ধাপরাধের জন্য তদন্তাধীন, বৈশ্বিক নিরাপত্তা আলোচনায় কেন্দ্রবিন্দু নয়? কেন একটি বাস্তব অস্ত্রাগারকে উপেক্ষা করে একটি কাল্পনিক ইরানি বোমা নিয়ে উত্তেজনা তৈরি করা হচ্ছে। এই ভণ্ডামি শুধুমাত্র নৈতিক বোধকে আঘাত করে না, এটি গোটা আন্তজাতিক ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাকেই চূর্ণ করে। গ্লোবাল সাউথ এটি দেখছে, মুসলিম বিশ্ব এটি বুঝছে, ফিলিস্তিনিরা তো রক্ত দিয়ে তার মূল্য দিচ্ছে। এমনকি পশ্চিমী দেশের জনগণও এখন ক্রমশ সচেতন হচ্ছে এই দ্বৈত মানদণ্ডের, যা যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের নৈতিক কর্তৃত্বকে ক্ষয় করে দিচ্ছে। এটি ইরানকে রক্ষা করার প্রশ্ন নয়। এটি আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচারের ধারাবাহিক ক্ষয়ের প্রশ্ন। যদি বিশ্বের নেতৃত্ব সত্যিই পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার বোধে আন্তরিক হয়, তাহলে সেই নীতির প্রয়োগে পক্ষপাত থাকার সুযোগ নেই। যারা স্বচ্ছতা প্রত্যাখ্যান করে, যারা আঞ্চলিক সংঘাতকে উস্কে দেয়, যারা যুদ্ধাপরাধে লিপ্ত তাদেরও একইভাবে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। ইরানে হামলার জন্য ইসরায়েল যে অজুহাত তৈরি করেছে, সেটা ১৯৪৫ সালের ন্যুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালে "সর্বোচ্চ আন্তজাতিক অপরাধ" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে বর্তমানে যেসব আলোচনা চলছে, সেগুলোর প্রয়োজনই হতো না, যদি না প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজের প্রথম মেয়াদে ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরায়েলি চাপের মুখে পড়ে তেহরানের সঙ্গে করা চুক্তি বাতিল না করতেন। ওই চুক্তি তাঁর পূর্বসূরি বারাক ওবামা করেছিলেন। যার উদ্দেশ্য ছিল, ইসরায়েলের ধারাবাহিক চাপ ও হামলার আহ্বানকে স্তিমিত করা। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে তেহরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ এমন মাত্রায় সীমিত করা হয়েছিল, যা একটি বোমা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় পর্যায়ে পৌঁছানোর আগেই বাধা দিত, একে বলা হতো "ব্রেকআউট পয়েন্ট"। এর বিপরীতে ইসরায়েলকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে কমপক্ষে ১০০টি পারমাণবিক ওয়ারহেড মজুত করে রাখার, যদিও তারা ইরানের মতো নয়। ইসরায়েল পারমাণবিক অস্ত্র নিষেধ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি এবং আন্তজাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার পরিদর্শকদের প্রবেশও অস্বীকার করে আসছে। পশ্চিমী দেশগুলোর এই ভণ্ডামিপূর্ণ সহযোগিতা, যেখানে তারা ইসরায়েলের পারমাণবিক অস্ত্রকে একটি "গোপন বিষয়" হিসেবে দেখায়, যা ইসরায়েলের ভাষায় "অস্পষ্টতা" নীতি: এর একমাত্র কারণ হলো, যুক্তরাষ্ট্র কোনো দেশকে সামরিক সহায়তা দিতে পারে না, যদি সেই দেশ পারমাণবিক অস্ত্র থাকার ঘোষণা করে। থাকে। অথচ ইসরায়েল মার্কিন সহায়তার সবচেয়ে বড় গ্রহীতা।

কট্টর বর্ণবাদী ছাড়া কোনো বিবেকবান মানুষ কখনোই বিশ্বাস করেন না যে যদি পারমাণবিক অস্ত্র থেকে থাকেও ইরান এমনকি আত্মঘাতী হয়েও ইসরায়েলের দিকে তা ছুড়ে মারবে। ইসরায়েল বা যুক্তরাষ্ট্রের আসল উদ্বেগের জায়গা এটি নয়। সত্যি কথা হলো, এই দ্বিমুখী নীতিমালা বলবৎ রাখা হয়েছে যেন ইসরায়েল মধ্যপ্রাচ্যে একমাত্র পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে থেকে যায়, যাতে তারা নির্বিঘ্নে তাদের সামরিক আধিপত্য বজায় রাখতে পারে। বিশেষ করে এই তেলসমৃদ্ধ অঞ্চলটিকে যেকোনো মূল্যে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায় পশ্চিমী বিশ্ব। ইসরায়েলের পারমাণবিক বিক অস্ত্রভাড়ার দেশটিকে একরকম অপ্রতিরোধ্য ও জবাবদিহিহীন করে তুলেছে। এর ফলে তারা তাদের প্রতিবেশীদের ভয় দেখাতে পারে এমন হুমকি দিয়ে, অস্তিত্বগত হুমকির মুখে পড়লে তারা পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে। ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন গেভির ইরানের উদ্দেশে এমন এক হুমকির ইঙ্গিত দিয়েছেন। "ভবিষ্যতে " আরও কঠিন দিন আসছে, কিন্তু হিরোশিমা ও নাগাসাকির কথা সব সময় মনে রাখবেন। কোনও মানবিক বিবেকসম্পন্ন মানুষ নিরপেক্ষভাবে যদি এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন, তবে তাঁর কণ্ঠে একটি কথাই উচ্চারিত হওয়া উচিত- ইজরায়েলকে তার যুদ্ধাপরাধ ও তার অঘোষিত পারমাণবিক অস্ত্রাগারের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। না হলে, বৈশ্বিক নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক আইন এবং মানবতার পক্ষে দাঁড়ানোর সব নৈতিক ভিত্তিই ধসে পড়বে। ইসরায়েল যে ইরানে হামলা চালিয়ে "নিজেকে রক্ষা করছে"- এই দাবি ফ্রান্স, জামানি, ব্রিটেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জি-৭ এবং যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সমর্থন পেয়েছে, এটা আন্তজাতিক আইনের মৌলিক নীতিগুলোর ওপর আরও একটি আঘাত হিসেবে দেখা উচিত। দাবিটি দাঁড় করানো হয়েছে এই যুক্তির ওপর যে ইসরায়েলের হামলাটি ছিল প্রতিষেধকমূলক অর্থাৎ এটা তখনই আইনসম্মত হতে পারে, যদি ইসরায়েল প্রমাণ করতে পারে যে ইরান থেকে একটি আসন্ন, বিশ্বাসযোগ্য ও গুরুতর হামলার হুমকি ছিল এবং যেটা অন্য কোনো উপায়ে ঠেকানো যেত না।

এমনকি যদি আমরা ধরে নিই, ইসরায়েলের এমন কোনো প্রমাণ আছে, তবু এটা সত্য যে ইরান তখন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। এটা সেই "প্রতিষেধকমূলক" হামলার যুক্তিকে অকার্যকর করে তোলে। এর বদলে ইসরায়েলের যে দাবি, ইরান ভবিষ্যতে কখনো হুমকি হয়ে উঠতে পারে এবং সেই হুমকি এখনই নিরস্ত করতে হবে, এটা আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে। অবৈধ।

ইসরায়েলের ইরানে হামলা আরও নানাভাবে আন্তজাতিক আইনের নির্লজ্জ লঙ্ঘন। নেতানিয়াহু, যিনি এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের চোখে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য পলাতক, গাজার জনগণকে ক্ষুধার মাধ্যমে হত্যা করার দায়ে অভিযুক্ত, তিনি এখন সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক অপরাধের দায়েও অপরাধী। তবে এসব কিছুই জানা যাবে না, যদি কেউ শুধু পশ্চিমী রাজনীতিক কিংবা ধনকুবেরদের মালিকানাধীন গণমাধ্যমের কথা শোনেন। সেখানে আবারও একই পুরোনো কাহিনি। "একটি সাহসী ইসরায়েল, একা লড়ছে, এক অস্তিত্বগত হুমকি মোকাবিলা করছে, বর্বর সন্ত্রাসীদের দ্বারা হুমকির শিকার হচ্ছে; ইসরায়েলি জনগণের অনন্য দুভোগ আর মানবতা; আর নেতানিয়াহু একজন শক্তিশালী নেতা, যুদ্ধাপরাধী নন।" বাস্তবতা বা প্রেক্ষাপট যা-ই হোক না। কেন, এই একই নাটকীয় গল্প বারবার চালানো হয়। আর এটিই যথেষ্ট প্রমাণ যে পশ্চিমা দর্শকেরা প্রকৃত সত্য জানতে পারছেন না, বরং তাঁরা নতুন এক যুদ্ধপ্রচার অভিযানের শিকার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র শুধু নতুন করে আঁকার বিষয় নয় এবং কেবল তেহরানের শাসকদের উৎখাতের বিষয়ও নয়, এটি পেন্টাগনের "বিশ্বব্যাপী পূর্ণদি আধিপত্য" পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি এমন একটি বিশ্ব, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা আন্তজাতিক আইনের ঊর্ধ্ব থাকবে, যদি আপনি মানবাধিকার, ক্ষমতার জবাবদিহি, সামরিক আগ্রাসনের আগে কূটনীতির ব্যবহার ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হন, তাহলে এই "নতুন বিশ্ব" আপনার জন্য নিশ্চিতভাবে ভীতিকর হবে।

এই যে যুদ্ধ-উন্মত্ততা, তার পেছনে আছে বহু বছরের পূর্বপরিকল্পনা। ২০১৫ সালে ওবামার মধ্যস্থতায় সম্পাদিত পারমাণবিক চুক্তি, যেটি ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধিকরণ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিল, ট্রাম্প তা ছিড়ে ফেলেছিলেন কট্টর ইজরায়েলি চাপে। এরপর সেই আলোচনার ফাঁকে হামলা চালানো, সেই পুরনো ভয় দেখানো কৌশল, সবই ছিল এক বৃহৎ পরিকল্পনার অংশ- মধ্যপ্রাচো ইজরায়েলকে একমাত্র পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হিসেবে বজায় রাখা।

আন্তজাতিক আ আইনের মৌলিক নীতিগুলোর উপর এই ধারাবাহিক আঘাত আজ ন্যায়বিচারের ভবিষ্যৎকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। ইরান হয়তো "একদিন" হুমকি হয়ে উঠতে পারে এই কল্পনাপ্রসূত যুক্তি দিয়ে যে আগ্রাসনকে বৈধতা দেওয়া হচ্ছে, সেটি আসলে আইনের পরিপন্থী। একটি মতাদর্শ যে শক্তিশালী, সে যা খুশি করতে পারে। এই মুহূর্তে, কোনও মানবিক বিবেকসম্পন্ন মানুষ নিরপেক্ষভাবে যদি এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন, তবে তাঁর কণ্ঠে একটি কথাই উচ্চারিত হওয়া উচিত ইজরায়েলকে তার যুদ্ধাপরাধ ও তার অঘোষিত পারমাণবিক অস্ত্রাগারের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। না হলে, বৈশ্বিক নিরাপত্তা, আন্তজাতিক আইন এবং মানবতার পক্ষে দাঁড়ানোর সব নৈতিক ভিত্তিই ধসে পড়বে। **(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

প্রি-ডায়াবেটিস কী? এটি কীভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব?

(সতর্কতা- এই প্রতিবেদনে দ্রুত ওজন কমানো নিয়ে কিছু তথ্য এবং পরামর্শের উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই প্রসঙ্গে কেবল চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে চলুন)

টাইপ-২ ডায়াবেটিসের আগের পর্যায় হলো প্রি-ডায়াবেটিস। একটু সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে, প্রি-ডায়াবেটিস এর অর্থ হলো আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি, কিন্তু ওই মাত্রা টাইপ-২ ডায়াবেটিস হিসেবে গণ্য হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

"ডায়াবেটিস ইউকে" নামক যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র ক্লিনিক্যাল অ্যাডভাইজার এস্থার ওয়ালডেন এই বিষয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য ব্যাখ্যা করেছেন। তার কথায়, 'জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনলে বিশেষত খাদ্যাভ্যাসে বদল এনে আপনি শুধু টাইপ-২ ডায়াবেটিস প্রতিরোধই করতে পারবেন না, প্রি-ডায়াবেটিস থেকেও পুরোপুরি মুক্তিও পেতে পারেন।' এস্থার ওয়ালডেন ব্যাখ্যা করেছেন, 'কোনো কোনো ব্যক্তি যখন জানতে পারেন, তারা প্রি- ডায়াবেটিস পর্যায়ে রয়েছেন, তখন তারা ভাবতে শুরু করেন এইবার টাইপ-২ ডায়াবেটিস হওয়া অবধারিত। তবে অনেকেই এই ঝুঁকি কিন্তু কমানো সম্ভব।' 'শতকরা ৫০ ভাগ ক্ষেত্রে সঠিক সাহায্য পেলে টাইপ-২ ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করা বা এড়ানো যায়। স্বাস্থ্যকর খাবার, শারীরিক কর্মকলাপ বৃদ্ধি করা এবং যদি আপনার ওজন বেশি হয়ে থাকে, তাহলে তা কমানোর মাধ্যমে এমনটা করা সম্ভব।' প্রি-ডায়াবেটিস সম্পর্কে কীভাবে জানবেন? প্রায়শই প্রি-ডায়াবেটিসের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। তাই আপনি সেই পর্যায়ে রয়েছেন কি না, সে সম্পর্কে নাও জানতে পারেন। ইউনিভার্সিটি অফ নটিংহ্যাম-এর "নিউট্রিশান অ্যান্ড ডায়াটেটিক্স"-এর সহযোগী অধ্যাপক ড. অ্যামান্ডা অ্যাভেরি বলেন, 'দুর্ভাগ্যবশত, বেশিরভাগ মানুষ তাদের প্রি-ডায়াবেটিসের বিষয়ে জানতে পারেন যখন রুটিন চেক-আপের সময় যখন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায়।'

বিশেষজ্ঞদের মতে, এথনেসিটি বা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, বয়স, ডায়েট ও ওজনের মতো অনেক কারণে প্রি-ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়তে পারে। এই বিষয়গুলোর সবকটাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে মনে করেন তারা। ড. অ্যামান্ডা অ্যাভেরি ব্যাখ্যা করেন, 'ইনসুলিন এমন এক প্রকার হরমোন যা অগ্ন্যাশয়ে উৎপাদিত হয় এবং এটা রক্তে গ্লুকোজের মাত্রাকে স্বাভাবিক স্তরে রাখতে সহায়তা করে। যদি কোনো ব্যক্তির ওজন বেশি হয়, বিশেষত পেটের চারপাশে মেদ থাকে তাহলে, ইনসুলিনের পক্ষে গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।' 'আসলে, যখন শরীরের চর্বি বৃদ্ধি পায় তখন কোষগুলো ইনসুলিনের প্রভাবের প্রতি কম সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শরীর আরও ইনসুলিন তৈরির চেষ্টা করে। তবে এই প্রচেষ্টা সবসময় দীর্ঘস্থায়ী হয় না।' তাই বিশেষজ্ঞদের মতে লাইফস্টাইল ও খাদ্যাভ্যাসের কারণে শরীরের মেদ বাড়তে পারে যা প্রি-ডায়াবেটিসের ঝুঁকিকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। ডায়েটে বদল এস্থার ওয়ালডেন বলেছেন, 'প্রত্যেক মানুষ আলাদা, তাই প্রি-ডায়বেটিস পর্যায়ে থাকা ব্যক্তিদের সবার জন্য কোনো নির্দিষ্ট এক ধরনের ডায়েট থাকা সম্ভব নয়।' 'তবে কিছু ডায়েট যেমন বেশি পরিমাণে চর্বিযুক্ত খাবার, উচ্চ জিআই (গ্লাইসেমিক ইনডেক্স) রয়েছে এবং কম ফাইবারযুক্ত খাবার টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকির সঙ্গে সম্পর্কিত।' গবেষণা বলছে, এখানে চারটে বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে টাইপ-২ ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করা যায়। ১। দেহের মোট ওজনের ১০ শতাংশ হ্রাস ওজন কমানোর বিষয়ে ভাবনা চিন্তার আগে সবসময় ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিৎ। চিকিৎসকের কাছে জানতে চাওয়া উচিৎ আপনার ওজন বাড়ার সঙ্গে প্রি-ডায়াবেটিসের কোনো সম্পর্ক রয়েছে কি না। পাশাপাশি শারীরিক পরিস্থিতি, মেডিক্যাল হিস্ট্রি ইত্যাদির কথা মাথায় রেখে চিকিৎসকদের কাছ থেকে জানা উচিৎ যে কিছুটা পরিমাণ ওজন হ্রাস করা আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল কি না। "লাইফ উইদাউট ডায়াবেটিস" বইয়ের লেখক এবং চিকিৎসক, গবেষক অধ্যাপক রয় টেইলর ২০১১ সালে তার গবেষণায় প্রথমবার প্রমাণ করেন যে টাইপ-২ ডায়াবেটিস "রিভার্স" করা সম্ভব। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, 'বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে, তাদের বর্তমান ওজনের মাত্র ১০ু হ্রাস করলে এই সমস্যার সমাধান মিলতে পারে, কারণ এতে লিভারে জমা চর্বিও কমবে।' 'দশ বছর আগে পর্যন্ত এই পন্থাকেই কোনো জাদুর চেয়ে কম বলে মনে করা হতো না। কারণ এর পরে, ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হতে পারে, যদি না আবার ওজন বেড়ে যায়।' কত ওজন কমল তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো কোনো ব্যক্তির মোট ওজনের কতটা কমল। ডা. রয় টেইলর বলেন, 'স্থূলতার সংজ্ঞা এখানে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেউ যখন তার দেহের পার্সোনাল ফ্যাট থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে ফেলেন, তখন প্রি-ডায়াবেটিস হতে পারে এবং এই থ্রেশহোল্ড যে কোনও ওজনেই হতে পারে।' পার্সোনাল ফ্যাট থ্রেশহোল্ড ইঙ্গিত করে যে লিভার এবং অগ্ন্যাশয়ের মতো অঙ্গে জমা হওয়ার আগে প্রত্যেক ব্যক্তির দেহ অ্যাডিপোজ টিস্যুতে (চর্বি কোষ) কতটা চর্বি নিরাপদে সংরক্ষণ করতে পারে। এর একটা সীমা রয়েছে। ডা. টেইলরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এই থ্রেশহোল্ড প্রত্যেক মানুষের জন্য আলাদা। তাই যে সমস্ত মানুষ স্থূলতার আওতায় পড়েন না, তাদেরও প্রি-ডায়াবেটিসের ঝুঁকি থাকতে পারে। যদিও বিশেষজ্ঞরা সাধারণত দ্রুত ওজন কমানোর ডায়েট এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়ে থাকেন, কিন্তু ডা. টেইলরের মতে, এটা প্রি-ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে উপকারী বলে প্রমাণিত হতে পারে। তার কথায়, 'প্রত্যেক মানুষই আলাদা, কিন্তু মনে রাখবেন দ্রুত ওজন কমানো (যেমন দিনে মাত্র ৮০০ ক্যালরি ইনটেক করা) বারবার প্রমাণ করেছে যে সেটা টাইপ-২ ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করতে পারে।' তবে এই সময়ে শরীর যাতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পেতে থাকে তা লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে জোর দিয়েছেন তিনি। ২. ওজন কমলে তা বজায় রাখা কেউ কেউ খুব কম ক্যালরিযুক্ত খাবার খেয়ে দ্রুত অনেকটা ওজন কমানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু এমন ডায়েট দীর্ঘদিন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই দীর্ঘ সময়ের জন্য যাতে ওজন কম রাখার সম্ভব হয়, তেমন উপায় খুঁজে বের করা দরকার। "ডায়াবেটিস ইউকে"-র তথ্য বলছে, নিরামিষ খাবার খাওয়া, ভিগান ডায়েট এবং খাবারে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কমানো টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমাতে পারে। শুধু তাই নয়, এই জাতীয় ডায়েট অন্য কড়া ডায়েট মেনে চলার চেয়ে সহজ। এই ধরনের খাবার উচ্চ ফাইবারযুক্ত এবং সেখানে গ্লাইসেমিক সূচকও (লো-জিআই) কম থাকে, তাই সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্য তা উপকারী। ৩. যে খাবার ও পানীয় এড়িয়ে চলা উচিৎ গবেষণা বলছে কিছু খাবারের সঙ্গে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকির সম্পর্ক রয়েছে। তাই প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় সেই সমস্ত খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিলে, উপকার মিলবে। এস্থার ওয়ালডেন ব্যাখ্যা করেছেন, এই খাবারের তালিকায় আছে:

সুগারযুক্ত পানীয়

এই জাতীয় পানীয়তে বেশি পরিমাণে ক্যালোরি থাকে কিন্তু খেলে পেট ভরে না। পাশাপাশি এগুলো রক্তে সুগারের পরিমাণ দ্রুত বাড়িয়ে দেয়, যা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। এই কারণে শরীরে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের সমস্যা বাড়তে পারে। অ্যাডেড সুগারযুক্ত পানীয় এই তালিকায় রয়েছে। রেড মিট এবং প্রক্রিয়াজাত মাংস বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, অতিরিক্ত পরিমাণে রেড মিট বা প্রক্রিয়াজাত মাংস খেলে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়তে পারে। পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট- গবেষণায় দেখা গিয়েছে, 'বেশি স্টার্চ, কম ফাইবারযুক্ত খাবার টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ায়।' এই সমস্ত খাবারের তালিকায় রয়েছে হোয়াইট ব্রেড, ময়দা দিয়ে তৈরি স্ন্যাক্স, মিষ্টিযুক্ত স্ন্যাক্স যেমন পেস্ট্রি, ক্যান্ডিসহ আরো অনেক খাবার। পরিশোধিত কার্বসে প্রায়শই এটা পাওয়া যায়। কারণ তৈরির সময় এই সমস্ত খাবার থেকে ফাইবার সরিয়ে ফেলা হয়, এতে সেখানে স্টার্চের অনুপাত বেড়ে যায়। আলু (বিশেষত ফ্রেঞ্চ ফ্রাই) ডায়াবেটিস ইউকে জানিয়েছে ঘন ঘন আলু খেলে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও বাড়তে পারে। এমনটা ভাবার কারণ এক্ষেত্রে উচ্চ জিআই (গ্লাইসেমিক সূচক) রয়েছে। একটা সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে 'আলুর পরিবর্তে যারা গোটা শস্য খান তাদের টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কম।' ৪. যে সমস্ত খাবার খাওয়া যেতে পারে 'গবেষণা থেকে দেখা গিয়েছে নির্দিষ্ট কিছু খাবারের সঙ্গে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমার সম্পর্ক রয়েছে,' এস্থার ওয়ালডেন বলেছেন। এসব খাবারের মধ্যে রয়েছে:

ফল এবং সব্জি

২০১২ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমানোর সঙ্গে মূলযুক্ত শাক-সব্জি এবং সবুজ শাক-সব্জির যোগ রয়েছে। ২০১৩ সালের এক অন্য এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে কয়েকটা নির্দিষ্ট ফল ওই ঝুঁকি কমাতে পারে। এই তালিকায় শীর্ষে আছে ব্লুবেরি, আঙ্গুর এবং আপেল।

গোটা শস্য

অনেক গবেষণা বলছে, ডায়েটে গোটা শস্যজাতীয় খাবারের পরিমাণ বাড়ালে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমে। ২০১৫ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, দিনে তিন ধরনের গোটা শস্য (প্রায় ৪৫ গ্রাম) খেলে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি ২০ শতাংশ কমে যেতে পারে।

দই এবং পনির

দেখা গেছে যে যারা প্রতিদিন দুগ্ধজাত খাবার খান, তারা ডায়াবেটিসের ঝুঁকি ৫ শতাংশ কমাতে পারেন। যদি তারা কম চর্বিযুক্ত দুধ বা দুগ্ধজাত খাবার খান, তাহলে ওই ঝুঁকি ১০ু হ্রাস করা যেতে পারে। ২০১৬ সালের এক গবেষণায় আরও দেখা গেছে, নিয়মিত দই খেলে ওই ঝুঁকি ১৪ শতাংশ কমে যায়। মিষ্টি ছাড়া চা এবং কফি- একটা সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, যারা নিয়মিত কফি পান করেন (ক্যাফিনেটেড বা ডিক্যাফ), তাদের টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কম। অন্য এক গবেষণায় দেখা গেছে, যারা প্রতিদিন চা পান করেন (ব্ল্যাক টি বা গ্রিন টি), তাদেরও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কম। আতঙ্কিত হবেন না আপনি প্রি-ডায়াবেটিস-এ আক্রান্ত এমনটা জানলে ভয়ের কোনো কারণ নেই। ডা. আমান্ডা অ্যাভেরি বিষয়টাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে, এটা আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি করার এবং সম্ভবত টাইপ-২ ডায়াবেটিসের বিকাশ রোধ করার একটা সুযোগ। যদি আপনি আপনার ডায়েট সম্পূর্ণভাবে বদলে ফেলা সম্ভব নয় বলে মনে করেন, তবে ডা. অ্যাভেরি ছোট এবং সহজ পদক্ষেপ দিয়ে এই কাজ শুরু করার পরামর্শ দিয়েছেন। তার কথায়, 'ডায়েটের ক্ষেত্রে একেবারে ছোটখাটো পরিবর্তনগুলোও কিন্তু অনেক বড় পার্থক্য আনতে পারে, বিশেষত যদি এটা কাউকে কিছুটা স্বাস্থ্যকর জায়গায় নিয়ে যেতে পারে।'

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিধানসভার ৬২তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মঞ্চে বিধানসভার বরিষ্ঠ সদস্যরা।

মিজোরামে জাতীয় সড়ক-৬/৩০৬ এর বেহাল দশা: দ্রুত মেরামতের দাবিতে নাগরিক সমাজের হুঁশিয়ারি

আইজল, ২২শে জুলাই : মিজোরামের নাগরিক সমাজ সংস্থা এবং পরিবহন সমিতিগুলো যৌথভাবে ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড-কে অবিলম্বে জরাজীর্ণ জাতীয় সড়ক-৬/৩০৬ মেরামতের জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। সাইরাং-কাওনপুই এলাকার জাতীয় সড়কের বেহাল দশায় উদ্বেগ প্রকাশ করে, এই গুরুত্বপূর্ণ সড়ক যোগাযোগের দ্রুত পুনরুদ্ধারের দাবি জানানো হয়েছে।

জয়েন্ট সিভিল সোসাইটি অফ মিজোরামযা বিভিন্ন নাগরিক গোষ্ঠী এবং বাণিজ্যিক যানবাহন অপারেটরদের একটি জোটএনএইচআইডিসিএল-কে লেখা এক চিঠিতে মহাসড়কের প্রায় অচল অবস্থা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এই মহাসড়কটিই অসমের শিলচরের মাধ্যমে দেশের বাকি অংশের সাথে মিজোরামের প্রধান সংযোগসূত্র হিসেবে কাজ করে। জেসিএসএম-এর প্রতিনিধিরা গত শনিবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে দেখেছেন যে বড় বড় গর্ত এবং কাদামাটির কারণে অসংখ্য যানবাহন উল্টে গেছে বা আটকে পড়েছে। তারা আরও উল্লেখ করেছেন যে, মেরামতের পর্যাপ্ত প্রচেষ্টার অভাব রয়েছে, কারণ ঘটনাস্থলে মাত্র তিনটি আর্থ এক্সকাভেটর, একটি জেসিবি এবং পাঁচজন কর্মীকে কাজ করতে দেখা গেছে।চিঠিতে শত শত ট্রাক চালকদের দুর্দশার কথা তুলে ধরা হয়েছে, যারা খাবার, স্যানিটেশন বা চিকিৎসা সহায়তা ছাড়াই মহাসড়কে আটকা পড়েছেন। এতে আরও বলা হয়েছে যে, পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির বাসিন্দারা স্বাস্থ্যসেবা, মুদি এবং ব্যাংকিং-এর মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলিতে ব্যাহত অ্যাক্সেসের কারণে ভুগছেন।দলগুলি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য পরিবহনের জন্য অন্তত ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জরুরিভাবে মেরামতের দাবি জানিয়েছে। সমাজকর্মী এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল জাস্টিস-এর কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যান, ভানরামছুয়াংগি সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যদি ৪৮ ঘন্টার মধ্যে মেরামত কাজ শুরু না হয়, তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের সম্মিলিতভাবে কাজ শুরু করার জন্য একত্রিত করা হতে পারে, যা একটি সম্প্রদায় পরিষেবা হিসেবে গণ্য হবে।সম্প্রতি এনএইচআইডিসিএল জাতীয় সড়ক-৬/৩০৬, যার মধ্যে সাইরাং-কাওনপুই এবং বিলখাওথলিব-কোলাসিব অংশগুলিও রয়েছে, সেগুলির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। এই অংশগুলি বর্ষার কারণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এনএইচআইডিসিএল-এর কার্যনির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প) বীরেন্দ্র কুমার জাখর স্বীকার করেছেন যে সাইরাং-কাওনপুই অংশে মেরামত কাজ চলছে, তবে ভারী যানজট এবং একটানা বৃষ্টির কারণে তা বিলম্বিত হচ্ছে।

এই সংকটের প্রতিক্রিয়ায়, মিজোরাম রাজ্য সরকার মহাসড়কের জরুরি মেরামত কাজের জন্য ১.৮৫ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে। মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি উচ্চ-পর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যেখানে জনপূর্ত ও অর্থ বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মহাসড়কের এই বেহাল দশা রাজ্যের সরবরাহ শৃঙ্খলে একটি গুরুতর হুমকি সৃষ্টি করেছে এবং মিজোরামের মতো বৃষ্টি-প্রবণ অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদী অবকাঠামো পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

নতুন বঙ্গাইগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে ৮ সন্দেহভাজন অবৈধ বাংলাদেশি নাগরিক আটক

নতুন বঙ্গাইগাঁও, ২২ জুলাই : অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান চালিয়ে নতুন বঙ্গাইগাঁও রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৮ জন সন্দেহভাজন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে সরকারী রেলওয়ে পুলিশ।

এই আটকের ঘটনা সেই সময় ঘটে, যখন ওই অঞ্চলে পূর্বে চিহ্নিত অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, আটককৃতদেরকে সন্দেহজনক চলাফেরা এবং বৈধ যাতায়াতের ডকুমেন্টের অভাবের কারণে আটক করা হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, আটককৃতরা মেঘালয়ের মাধ্যমে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পার করে অসমে অবৈধভাবে প্রবেশ করেছে। আটককৃতদের নাম হলো: বাবু শেখ, আশরাফুল হক, আলামিন আলি, মামুন শেখ, মোহাম্মদ আলি, রুহুল আমিন, মুশাররফ আলি, আশরুল হক।

প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের পরিচয় এবং অভিবাসন স্থিতি যাচাই করছে। বিদেশী আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে রাখা হয়েছে।

শিল্পায়িত গোপন মানব পাচার নেটওয়ার্কের সম্ভাব্য জড়িত থাকার বিষয়টিও তদন্ত করা হচ্ছে, যাতে অবৈধ সীমান্ত পারাপারের রুট অনুসন্ধান করা যায়। মেঘালয় সীমান্ত কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করা হচ্ছে।

এই ঘটনায় জিআরপি অঞ্চলজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনগুলোতে নজরদারি বাড়িয়ে দিয়েছে, কারণ অবৈধ প্রবেশের ঘটনা বাড়ছে।

চীন ১৭০ বিলিয়ন বাঁধ প্রকল্পের নির্মাণ শুরুঅরুণাচল প্রদেশে ভারতের উদ্বেগ এবং ভবিষ্যত পদক্ষেপ

চীনে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপরে বিশাল একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে, যার ফলে ভারতীয় ভূখণ্ডে ব্যাপক পরিবেশগত এবং কৌশলগত উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। চীনের এই বিশাল উদ্যোগ ভারতের সীমান্তবর্তী অরুণাচল প্রদেশের সিয়াং অঞ্চলে জলবিভ্রাট ও বন্যার আশঙ্কা তৈরি করেছে, যা স্থানীয় জনগণের জীবন ও সম্পত্তির জন্য মারাত্মক ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। ১৯ জুলাই, চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং আনুষ্ঠানিকভাবে ১৭০ বিলিয়ন ডলারের এই বিশাল জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মাণ শুরু করার ঘোষণা দিয়েছেন। প্রকল্পটি চীনের ইতিহাসের বৃহত্তম অবকাঠামো প্রকল্প হবে, যা থ্রি গর্জেস ড্যামের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম। চীন সরকার এই প্রকল্পকে দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ও অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দীপক হিসেবে দেখতে চায়।

এই প্রকল্পটি ইয়ালং ঝাংবো নদীর উপর নির্মিত হবে, যা ব্রহ্মপুত্র নদীর প্রধান উৎস। ৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ নদীখাতে পাঁচটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হবে, যার সম্ভাব্য উৎপাদন ক্ষমতা হবে ৬০ গিগাওয়াট, যা থ্রি গর্জেস ড্যামের ক্ষমতার তিনগুণ। এটি চীনের বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতায় ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে, তবে প্রকল্পটির জল সঞ্চয় ক্ষমতা সম্পর্কিত তথ্য এখনো প্রকাশিত হয়নি।

এদিকে, ভারতের বিশেষজ্ঞরা এবং রাজনীতিকরা চীনের এই প্রকল্পটি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বিশেষত, চীনের বাঁধ নির্মাণের ফলে আঞ্চলিক ভূখণ্ডে হুমকি বাড়তে পারে, যার প্রভাব ভারতীয় রাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বিশেষত আরুণাচল প্রদেশে অনুভূত হতে পারে।

অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্দু ইতিমধ্যে জানিয়েছেন যে, এই বাঁধটি যদি নির্মিত হয় এবং চীন হঠাৎ করে জলের প্রবাহ ছেড়ে দেয়, তবে সিয়াং অঞ্চলে তীব্র বন্যা ও পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটতে পারে। তিনি বলেন, "এটি আমাদের গোটা সিয়াং অঞ্চলকে ধ্বংস করে ফেলবে। বিশেষভাবে, আদি উপজাতি এবং আশপাশের গোষ্ঠীগুলির জন্য এটি বিপর্যয়কর হতে পারে। তাদের জমি, সম্পত্তি, জীবন, সবকিছুই বিপদের সম্মুখীন হবে।"

ব্রহ্মপুত্র নদীর ৩০ শতাংশ জল চীন থেকে আসে, তবে ভারতের আঞ্চলিক এলাকায় প্রায় ৭০ শতাংশ জল স্থানীয় বৃষ্টিপাত থেকে আসে। চীনের বাঁধ প্রকল্পের ফলে ভারতীয় ভূখণ্ডে জল প্রবাহের উপর চাপ পড়বে, এবং বিশেষ করে সিয়াং অঞ্চলটি এর ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। চীনের এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি শুধু আঞ্চলিক ভূখণ্ডের জন্য নয়, বরং ভারতের বৃহত্তর জলবিদ্যুৎ ক্ষেত্রের জন্যও হুমকি তৈরি করেছে। ভারতীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই দেশের মোট ১৩৩ গিগাওয়াট জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনার প্রায় অর্ধেক বিদ্যমান, যার মধ্যে ৫০ গিগাওয়াটের জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনা শুধু অরুণাচল প্রদেশে রয়েছে। তবে চীনের বাঁধ প্রকল্পের ফলে ভারতে পরিকল্পিত অন্যান্য জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এছাড়া, চীনের বাঁধ প্রকল্পটি বৃহত্তর পরিবেশগত ক্ষতির কারণ হতে পারে, যার ফলে ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকার বাস্তুতন্ত্রের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়বে। এমনকি, এটি ওই এলাকার কৃষি, জলসম্পদ ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যও বিপজ্জনক হতে পারে।

চীনের এই বাঁধের সম্ভাব্য প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভারত তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা করছে। ভারত সরকার সিয়াং অঞ্চলে একটি ১১.২ গিগাওয়াট ধারণক্ষমতা সম্পন্ন স্টোরেজভিত্তিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, "আপার সিয়াং" নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছে। এই প্রকল্পটি ব্রহ্মপুত্রের পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে এবং সিয়াং অঞ্চলের জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এক ধরনের প্রতিরোধী ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করবে।

তবে, এই প্রকল্পের অগ্রগতি এখনও স্লো। গত তিন বছর ধরে প্রকল্পটির প্রাথমিক পর্যালোচনা ও স্থানীয় প্রতিবন্ধকতার কারণে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তদন্ত কাজ আটকে রয়েছে। স্থানীয় জনগণের উদ্বেগ এবং পরিবেশগত প্রতিবন্ধকতা প্রকল্পের বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। তবে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরা আশ্বস্ত করেছেন যে, "চীন যা কিছু করুক, ভারত পুরোপুরি প্রস্তুত। প্রধানমন্ত্রী মোদি এই প্রকল্পের প্রতি খুবই সিরিয়াস, এবং শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।"

চীনের এই বাঁধ প্রকল্প ভারতের জন্য কেবল জলসম্পদের উপর প্রভাব ফেলছে না, বরং এটি ভারত-চীন সম্পর্কের উপরও বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করতে পারে। দুই দেশের মধ্যে পূর্বে অশান্ত সম্পর্কের কারণে, এই বাঁধ নির্মাণ বিষয়টি দুই পক্ষের মধ্যে আরও বড় কূটনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে।

ভারত সরকার আশাবাদী যে, "আপার সিয়াং" প্রকল্পটি চীনের প্রকল্পের প্রভাব মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে এবং দেশের জলবিদ্যুৎ সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সম্ভাব্য বন্যা এবং জলবিভ্রাটের ঝুঁকি হ্রাস করবে।

চীনের এই প্রকল্পটি কেবল একটি অবকাঠামো উদ্যোগই নয়, বরং একটি বৃহত্তর কৌশলগত এবং পরিবেশগত প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর প্রভাব শুধু জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং ভারতের আঞ্চলিক নিরাপত্তা, পরিবেশ এবং জনসংখ্যার উপরও ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। তাই, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্পটির বিরুদ্ধে যথাযথ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

চিরাংয়ের এক্সাইজ কর্মকর্তাদের সাসপেন্ড, ৫০ লাখ টাকার অবৈধ মদ কারখানা উদঘাটন

চিরাং, ২২ জুলাই : অসমের চিরাং জেলায় ৫০ লাখ টাকার অবৈধ মদ উৎপাদনকারী একটি কারখানা উদঘাটনের পর এক্সাইজ সুপারিনটেনডেন্ট গৌরঙ্গ চৌধুরী এবং এক্সাইজ ইন্সপেক্টর দিব্যজ্যোতি শর্মাকে অবহেলা এবং দায়িত্বে গাফিলতির জন্য তৎক্ষণাৎ সাসপেন্ড করা হয়েছে।

এই সাসপেনশনটি ১৯ জুনের একটি বড়ো অভিযানের পর নেওয়া হয়, যখন বঙাইগাঁও জেলার এক্সাইজ কর্মকর্তাদের এবং গুৱাহাটী থেকে বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক দল একটি যৌথ অভিযান চালিয়ে চিরাংয়ের শান্তিপুরে অবৈধ মদ তৈরির কারখানা ধ্বংস করে। এই অভিযানটি স্থানীয় এক্সাইজ কর্তৃপক্ষকে আগে জানানো না হওয়ায়, এটি প্রশাসনিক স্বচ্ছতার প্রশ্ন তুলে ধরেছে।

অভিযানে প্রায় ৫০ লাখ মূল্যের কাঁচামাল এবং নকল মদ উদ্ধার হয়, যার মধ্যে কয়েকটি ব্র্যান্ডেড লেবেলভুক্ত মদও ছিল। এই অবৈধ কারখানাটি জনস্বাস্থ্য এবং রাজস্ব ক্ষতির বড়ো ঝুঁকি তৈরি করেছিল।

অসম রাজ্যের গভর্নর কর্তৃক সাসপেনশন আদেশে বলা হয়, এক্সাইজ কর্মকর্তারা তাদের অঞ্চলে মদ সংক্রান্ত অবৈধ কার্যকলাপ প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, যা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং আইন-শৃঙ্খলার জন্য গুরুতর প্রভাব ফেলেছে।

এই ঘটনাটি প্রশাসনিক এবং জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে এবং রাজ্যের অবৈধ মদ ব্যবসার বিরুদ্ধে আরো সুরক্ষা এবং আন্তঃজেলা সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করেছে।

NOTICE INVITING QUOTATION

The undersigned on behalf of the Governor of Tripura invites scaled quotation in plain paper from the interested, experienced, eligible bidders for Procurements of Paddle Boats as specified in "Annexure-A" as Technical Specification and Financial Bid. These Paddle Boats will be procured for Baralutma Eco Park of Baralutma Gram Panchayat under Salema R.D. Block.

The intending bidders may drop their quotation in the drop box which is kept in the chamber of the undersigned from 18/07/2025 to 06/08/2025 at 10:30 am to 5:00 pm except Govt. holidays. The box will be opened at 5:20 pm on 06/08/2025 in the presence of the bidder/ bidders or their authorised agent who will participate in the quotation. If required, the undersigned may extend the last date or may alter date for opening of the tender.

The desired specification of Paddle Boats which are annexed in "Annexure- A" and terms with conditions shall be obtained from the Office of the Block Development Officer, Salema R.D. Block on any working days during bidding period and even from the Dhalai District Portal (dhalai.nic.in) under Govt. of Tripura.

ICA/C- 1554/25

Block Development Officer
Salema RD-Block
Dhans

PNIe-T No-10/EE/KCP/ 2025-26,
Dated, the, 15.07.2025.

The Executive Engineer, PWD(R&B), Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura, invite tender from the eligible bidders up to 15:00 hours on 5th August-2025 for the work under PNIeT No- 10/EE/KCP/2025-26, Dated, 15.07.2025 and circulated vide Memo No F.8(11)/EE/KCP/2022- 2023/2282-2349, Dated, 15th July 2025. For details visit https://tripuratenders.gov.in for contract at Mobile No-7085580093 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C 1551/25

Executive Engineer
Kanchanpur Division,
PWD(R&B) Kanchanpur,
North Tripura.

PNIC-T No:- 10/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26
e-Tender in Single bid system are invited for the following work:-

Sl. No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Deadline for online bidding	Website for online biding	Time & date of opening of online bid
1	2	3	4	5	6	7
1	DNIeT No. : 9/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 9,07,538.00	₹ 18,151.00	Upto 3.00 P.M on 04.08.2025	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 P.M On 04.08.2025 if possible
2	DNIeT No. : 10/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 9,70,103.00	₹ 19,402.00			
3	DNIeT No. : 11/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 9,49,641.00	₹ 18,993.00			
4	DNIeT No. : 42/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 8,86,779.00	₹ 17,736.00			
5	DNIeT No. : 43/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 9,93,048.00	₹ 19,861.00			
6	DNIeT No. : 44/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 7,99,591.00	₹ 15,992.00			
7	DNIeT No. : 45/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 6,71,044.00	₹ 13,421.00			
8	DNIeT No. : 46/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 3,92,148.00	₹ 7,843.00			
9	DNIeT No. : 47/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 8,97,255.00	₹ 17,945.00			
10	DNIeT No. : 48/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 6,83,231.00	₹ 13,665.00			
11	DNIeT No. : 49/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 6,69,093.00	₹ 13,382.00			

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in or https://etenders.gov.in/eprocure/app https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in For any query please contact to office of the undersigned during office hours/ cedwssbm@gmail.com

ICA/C/1540/25

(For and on behalf of Governor of Tripura)
(ER. D Barma)
Executive Engineer DWS Division,
Sabroom South Tripura District

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 12/PNIeT/EE/PWD/SBM/DIV/2025-26
Dated- 15-07-2025

The Executive Engineer, Sabroom Division PWD (R & B), Sabroom, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central up to 12.00 P.M. on 04-08-2025 for the following work: -

Sl. NO	DNIeT. No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DNIeT No: 23/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/25-26. Tender ID: 2025_CEPWD_63837_1	Rs.14,88,875.35	Rs.29,778.00	90 Days	Up to 12:00 P.M. on 04-08-2025	At 12:30 P.M. on 04-08-2025	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIeT No: 24/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/25-26. Tender ID: 2025_CEPWD_63838_1	Rs.24,26,768.85	Rs.48,536.00	90 Days				

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in.

Bid(s) shall be opened through online in e-procurement portal by respective bid openers on behalf of the Executive Engineer, Sabroom Division, PWD (R&B), Sabroom, South Tripura and the same shall be accessible by intending bidder through website https://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other bidder may like to be present at the bid opening for any enquiry. Please contact by e-mail to eepwdsbm2015@gmail.com.

ICA/C-1542/25

For and on behalf of the Governor of Tripura.
Executive Engineer
Sabroom Division, PWD(R&B)
Sabroom, South Tripura.

SHORT NOTICE INVITING TENDER

On behalf of the Belonia Municipal Council, South Tripura, the undersigned invites the sealed tender in plain paper covered by sealed envelope from the reputed & Authorised Dealers/ Supplier/ Farm/ Agency/ Co-operative Society for maintenance and replacement of 3350 Nos. LED Street Light and 13 Nos. CCRS Box for lighting the roads under Belonia Municipal Council area for 03(three) years followed by the terms and condition given below.

The tender will be received through Registered Post / Speed Post / Courier Service / By hand etc. from 18/07/2025 to till 06/08/2025 on all working days from 10.00 AM to 05.30 PM. The sealed tender will be opened on 07/08/2025 at 12.00 Noon. All tenderers may remain present in this office on the schedule date and time to see the process of opening the received tenders. The details of required materials are as follows: -

Sl. No.	Particulars	Rate / Amount per month inclusive all Taxes (in Rs.)	Rate (Amount per month inclusive all Taxes (in word)
1.	Maintenance and replacement of 3350 Nos LED Light and 13 Nos CCMS Box (including GST) under Belonia Municipal Council area. (18 watt=1100 Nos., 24 watt=150 Nos., 35 watt=1200 Nos., 70 watt=880 Nos., 110 watt=10 Nos.)		

The details terms & condition is available in office notice board as displayed the Notice Inviting Tender Vide No .F.2(23) Supply Order / CEO / BMC/BLN/2025./1908. Date: 16/07/2025. The interested persons are requested to visit the office notice board.

ICA/C/ 1536/25

Dy. Chief Executive Officer
Belonia Municipal Council
Belonia, South Tripura

৬২তম বিধানসভার বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে আয়োজনস্থলে একটি আমের চারা রোপন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কলমে কাটাকুটি

সদ্য তরুণ লেখিকা প্রদীপ্তা নন্দীর "খেলা খাতার কাটাকুটি" বইটি সমাপ্ত করলাম। লেখিকা দেখিয়েছেন, এই উপন্যাসটি আবর্তিত হয়েছে ঝিমলি, তীর আর তাদের মেয়ে মিমিকে কেন্দ্র করে। মধ্যে তীরের দিদি শ্রীরাধারও কথা আছে। নব্বইয়ের দশকের গ্রামবাংলা, স্কুলপ্রেম, ছোটবয়সের কৌতুহল, বড় হবার ইচ্ছে, এই উপন্যাসে যেমন আছে, তেমনি আছে একুশ শতকের বাঁকুড়া শহর, অপরাধ, মানুষের জীবন, আত্মলব্ধি এইসব। উপন্যাসে লেখিকা দেখিয়েছেন, 'রাত এখন কত ? সারা পাড়া নিঝুম হয়ে আছে। লোডশেডিং হয়েছে। চার্জারের আলো জ্বেলে তীর বসে আছে।

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

রান্নাঘরে মোম জ্বেলে মিঠি রান্না করছে। আজও মনে হয় ডাল আর আলুভাতে। মালু আজও ফোন করেনি। মিঠি গজগজ করছে, আরে আমার তো চিন্তা হয় নাকি, শহরে মেয়েটা একা থাকে, আজ আবার কলেজে ফ্রেশার্স ছিল। কী হল কিছু বলবে তো ! তীর উঠে ব্যালকনিতে দাঁড়াল, আজ পূর্ণিমা। পূর্ণিমা এলেই তীরের মনে পড়ে সুকান্তর লাইন, 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'। 'উপন্যাসের শেষদিকে দেখা যাচ্ছে, শেক্সপিয়ারের "ওথেলো" নাটকে, ইয়াগো। --- জানিনা, জীবনের ধ্রুব সত্যগুলো কেন যে উনি ভিলেনের মুখে বসিয়েছেন ? তবে কী জানো তো, তুমিও না ঠিক ইয়াগোর মতো, নিজের অবস্থা মেনে আর বেরিয়ে আসতে পারছো না..... মিঠি হেসে উঠল, হাওয়ায় মিলিয়ে গেল সে।' রঙিন প্রচ্ছদ বিশিষ্ট শরৎ প্রকাশনীর অন্তর্গত ***বইটির মূল্য ১৭৫ টাকা।***

মাছের কাঁটা গলায় আটকে গেলে কী করবেন

বাঙালির পাতে মাছ থাকবেই। ইলিশ থেকে কাতলা, পারশে থেকে পাবদারোজকার খাবারে মাছ না হলে যেন চলেই না। তবে স্বাদ নিতে গিয়ে কখনও কখনও গলায় কাঁটা আটকে গেলে মুহূর্তেই ঘাবড়ে যান অনেকে। জেনে নিন কিছু কার্যকর ও সহজ ঘরোয়া কৌশল, যা আপনাকে এই সমস্যার হাত থেকে চটজলদি মুক্তি দিতে পারে। মাছের কাঁটা গলায় আটকে গেলে কী করবেন? ভিনেগার মেশানো পানি: এক গ্লাস কুসুম গরম জলে সামান্য ভিনেগার মিশিয়ে পান করুন। ভিনেগারের অ্যাসিডিক উপাদান কাঁটাকে নরম করে এবং সহজে নামিয়ে দেয়।

লেবু ও লবণ: এক টুকরো পাতিলেবুর সঙ্গে একটু লবণ মিশিয়ে আস্তে আস্তে চুষে খান। এটি গলায় আটকে থাকা কাঁটার আশপাশের অংশ কোমল করে দেয়, ফলে কাঁটা নেমে যেতে পারে। অলিভ অয়েল: এক চা চামচ এডিবল অলিভ অয়েল খেয়ে ফেলুন। অলিভ অয়েল খুবই পিচ্ছিল, তাই কাঁটা সহজে গলা বেয়ে নেমে যায়। তবে অতিরিক্ত খাওয়া থেকে বিরত থাকুন।

পাকা কলা গিলে খাওয়া: একটু বড় করে টুকরো করা পাকা কলা গিলে ফেলুন। কলার মসৃণ টেক্সচার কাঁটাকে নিচে নামাতে সাহায্য করে।

সেদ্ধ ভাতের বল: সেদ্ধ ভাত হাত দিয়ে চটকে ছোট ছোট গোল বলের মতো বানিয়ে গিলে ফেলুন। এরপর এক গ্লাস পানি খান। অনেক সময় এই পদ্ধতিতে কাঁটা সহজে নেমে যায়।

পাউরুটি বা মুড়ি: দুধে ভেজানো পাউরুটি কিংবা শুকনো মুড়িও গলায় আটকে থাকা কাঁটা বের করতে সাহায্য করতে পারে। প্রয়োজনে কয়েকবার ট্রাই করুন।

কার্বনেটেড পানীয় : বিশ্বাস না হলেও, সোডা বা অন্য কার্বনেটেড পানীয় গ্যাসের চাপে কাঁটাকে নিচে ঠেলে দিতে পারে। তবে খুব ঠান্ডা পান করা থেকে বিরত থাকুন।

সতর্কবার্তা: উপরের কোনও উপায়েও যদি কাঁটা না নামে, গলায় যন্ত্রণা বাড়ে বা শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, তাহলে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কারণ, অনেক সময় কাঁটা খাদ্যনালী বা শ্বাসনালীতে ক্ষতি করতে পারে। উপসংহার: মাছের স্বাদ নিতে গিয়ে যদি কাঁটা গলায় আটকে যায়, ভয় না পেয়ে এসব ঘরোয়া কৌশল কাজে লাগান। একটু সতর্কতা আর সঠিক পদ্ধতি জানলেই বিপদ থেকে মুক্তি মিলতে পারে মিনিটেই।

দেশের স্বার্থে জনগণকে বিকল্প চিন্তা করতে হবে

আদর্শের শিক্ষায় শিক্ষিত নেতৃত্বের অভাবে আজ ভেঙে পরছে ভারতের মানদণ্ড। প্রশাসনতন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, অর্থনীতিতে ভরপুর দেশে ভেঙে পরছে অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। বিশেষ করে ভারতের মত আধ্যাত্মবাদ দেশে আধ্যাত্মবাদ শিক্ষা ব্যবস্থার মেরুদণ্ড ভেঙে পরার কারণে আজ দেশে আদর্শ নেতৃত্বের অভাব। দেশে রয়েছে অসংখ্য, রাজনৈতিক দল, দলে রয়েছে বড় বড় নেতা, তারা তাদের রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। দেশের মানদণ্ড রক্ষা করতে হবে একথা ভাববার সময় পাচ্ছে না। ভারতের শাসনতন্ত্রে যে আদর্শ নেতৃত্বের প্রয়োজন। সেই আদর্শ নেতৃত্ব ভারতমাতা স্বাধীনতার ৭৬ বছর বয়সে আজও জন্ম দিতে পারেনি। শুধু একমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পবিত্রতাহীন অপবিত্র পরিবেশের কারণে। প্রাউট আদর্শের ভিত্তিতে অর্থাৎ প্রাউট দর্শন আদর্শের শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা আগামী দিন সেই আদর্শ মানুষ তৈরি হতে চলেছে। সেই মানুষ দ্বারা আগামী দিন একটা আদর্শ মানব সমাজ গঠন হবে। শুধুমাত্র আদর্শ মানুষের জন্য সময়ের অপেক্ষা। রাজনীতিতে দুর্নীতির অন্ধকারে ভালো মন্দ বিচার শক্তি হারিয়ে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে অন্ধ মানুষের মতো ভুল পথে হাঁটতে শুরু করেছে। ধর্ম এবং রাজনীতির জগতে মানুষের কী ভূমিকা রয়েছে এব্যাপারে মানুষ অবগত নয় বলে মানুষে মানুষে শুরু হয়েছে হিংসা, ঝগড়া, বিবাদ, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, দাঙ্গামুখী পরিবেশ। মানুষের বাকস্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সাম্যতন্ত্রের উপর গড়ে উঠেছে স্বৈরাচারী আক্রমণ।

সরকারি কোষাগারের অর্থের দ্বারা শুরু হয়েছে নেতা, মন্ত্রীর ভোগবিলাস। স্বজন পোষণ, দুষ্ট পূজন। এরফলে দেশের অর্থ দেশ উন্নয়ন ক্ষেত্রে সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না। একজন ক্ষুধার্ত মানুষের অন্ন আরেকজন অক্ষুধার্ত মানুষে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। এবং তার ঘরে অর্থের পাহাড় তৈরি হচ্ছে। যারা এইরূপ পাপ কর্মে লিপ্ত বা অপরাধী মানুষ তাদের যেমন আইনের বিচার হয় না, তেমনি নিরপরাধী আইনের সহযোগিতা পায় না। এই হচ্ছে আজ আমাদের দেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পরিবেশ। ভোটের সময় ভোটের জন্য দলীয় নেতা জনসভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে দেশ উন্নয়ন প্রতিশ্রুতি দিয়ে হাত নেড়ে বড় বড় কথা বলাই তাদের কাছে দেশ উন্নয়নের শেষ সীমানা। ভোট পেয়ে ক্ষমতা দখলের পর যারা ধরাকে সরাজ্ঞান ভাবে, নিজেকে বা ভাবে দেবরাজ ইন্দ্র। জনগণের টাকায় চলে তাদের ভোগ, বিলাস আরাম, আয়েস। অবশেষে দেশ উন্নয়ন প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয়ে শুরু হয় তাদের ব্যর্থতা আড়াল উদ্দেশ্যে একদল আরেক দলের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবৈধ আচরণ। অর্থাৎ পরবর্তী নির্বাচনে জনগণের সঙ্গে যখন সম্পর্ক হারিয়ে যায়, তখন তাদের ৩৬ ইঞ্জি বুকের পাটা ৩২ ইঞ্চি হয়ে যায়। শুরু হয় তাদের প্রতিপক্ষ দল প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবৈধ আক্রমণ।

বর্তমানে এই চলছে রাজনীতির পরিস্থিতি। পরিস্থিতি স্বমূলে পরিবর্তনের জন্য ভোটের মাধ্যমে জনগণকে অবিলম্বে দেশের স্বার্থে আবার নতুন করে বিকল্প চিন্তা করতে হবে। তা না হলে বিগত দিনগুলোতে আমরা যে পরিবর্তন দেখেছি, সেই পরিবর্তনটা হচ্ছে একই জল বিভিন্ন রঙের বোতলে ঢুকিয়ে জলের রঙ পরিবর্তন দেখানোর মত দলের সাইন বোর্ড পরিবর্তন হচ্ছে। দেশের রাজনীতিতে বা রাজ্যের রাজনীতিতে যদি সঠিক পরিবর্তন আনতে হয়, তাহলে ব্রিটিশের শোষণমুখী পরিবেশের গন্ধ বা দুর্নীতির আখড়া যে দলে রয়েছে সে দল স্বমূলে উৎখাত করতে হবে এবং এব্যাপারে জনগণকে সতর্ক দৃষ্টি অবলম্বন করতে হবে।

হরলাল দেবনাথ, সিধাই মোহনপুর পশ্চিম ত্রিপুরা।

কীভাবে শরীরকে ডিটক্স করবেন

আমাদের শরীর প্রতিনিয়ত নানা ধরনের টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে আসেখাদ্য, দূষণ, ওষুধ, এমনকি মানসিক চাপ থেকেও। এই টক্সিন শরীরে জমে স্বাস্থ্যহানি ঘটাতে পারে। শরীরকে সতেজ ও স্বাস্থ্যকর রাখতে তাই প্রয়োজন ডিটক্সিফিকেশন, অর্থাৎ শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদান দূর করার প্রক্রিয়া।

ডিটক্স কীভাবে কাজ করে?

ডিটক্স মূলত আমাদের শরীরের প্রাকৃতিক কার্যক্রম, যেখানে লিভার, কিডনি, ত্বক, হজমতন্ত্র ও লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম শরীরকে পরিষ্কার রাখতে কাজ করে। সঠিক খাদ্য, জল পান, ঘুম, ব্যায়াম ইত্যাদির মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করা যায়।

ডিটক্স সম্পর্কে সাধারণ ভুল ধারণা ১. চরম উপবাস বা শুধু জুস খাওয়াই ডিটক্স নয়। ২. তাৎক্ষণিক ফল আশা করা ভুল। ডিটক্স একটি ধীর ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। ৩. বাজারের তথাকথিত 'ডিটক্স প্রোডাক্ট' সবসময় নিরাপদ বা কার্যকর নয়। কখন বুঝবেন আপনার ডিটক্স প্রয়োজন? ঘন ঘন ক্লান্তি, হজমে সমস্যা (কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস), ত্বকে ব্রণ বা ফুসকুড়ি, মনোযোগের অভাব বা 'ব্রেইন ফগ', ঘন ঘন অসুস্থ হওয়া, ব্যথা বা অস্বস্তি। দেহ ডিটক্সের ১২টি কার্যকর উপায় প্রতিদিন পর্যাপ্ত পানি পান করুন — অন্তত ৮-১০ গ্লাস, চাইলে লেবু মিশিয়ে নিন। পুষ্টিকর ও প্রাকৃতিক খাবার খান — শাকসবজি, ফল, বাদাম, গোটা শস্য বেছে নিন। ফাইবার গ্রহণ বাড়ান — হজমে সহায়ক ও টক্সিন দূর করতে সাহায্য করে। ভেষজ চা পান করুন — গ্রিন টি, ড্যান্ডেলিয়ন বা মিল্ক থিসল চা লিভারের জন্য উপকারী। নিয়মিত ব্যায়াম করুন — ঘাম টক্সিন বের করতে সহায়তা করে। অ্যালকোহল ও অতিরিক্ত ক্যাফেইন এড়িয়ে চলুন — এতে লিভারের ওপর চাপ পড়ে। ভালো ঘুম অপরিহার্য — ৭-৯ ঘণ্টা ঘুম শরীরকে পুনরুজ্জীবিত করে। মনোযোগ দিয়ে খাওয়া অভ্যাস করুন — ধীরে খেলে হজম ভালো হয়। রাসায়নিক ও প্লাস্টিক ব্যবহারে সচেতন হোন — প্রাকৃতিক বিকল্প বেছে নিন। ধ্যান ও শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করুন — মানসিক চাপ কমায়। শুকনো ব্রাশিং বা স্ক্রাব ব্যবহার করুন — ত্বক ও লিম্ফ সিস্টেমকে উদ্দীপিত করে। সাউনা বা স্টিম বাথ নিন — ঘাম ঝরিয়ে টক্সিন দূর করতে সাহায্য করে।

ডিটক্সের উপকারিতা

শরীর থেকে টক্সিন দূর হয়

শক্তি ও কর্মক্ষমতা বাড়ে

ত্বক পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়

হজমতন্ত্র সুস্থ থাকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত হয় স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে ওঠে উপসংহার ডিটক্স কোনও ম্যাজিক নয়এটি একটি স্বাস্থ্যকর ও সচেতন জীবনধারার অংশ। খাবার, পানি, ঘুম, ব্যায়াম ও মানসিক প্রশান্তির সমন্বয়ে শরীর নিজেই নিজেকে পরিষ্কার করতে সক্ষম। তবে কেউ যদি বিশেষ ধরনের ডিটক্স প্ল্যান অনুসরণ করতে চান, সেক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসক বা পুষ্টিবিদের পরামর্শ নেওয়া উচিত। নিজের শরীরের কথা শুনুন, প্রয়োজন বুঝে পদক্ষেপ নিন, এই হলো সত্যিকারের ডিটক্স।

সাপে কামড়ালে প্রথমেই কী করবেন

বর্ষা মানেই সাপের উপদ্রব। বৃষ্টিতে গর্তে জল জমে গেলে বিষধর সাপগুলো বের হয়ে পড়ে আশপাশের এলাকায়। বিশেষ করে খামার, বাড়ির আঙিনা বা মাঠে। তাই এই সময় সাপে কামড়ানো একটি সাধারণ কিন্তু প্রাণঘাতী ঝুঁকি। এমন পরিস্থিতিতে দ্রুত ও সঠিক ব্যবস্থা নিলে প্রাণ রক্ষা সম্ভব। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সময় নষ্ট না করে রোগীকে সরাসরি সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত। কারণ হাসপাতালেই প্রয়োজনীয় অ্যান্টি-ভেনম ওষুধ পাওয়া যায় এবং সাপে কাটার সম্পূর্ণ চিকিৎসা পাওয়া যায়।

সাপে কামড়ালে করণীয়-

শান্ত থাকুন: ভয়ের কারণে হৃদস্পন্দন বাড়লে বিষ দ্রুত ছড়ায়। রোগীকে সান্ত্বনা দিন।

অঙ্গটি নাড়াচাড়া করবেন না: কামড়ানো অঙ্গ স্থির রাখুন। ব্যান্ডেজ বা কাপড় পেঁচিয়ে দিন: কামড়ের কিছু ওপরে শক্ত করে পেঁচিয়ে দিন, যেন বিষ ধীরে ছড়ায়। কামড়ের স্থান সাফ করুন: জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন, কিন্তু কেটে রক্ত বের করবেন না। রোগীকে শুয়ে রাখতে হবে: হৃদয়ের সমান বা নিচু অবস্থানে কামড়ের স্থান রাখুন। জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে নিন: সময় নষ্ট না করে রোগীকে নিকটস্থ সরকারি হাসপাতালে নিন। যা করবেন না- কামড়ের স্থান চুষে বিষ বের করবেন না। ছুরি দিয়ে কেটে রক্ত বের করার চেষ্টা করবেন না। ভুয়া বা অদক্ষ চিকিৎসকের কাছে যাবেন না।

বিশেষ লক্ষণ:

বুকে টান

চোখে ঝাপসা

কথা বলতে কষ্ট

শরীর অবশ হওয়া

ঘুম ঘুম ভাব।

উপরের লক্ষণ থাকলে বুঝতে হবে সাপটি বিষাক্ত এবং অবিলম্বে চিকিৎসা জরুরি।

প্রতিরোধে যা করবেন:

মাঠে কাজের সময় রাবারের বুট পরুন

হাত ঢেকে কাজ করুন

ঝোপঝাড় পরিষ্কার রাখুন

টর্চ বা লাইট নিয়ে চলাফেরা করুন রাতে সাপে কামড়ানো অবস্থায় দ্রুত সিদ্ধান্তই পারে জীবন বাঁচাতে। তাই সচেতন থাকুন, সময়মতো চিকিৎসা নিন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে কারণে পতন হয়েছিল

দীর্ঘ আড়াই শতাব্দীর ঔপনিবেশিক শাসন এবং বাণিজ্যিক একাধিপত্যের পর অবশেষে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিলো ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। একদা অপ্রতিরোধ্য এই শক্তির পতন ছিল সুদূরপ্রসারী, যার কারণ নিহিত ছিল একাধিক অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি, এবং ভারতীয় জনগণের তীব্র প্রতিরোধের মধ্যে।

সূচনা ও উত্থান

১৬০০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কোম্পানি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে প্রবেশ করলেও, খুব দ্রুতই তারা রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ এবং ১৭৬৪ সালের বক্সারের যুদ্ধের মাধ্যমে তারা বাংলায় নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে এবং ধীরে ধীরে ভারতের বিশাল অংশে নিজেদের শাসন বিস্তার করে। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সম্পদ শোষণ করে ব্রিটেনে পাঠানো, যা ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পতনের মূল কারণসমূহ.....

দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা: কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্যক্তিগত লাভের জন্য তারা কোম্পানির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করত, যা কোম্পানির আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। এই দুর্নীতির ফলে কোম্পানি ক্রমাগত লোকসানের সম্মুখীন হয় এবং ব্রিটিশ সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

ভারতীয় প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ: কোম্পানির শোষণমূলক নীতি এবং নির্মম শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে থাকে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ, যা ভারতীয় ইতিহাসে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ নামেও পরিচিত, কোম্পানির ভিত্তিকে নড়িয়ে দেয়। যদিও এই বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল, তবে এটি কোম্পানির দুর্বলতা এবং ভারতীয়দের প্রতিরোধের ক্ষমতা প্রমাণ করে।

ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপ: কোম্পানির অব্যবস্থাপনা এবং ভারতে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতার কারণে ব্রিটিশ সরকার কোম্পানির উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে শুরু করে। ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট এবং ১৭৮৪ সালের পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্টের মাধ্যমে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কোম্পানির কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করে। ১৮১৩ সালের চার্টার অ্যাক্টের মাধ্যমে কোম্পানির বাণিজ্যিক একাধিপত্য সীমিত করা হয় এবং ১৮৩৩ সালের চার্টার অ্যাক্টের মাধ্যমে এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়। অর্থনৈতিক সঙ্কট: অতিরিক্ত সামরিক ব্যয়, দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনার কারণে কোম্পানি তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়ে। তাদের লাভের পরিমাণ কমে যায় এবং ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে।

প্রশাসনিক অদক্ষতা: একটি বাণিজ্যিক সংস্থা হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দ্রুতই একটি বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করার দায়িত্ব পায়। কিন্তু তাদের প্রশাসনিক কাঠামো এই বিশাল দায়িত্ব বহনে সক্ষম ছিল না, যার ফলে প্রশাসনিক অদক্ষতা এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

পরিণতি: ১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে এবং ভারতের শাসনভার সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে নিয়ে আসে। এর ফলে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনা হয়, যা প্রায় নব্বই বছর স্থায়ী ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পতন কেবল একটি বাণিজ্যিক সংস্থার বিলুপ্তি ছিল না, এটি ছিল একটি ঔপনিবেশিক যুগের সমাপ্তি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, কেবল সামরিক শক্তি দিয়ে একটি জাতিকে দীর্ঘকাল শোষণ করা সম্ভব নয়, জনগণের প্রতিরোধ এবং অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা শেষ পর্যন্ত যে কোনো সাম্রাজ্যের পতন ঘটাতে সক্ষম।

গোলাপ শরবত গরমে প্রশান্তি

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপ বা গরমের যে কোন সময়ে আর ক্লান্তিকর দিন শেষে যদি মেলে এক গ্লাস ঠান্ডা গোলাপ শরবততা হলে স্বস্তি আসবেই। শুধু তৃষ্ণা মেটানোর জন্য নয়, গোলাপ শরবত শরীর ও মনের প্রশান্তির জন্যও উপকারী। বাজারের কেমিক্যালযুক্ত পানীয় এড়িয়ে প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি এই পানীয় হবে নিরাপদ ও পুষ্টিকর। ঘরেই খুব সহজে তৈরি করতে পারেন এই গোলাপের শরবত। রইল রেসিপি প্রয়োজনীয় উপকরণ: তাজা গোলাপের

পাপড়ি — ১ কাপ

পানি — ৪ কাপ

মধু — স্বাদ অনুযায়ী

লেবুর রস — ২ টেবিল চামচ

এলাচ গুঁড়া — ১ চিমটি

বরফের টুকরা — পরিবেশনের জন্য

যেভাবে তৈরি করবেন: ১. প্রথমে গোলাপের পাপড়িগুলো ভালোভাবে ধুয়ে নিন। ২. এবার একটি পাত্রে ৪ কাপ পানির সঙ্গে পাপড়িগুলো মিশিয়ে মাঝারি আঁচে সেদ্ধ করুন। ৩. প্রায় ১০ মিনিট পর, জল রঙিন ও সুবাসযুক্ত হয়ে উঠলে চুলা বন্ধ করে ঠান্ডা হতে দিন। ৪. ঠান্ডা হয়ে গেলে ছেঁকে গোলাপের পাপড়ি আলাদা করে ফেলুন। ৫. গোলাপজলে এবার মধু, লেবুর রস ও এলাচ গুঁড়া ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। ৬. ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করুন। পরিবেশনের সময় গ্লাসে বরফ ও কিছু গোলাপ পাপড়ি দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

গোলাপ শরবতের উপকারিতা: শরীর ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে, হজমে সহায়ক, মন ও মেজাজ প্রশান্ত করে, ত্বকের জন্যও উপকারী এই গরমে সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর কিছু খুঁজছেন? তাহলে গোলাপ শরবতই হতে পারে আপনার প্রাকৃতিক ও মিষ্টি সমাধান। ঘরেই বানান, স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবুন আর গরমে পান করুন ঠান্ডা ঠান্ডা এক গ্লাস গোলাপ শরবত!

এটাই তো জীবন

ডা. প্রণব সেনগুপ্ত
(এডভোকেট)

মৃত আধাঁর রাত্রিতে জোনাকিরা
আলো দিয়ে যায়। নিশুতি রাতে
রাত পাখী ভয়ার্ত কণ্ঠে
গান গেয়ে যায়।
লম্বা টানা স্রোতে ছুটেছে নদী
ভোরের প্রান্তরে হিমেল বাতাস
আলো ছড়িয়ে দেয়।
সকাল থেকেই প্রস্তুতি জীবন
যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধের।
প্রয়োজন আত্ম বিশ্বাসের
একদিকে ঝলমলে রৌদ্রদিন
অন্যদিকে নিবিড় আঁধার ও।
নতুন করে জন্ম হচ্ছে
পৃথিবীর নতুন অতিথির।
কোথাও আনন্দ হল্লোড়
কোথাও জ্বলছে
বনভূমি দাবানলে।
বন্যরা বদল করছে বাসা,
কোথাও উৎসব কোথাও
নিস্তব্দতা। কোথাও সর্তকতা,
কোথাও বেপোরোয়া।
জীবন যুদ্ধ চলছে চলবে কেউই
বাঁচবে না চিরকাল আলো
নিভে যাবে, আলো জ্বলবে
এটাই তো জীবন।

চিয়া বীজের গুণেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা

ওজন ঝরাতে চিয়া বীজের জুড়ি মেলা ভার। বলি নায়িকা থেকে সাধারণ মানুষ ছিপছিপে হতে ভরসা রাখেন এই বীজের উপর। তবে চিয়া যে শুধু শরীরের খেয়াল রাখে, তা নয়। ত্বকের যত্নেও সমান উপকারী ওট। ত্বকের জেল্লা আনতে চিয়ার মতো উপকারী জিনিস খুব কমই রয়েছে। ব্রণর সমস্যা থেকে ব্ল্যাকহেডস চিয়ার গুণেই দূর হবে ত্বকের নানা সমস্যা।

তবে চিয়া ত্বকের যত্নে কী ভাবে ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধিতে সেগুলি কার্যকরী। মধু আর অলিভ অয়েলের ফেসপ্যাক

চিয়া বীজ জলে ভিজিয়ে রাখুন ১৫ মিনিট। এর পর তা জল থেকে তুলে ছেঁকে নিয়ে ওর সঙ্গে মধু আর অলিভ অয়েল ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার তা মুখে লাগিয়ে মালিশ করুন। শুকনো হলে ঈষদুষ্ণ জলে ধুয়ে নিন। তবে এর পর কিন্তু মুখে এক টুকরো বরফ ঘষে নিতে ভুলবেন না। এতে ত্বকের দাগছোপ দূর হবে, বাড়বে জেল্লাও। চিয়া, লেবু আর নারকেল তেলের প্যাক

দু'চামচ চিয়া বীজ, আধ কাপ নারকেল তেল আর এক চামচ লেবুর রস ভাল করে মিশিয়ে নিন। ২০ মিনিট রাখুন। চিয়া বীজ ফুলে উঠলে তা ভাল করে মুখে, ঘাড়ে লাগান। এর পর ১৫ মিনিট রেখে শুকনো করুন। শুকনো হয়ে গেলে ঈষদুষ্ণ জলে ধুয়ে নিন। নিয়মিত এই প্যাক ব্যবহার করতে পারলে মরা কোষ দূর হবে। চামড়া হবে টান টান। চিয়া ওট আর টক দইয়ের ফেসপ্যাক ত্বকের প্রাকৃতিক আর্দ্রতা ধরে রাখতে খুব ভাল কাজ করে এই প্যাক। চিয়া বীজ আগে জলে ভিজিয়ে রাখুন। এর পর তা জল থেকে তুলে নিয়ে তার সঙ্গে টক দই, ওট আর মধু ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার তা মুখে লাগিয়ে রাখুন ১৫ মিনিট। শুকিয়ে গেলে ধুয়ে নিন। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে এই প্যাক ব্যবহার করতে পারলে খুব ভাল।

টোটকায় ছাড়ানো হয়ে যাবে রসুনের খোসা

মটন বিরিয়ানি হোক কিংবা কষা মাংস, আমিষ রান্নায় ভাল মাত্রায় রসুনের ব্যবহার না করলে স্বাদ বাড়ে না। রান্না করতে ভালবাসলেও রসুন ছাড়াতে বড্ড অনীহা অনেকের। তার মধ্যে অনেকের জন্য রান্না করতে হলে রসুনের ব্যবহার অনেকটাই করতে হয়। অনেকেই সেই ঝক্কি এড়াতে বাজার থেকে প্যাকেটবন্দি রসুনের পেস্ট কিনে আনেন। তবে বাজারের কেনা পেস্ট দিয়ে রান্না করলে তেমন স্বাদ আসে কই? ঝক্কি ছাড়াই অল্প সময়ে রসুন ছাড়িয়ে ফেলা যায়, জানতে হবে সঠিক কায়দা। জেনে নিন, কোন ৩ কৌশল মেনে চললেই দু'মিনিটেই রসুনের খোসা ছাড়ানো সম্ভব। ১) আস্ত রসুন নিয়ে মাইক্রোওয়েভে ৩০ সেকেন্ডের জন্য গরম করে নিন। তার পর রসুনটি বার করে হাতের মাঝে আলতো করে চাপ দিয়ে ঘষে নিন। এতে রসুনের কোয়া একটির থেকে আর একটি আলগা হয়ে আসবে। অতিরিক্ত খোসা ছাড়িয়ে নিন। এ বার এক একটি রসুনের কোয়া হতে নিয়ে ছাড়িয়ে নিন অবশিষ্ট খোসাও। ২) বড় মাপের রসুন হলে কোয়াগুলি ছাড়িয়ে নিন। এ বার একটি প্লাস্টিকের কৌটোয় ভরে ঢাকা বন্ধ করে নিয়ে বেশ কিছু ক্ষণ ঝাঁকিয়ে নিন। কিছু ক্ষণ পরেই দেখবেন যে কোয়া থেকে খোসাগুলি বেরিয়ে আসছে।

জেনে নিন, কোন ৩ কৌশল মেনে চললেই দু'মিনিটেই রসুনের খোসা ছাড়ানো সম্ভব। ৩) একটি রসুনের কোয়া নিয়ে তার উপর অনুভূমিক ভাবে একটি ছুরি রাখুন। এখন শুধু হাতের তালু ব্যবহার করে ছুরির উপর চাপ দিন। রসুন চ্যাপ্টা হয়ে গেলে, কোয়া থেকে খোসা আলাদা হয়ে যাবে সহজেই।

৬২তম বিধানসভার বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে আয়োজনস্থলে একটি আমের চারা রোপন করেন বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী।

জন প্রতিনিধিদের জন্য একটি মন্দির ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্রথমবারের বিধায়ক, প্রথমবারের মুখ্যমন্ত্রী। আর প্রথমবার সাংসদ, প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে সংসদে প্রবেশের সময় ষষ্টাঙ্গে প্রণাম করে প্রবেশ করেছিলেন। এমন একজন প্রধানমন্ত্রী আমরা আগে কখনো দেখি নি। এক ঐশ্বরিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সংসদে প্রবেশ করেছিলেন তিনি। ডাঃ সাহা বলেন, বিধানসভা এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে বিধান তৈরি হয়। ১৯৬৩ সালের ১ জুলাই ত্রিপুরায় প্রথম বিধানসভা হয়। বিধানসভায় জনস্বার্থে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলা হয়। গণতন্ত্রের স্বার্থে সেখানে বিরোধী পক্ষ থেকেও অনেক বক্তব্য রাখা হয়। সরকার পক্ষও উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আজ এই দিনটি পালন করার পাশাপাশি যারা প্রয়াত হয়েছেন তাদেরকেও শ্রদ্ধা নিবেদন করি। যারা বিধানসভায় জনগনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাদের শ্রদ্ধা জানানো উচিত। যারা জীবিত আছেন তাদেরকেও আমন্ত্রণ জানানো উচিত। তিনি পরামর্শ দেন যে পরের বছর থেকে এধরণের অনুষ্ঠানে প্রাক্তন স্পিকার এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীদের (যারা এখনও বেঁচে আছেন) আমন্ত্রণ জানাতে হবে। প্রয়োজনে বড় পরিসরে এধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, প্রকৃতি আমাদের অনেককিছু শেখায়। কেউ কাউকে ছাড়া বাঁচতে পারে না। বেঁচে থাকার জন্য গাছের প্রয়োজন। একটা পরিণত গাছ ২৬০ পাউন্ড পর্যন্ত অক্সিজেন দিতে পারে। প্রধানমন্ত্রী ২০৭০ সালের মধ্যে দেশকে কার্বন নিউট্রেল কান্টি হিসেবে গড়ে তোলার উপর জোর দিয়েছেন। মায়েদের নামে এক পেড় মা কি নাম কার্যক্রম শুরু করেছেন তিনি। আর গাছ লাগানোর আগে দেখা উচিত যাতে এটি ভবিষ্যতে কাটা না পড়ে। শুধু গাছ লাগানো নয়, এক সঠিকভাবে পরিচর্যা করার ব্যবস্থা করতে হবে। ২০২২ সাল থেকে রাজ্য বন দপ্তর সারা রাজ্যে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচির উদ্যোগ নিয়েছে। দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে ত্রিপুরা কোন অংশে কম নয়। রাজ্যে প্রায় ৭,৭২২ বর্গ কিলোমিটারের মতো বনভূমি রয়েছে। যা রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থানের প্রায় ৭৩ু এর অধিক। তাই একে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনুষ্ঠানের সভাপতি ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন বলেন, ঈশ্বর ও জনগণের আশীর্বাদে জনপ্রতিনিধিগণ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। পবিত্র বিধানসভায় জনকল্যাণে নানা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিধানসভা হল প্রত্যেক বিধায়কদের লড়াই সংগ্রামের ইতিহাসের একটা কেন্দ্র। কৃষি ও বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, আজকের দিনটির সাথে জড়িয়ে আছে রাজ্যের গণতান্ত্রিক ইতিহাস। রাজ্যের ৩০ জন বিধায়ক নিয়ে শুরু হয়েছিল রাজ্যের প্রথম বিধানসভা। বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন, আজকের দিনটির গুরুত্ব অনেক। জনকল্যাণে বিভিন্ন আইন তৈরির স্থান হল বিধানসভা। অনুষ্ঠানে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনও দেশেই এত বৃহৎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নেই। এই জুলাই মাসেই জনকল্যাণে রাজ্যের বিধানসভার যাত্রা শুরু হয়েছিল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় সহ বিধায়কগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি কেন্দ্র করে বিধানসভার বিভিন্ন স্থানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন সহ অন্যান্য অতিথিগণ বিধানসভা প্রাঙ্গণে বিভিন্ন প্রজাতির আমের চারা রোপণ করেন। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উপলক্ষ্যে বন দপ্তরের পক্ষ থেকে ২৫০টি নানা প্রজাতির আমের চারা বিতরণ করা হয়।

বৃক্ষরোপণের পর মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা সাংবাদিকদের বলেন, প্রকৃতি ছাড়া মানব সভ্যতা টিকে থাকা সম্ভব নয়। জনপ্রতিনিধি সহ প্রত্যেক মানুষের উচিত বন ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলা। ”এক পেড় মা কে নাম” কর্মসূচির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রত্যেক দেশবাসীর কাছে নিজের মা”র নামে একটি গাছ রোপণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। এই কর্মসূচিতে এক বছরে ১ লক্ষ ৪২ হাজার গাছ লাগানো হয়েছে। তিনি বলেন, একটি পরিণত গাছ বছরে ২৬০ পাউন্ড অক্সিজেন সরবরাহ করে ও ৪৮ পাউন্ড কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বৃক্ষরোপণ প্রত্যেক মানুষের একটা প্রধান কর্তব্য হিসাবে গণ্য করতে হবে।

এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ, অর্থমন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায়, বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়, বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী, সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিগণ। এদিন এই বিশেষ দিনে ত্রিপুরা বিধানসভার গৌরবময় ইতিহাসকে স্মরণ করে বিধানসভা পরিসরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রী ও জনপ্রতিনিধিগণ।

এদিকে, ত্রিপুরা বিধানসভার প্রতিষ্ঠার ৬২তম বর্ষপূর্তিতে রাজ্যের বিদ্যুৎ ও কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ রাজ্যের গৌরবময় গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসের বহু অজানা অধ্যায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

আজ রাজ্য বিধানসভায় আয়োজিত ”ঐতিহাসিক জুলাই: ত্রিপুরা বিধানসভার পদচিহ্ন” কার্যক্রমে অংশ নিয়ে একথা বলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী যেখানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ড.) মানিক সাহা, বিধানসভা অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

মন্ত্রী বলেন এই দিনটি ক্যালেন্ডারের একটি তারিখমাত্র নয়, এটি ত্রিপুরার জীবন্ত ইতিহাসের একটি অধ্যায়। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে ত্রিপুরার বিধানসভার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ১৯৬৩ সালে, তবে এর শিকড় প্রোথিত রয়েছে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের দূরদর্শী নেতৃত্বে। তিনি আধুনিক ত্রিপুরার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং সড়ক, হাসপাতাল, বিদ্যালয় এমনকি বিমানবন্দরের মতো পরিকাঠামোর উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, মহারাজা বীর বিক্রমের মৃত্যুর পর রাজমাতা কাঞ্চনপ্রভা দেবী ত্রিপুরাকে ভারতীয় সংহতির সঙ্গে যুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তিনি ভারতের সঙ্গে বিলয়পত্রে স্বাক্ষর করেন এবং ত্রিপুরা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অংশ হয়ে ওঠে।

তিনি জানান ত্রিপুরা ভারতের অংশ হওয়ার পর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষিত হয় এবং রণজিৎ রায়, আইসিএস, হন প্রথম প্রধান কমিশনার। ১৯৬৩ সালের মে মাসে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর ‘টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল অ্যাক্ট’ প্রণীত হয়। ভারতের সংবিধানের ২৩৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে একজন প্রতিনিধিত্বমূলক প্রশাসক নিযুক্ত হন এবং ৩০ জন নির্বাচিত ও ১ জন মনোনীত সদস্য নিয়ে গঠিত হয় ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল।

মন্ত্রী আরও বলেন, ঠিক এই দিনেই শচীন্দ্র লাল সিংহ হন ত্রিপুরার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী। এভাবেই শুরু হয় রাজ্যের গণতান্ত্রিক শাসনযাত্রা। টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলকে আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রিপুরা বিধানসভায় রূপান্তরিত করা হয় ১৯৬৩ সালের ১ জুলাই।

তিনি জানান, প্রথম বিধানসভায় সদস্য সংখ্যা ছিল ৩০, যা ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বজায় ছিল। পরবর্তীতে, ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে সংসদে একটি আইন পাসের মাধ্যমে ত্রিপুরাকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা প্রদান করা হয়, যার ফলে রাজ্যবাসী পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ করেন।

মন্ত্রী ১৯৬৩ সালের প্রথম বিধানসভার নির্বাচিত কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার নাম উল্লেখ করেনমোহনপুর থেকে প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত, আগরতলা থেকে শচীন্দ্র লাল সিংহ, পুরাতন আগরতলা থেকে হেমন্ত দেব, টাকারজলা থেকে বীরচন্দ্র দেববর্মা, বিশালগড় থেকে উমেশ লাল সিংহ, সোনামুড়া থেকে মনসুর আলি, খোয়াই থেকে নৃপেন চক্রবর্তী, তেলিয়ামুড়া থেকে প্রফুল্ল কুমার দাস, এবং ধর্মনগর থেকে করুণাময় নাথ চৌধুরী।

তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের বিধানসভার মাত্র পাঁচজন সদস্য আজও জীবিত আছেন যারা হলেন তাপস দে, লক্ষ্মী নাগ, অজয় বিশ্বাস, সমীর রঞ্জন বর্মণ ও সুশীল চৌধুরী।

বিধানসভার অবস্থান পরিবর্তনের ইতিহাস স্মরণ করে মন্ত্রী জানান, প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় আগরতলার পুরনো সচিবালয়ের সন্নিকটেবর্তমানে যেখানে বীরচন্দ্র গ্রন্থাগার অবস্থিত। পরে অধিবেশন স্থানান্তরিত হয় ঐতিহাসিক উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে। ২০১১ সালে, ৪৮ বছর পর, বর্তমান আধুনিক ভবনে স্থানান্তরিত হয় বিধানসভা।

মন্ত্রী বলেন এই নতুন ভবন শুধু একটি স্থাপনা নয়, এটি ত্রিপুরার জনগণের স্বপ্ন ও গণতন্ত্রের প্রতীক।

পাটনা হাসপাতালে গুলি চালানোর ঘটনায় পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধ, ২ জন আহত, ৩ জন গ্রেপ্তার

পাটনা, ২২ জুলাই: পাটনার পারস হাসপাতালে চন্দন মিশ্র হত্যা মামলায় অভিযুক্ত তিন জনের সঙ্গে পুলিশের গুলি বিনিময় ঘটেছে। এই ঘটনায় দুই অভিযুক্ত গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন এবং বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছেন। অপর অভিযুক্ত অভিষেক কুমারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে দুটি পিস্তল, একটি দেশীয় তৈরি বন্দুক, দুটি ম্যাগাজিন এবং চারটি জীবন্ত কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে।

বিহার পুলিশ জানিয়েছে , মঙ্গলবার সকালে ভোজপুর জেলার কাটিয়া রোডে বিহিয়া থানার আওতাধীন এলাকায় বিশেষ দল (এসটিএফ) এবং স্থানীয় পুলিশ একটি যৌথ অভিযান চালায়। অভিযানে পুলিশ তিন জন সশস্ত্র ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে এবং তাদের আত্মসমর্পণ করতে বলে। তবে, অভিযুক্তরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করলে পুলিশ পাল্টা গুলি চালায়। এতে দুই অভিযুক্ত, বালওয়ন্ত কুমার সিংহ এবং রবিশঙ্কর কুমার সিংহ গুলিবিদ্ধ হন এবং তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তারা পুলিশ হেফাজতে চিকিৎসাধীন আছেন। অপর অভিযুক্ত, অভিষেক কুমার, ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তারকৃতরা চন্দন মিশ্র হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। ১৭ জুলাই, পাটনার পারস হাসপাতালে চন্দন মিশ্রকে শুয়ে থাকার সময় পাঁচজন সশস্ত্র ব্যক্তি তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় এবং হত্যা করে। চন্দন মিশ্র, যিনি বক্সারের একজন পারোল্ড অপরাধী ছিলেন, তার বিরুদ্ধে ২৪টি অপরাধমূলক মামলা ছিল। তাঁর বিরুদ্ধে মাদক, অস্ত্র ও হত্যার অভিযোগ ছিল।

চন্দন মিশ্রের বাবা তার অভিযোগে উল্লেখ করেছিলেন যে, হামলাকারীদের মধ্যে তৌসিফ বাদশা, বালওয়ন্ত সিংহ ও মনু সিংহের নাম চিহ্নিত করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা মূলত চন্দন মিশ্রের সাবেক বন্ধু শেরু সিংহের ছিল। শেরু ও তার সহযোগীরা দীর্ঘদিন ধরে মিশ্রের বিরুদ্ধে রেষারেষি করে আসছিলেন।

পুলিশ জানায়, গত রবিবার কলকাতা পুলিশ এবং বিহার পুলিশের যৌথ অভিযানে মূল অভিযুক্ত তৌসিফ বাদশা সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তৌসিফ বাদশা, যিনি আগে থেকে বেশ কয়েকটি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন, গত ২০২৪ সালে অস্ত্র আইন ও মাদক আইন সংক্রান্ত মামলায় জেলে ছিলেন। তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি হত্যাচেষ্টা ও মাদক সম্পর্কিত মামলা রয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের কলকাতা থেকে পাটনায় আনা হয় এবং আদালতের মাধ্যমে তাদের রিমান্ডে নেওয়া হয়।

পাটনার পুলিশ কমিশনার কার্তিকেয় শর্মা জানিয়েছেন, তৌসিফ বাদশাকে তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে হত্যাকাণ্ডের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা ও নেপথ্যে থাকা অন্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে আরও তথ্য পাওয়া যাবে। তদন্তে এখন পর্যন্ত পুলিশ জানতে পেরেছে, তৌসিফ বাদশা এবং অন্যান্য অভিযুক্তরা চন্দন মিশ্রকে হত্যার জন্য পরিকল্পনা করেছিল এবং এদের মধ্যে কিছু ব্যক্তির অস্ত্র সরবরাহের কাজও ছিল।

পুলিশের তদন্তে আরও জানা গেছে, হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা তৌসিফ এবং তার সহযোগী নিশু খান-এর বাড়িতে হয়। নিশু খান একজন শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি, যিনি গত বছর এক ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের কারণে আহত হয়েছিলেন। নিশু এবং তৌসিফের মধ্যে পূর্ব থেকেই অপরাধমূলক সম্পর্ক ছিল। হত্যার পর নিশু এবং তৌসিফ পালিয়ে যান এবং তাদের গাড়ি ব্যবহার করে কৌশলে শিকারদের অনুসরণ করছিলেন।

পুলিশের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তদন্তে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, চন্দন মিশ্রের মৃত্যুর পেছনে যে ষড়যন্ত্র ছিল তা শুধু একটি একক ঘটনার ফলস্বরূপ নয়, বরং দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা অপরাধী কার্যকলাপের অংশ। শেরু সিংহের মতো অপরাধীদের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে হত্যাকাণ্ডটি আরও জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখন পর্যন্ত পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে যে, এই হত্যাকাণ্ডে মোট ৯ জন সরাসরি অংশ নিয়েছিল। এছাড়া, বেশ কিছু অন্য ব্যক্তি অস্ত্র সরবরাহ ও হামলাকারীদের জন্য রেকনেসেন্স (পর্যবেক্ষণ) করেছিল। পুলিশের মতে, তৌসিফ বাদশা ও তার সহযোগীরা বিভিন্ন অপরাধী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই হত্যাকাণ্ডের আয়োজন করেছিলেন, এবং তাদের বিভিন্ন অপরাধের পেছনে একটি গডফাদারের মতো বড় ব্যক্তির হাত রয়েছে।

চন্দন মিশ্র হত্যাকাণ্ডের তদন্ত এখনও চলছে এবং পুলিশ আশা করছে, এর মাধ্যমে আরও অনেক অপরাধী নেটওয়ার্কের সন্ধান পাওয়া যাবে, যা পাটনা ও তার আশপাশের অঞ্চলে কার্যক্রম চালাচ্ছে।

রায়পুরে জাতীয় কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে অরুণাচলের ১২ পদক জয়

ইটানগর, ২২জুলাই : রায়পুরে সম্প্রতি সমাপ্ত ওয়াকো ইন্ডিয়া সিনিয়রস ও মাস্টার্স ন্যাশনাল কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-এ অরুণাচল প্রদেশের কিকবক্সিং দল দুর্দান্ত পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে মোট ১২টি পদক অর্জন করেছে। ১৬ থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত ছত্তিশগড়ের রায়পুরে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় অরুণাচলের খেলোয়াড়রা তিনটি স্বর্ণ, তিনটি রৌপ্য এবং ছয়টি ব্রোঞ্জ পদক জিতে রাজ্যের কিকবক্সিং প্রতিভার ক্রমবর্ধমান উন্নতিকে তুলে ধরেছেন।

অরুণাচলের পদকজয়ীদের মধ্যে রয়েছেন রান্টু সোনোয়াল (-৫৭ কেজি কে১ ইভেন্টে স্বর্ণ), বিশাল মুরা (-৫৪ কেজি লো কিক ক্যাটাগরিতে স্বর্ণ) এবং লিচা সেপ (-৬৫ কেজি লাইট কন্টাক্ট ইভেন্টে স্বর্ণ)। লিচা সেপ একইসাথে পয়েন্ট ফাইটে একটি ব্রোঞ্জ পদকও জিতে দলের একমাত্র ডাবল-পদক বিজয়ী হয়েছেন। রৌপ্য পদক অর্জন করেছেন রবিন দেওরি (-৬৭ কেজি কে১ ইভেন্ট), জিপে লোম্বি (-৫৪ কেজি কে১ ইভেন্ট) এবং বেম তাদা (-৮৬ কেজি ফুল কন্টাক্ট ক্যাটাগরি)। এছাড়া, কাবাক মাল্লাম, ক্ষয়োদা তলিক, গুচি লাইলা, গোকিয়া পাকে এবং পিসা আনে তাদের নিজ নিজ ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন।

অরুণাচল প্রদেশ কিকবক্সিং অ্যাসোসিয়েশন এই সাফল্যের জন্য সমগ্র দলকে অভিনন্দন জানিয়েছে এবং ওয়াকো ইন্ডিয়া কিকবক্সিং ফেডারেশনের সভাপতি সন্তোষ কে আগরওয়ালকে তাদের ধারাবাহিক সমর্থন ও অনুপ্রেরণার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান: ৭ জঙ্গি গ্রেপ্তার, বিপুল অস্ত্র উদ্ধার

ইম্ফল, ২২শে জুলাই, ২০২৫: ২১শে জুলাই মণিপুরের বিভিন্ন স্থানে নিরাপত্তা বাহিনী একাধিক সন্ত্রাস-বিরোধী অভিযান চালিয়ে সাতজন সক্রিয় জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে।

ইন্দো-মায়ানমার সীমান্ত সংলগ্ন তেংনুপাল জেলার মোরেহ থানার পাঙ্গাল বস্তিতে সীমান্ত পিলার ৭৯-এর কাছে একটি বড়সড় অভিযানে কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টির (কেসিপি) তিনজন সক্রিয় ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা হলেন জিরিবাম জেলার মংবং-এর বাসিন্দা খুমান্থেম উমাকান্ত সিং ওরফে চিংলাই (৩৬), বিষ্ণুপুর জেলার নিংথুখং মাইয়াই লেইকেই-এর পুখরামবাম নাউটন সিং ওরফে টমথিন (২২), এবং ইম্ফল পশ্চিম জেলার ইরোম মাইঝরাও-এর সোইবাম বারগিল মেইতেই ওরফে ফিরাফপা (২৩)।

এছাড়াও, একটি পৃথক গোয়েন্দা-ভিত্তিক অভিযানে ইম্ফল পূর্ব জেলার হেইংগাং থানার কোইরেনগেই চিংগোল লেইকাই এলাকা থেকে ইউনাইটেড পিপল’স পার্টি অফ কাংলেইপাক (ইউপিএসকে)-এর চারজন ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত জঙ্গিরা হলেন নিশান নাংগাম ওরফে তামঙ্গাকপা (২৪), লাইশাংবাম রোশন সিং ওরফে ইয়াইবি (৩৫), চুংখাম কিরান মেইতেই ওরফে লেপসিনবা (২১), এবং চান্দাম রতন মেইতেই ওরফে লায়ন (৪১)। ইউপিএসকে অপারেটরদের কাছ থেকে একটি রূপালী রঙের হুন্ডাই গেটজ গাড়ি, ৯,২৩০ টাকা নগদ, একটি ১০ টাকার নেপালি মুদ্রা, পাঁচটি মোবাইল ফোন, পাঁচটি সিম কার্ড, চারটি আধার কার্ড এবং একটি প্যান কার্ড সহ উল্লেখযোগ্য প্রমাণ উদ্ধার করা হয়েছে।

এই অভিযানগুলি কাংপোকপি জেলাতেও অস্ত্র উদ্ধারের জন্য প্রসারিত হয়েছিল, যেখানে নিরাপত্তা বাহিনী টিংকাই খুলেন গ্রাম এবং মাহিং ও চাঙ্গুবুং গ্রামের আশেপাশে তল্লাশি চালায়। উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ইনসাস রাইফেল, টেলিস্কোপিক সাইট সহ .৩০৩ রাইফেল, এম১৬ রাইফেল, এমএ১ অ্যাসল্ট রাইফেল, স্নাইপার রাইফেল, পিস্তল, স্থানীয়ভাবে তৈরি রাইফেল এবং বিভিন্ন ধরনের গোলাবারুদ।

পানীয় জল সহ রাস্তা

● প্রথম পাতার পর

করে জল প্রদান স্বাভাবিক করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিকে এই আশ্বাস পেয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করেছেন স্থানীয়রা।

এদিকে, এবার রাস্তা সংস্কারের দাবীতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে জনজাতিরা। এই জাতীয় সড়ক অবরোধের ফলে প্রচুর গাড়ি আটকে পড়ে এবং নিত্য যাত্রীরা নাজেহালের শিকার হয়েছেন। ঘটনা কৈলাসহরের পানাই বাজার এলাকায়।

উল্লেখ্য, কৈলাসহরের মাইলং এডিসি ভিলেজের চার নং ওয়ার্ড এলাকায় অবস্থিত পানাই বাজার এলাকাটি। পানাই বাজার এলাকায় প্রায় একশো জনজাতিদের বসবাস রয়েছে। অবরোধকারী জনজাতি গ্রামবাসীরা জানান যে, পানাইবাজার এলাকায় একটি মাত্র রাস্তা রয়েছে। এই একটি মাত্র রাস্তা দিয়েই গোটা গ্রামের মানুষ চলাফেরা করেন। পানাই বাজার থেকে শান্তিপুর অব্দি সাত কিলোমিটার রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না করায় রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে রয়েছে। অথচ রাস্তাটি পিচ রাস্তা হলেও সংস্কারের অভাবে রাস্তায় বড় বড় গর্ত হয়ে রয়েছে। এরফলে গ্রামে এম্বুলেন্স কিংবা ছোট বড় কোনো গাড়ি আসা যাওয়া করতে পারছে না। গ্রামের ছাত্র ছাত্রীরা স্কুল কলেজে যেতে পারছে না। বিগত সাত আট মাস পূর্বে পানাই বাজার থেকে শান্তিপুর অব্দি সাত কিলোমিটার রাস্তাটির সংস্কারের অর্ধেক কাজ সম্পন্ন হলেও বাকী কাজটুকু করা হচ্ছে না বলেও জানান অবরোধ কারীরা।

গ্রামবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তা সংস্কারের দাবীতে পানাই বাজার এলাকায় কৈলাসহর-আগরতলা যাবার ২০৮বিকল্প জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে মঙ্গলবার সকাল দশটা থেকে। অবরোধের খবর পেয়ে কৈলাসহর থানার বিশাল পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী অবরোধস্থলে হাজির হয়ে অবরোধকারীদের অনেক অনুরোধ করার পরও অবরোধকারীরা অবরোধ প্রত্যাহার করেনি। রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু না হলে অবরোধকারীরা অবরোধ প্রত্যাহার করবে না বলে সাফ জানিয়ে দেয়।

প্রায় দুই ঘন্টা অবরোধ চলার পর দুপুর বারোটা নাগাদ স্থানীয় পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা অবরোধস্থলে উপস্থিত হয়ে অবরোধকারীদের সাথে দীর্ঘক্ষন আলোচনা করে আধিকারিকরা জানায় যে, ২২ জুলাই মঙ্গলবার বিকেল থেকেই পানাই বাজার গ্রামের রাস্তায় যেসব গর্ত রয়েছে সেইসব গর্তে ইট এবং রাবিশ ফেলে আপাতত চলাচলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে এবং আগামী তিন মাসের মধ্যে দপ্তরের পক্ষ থেকে রাস্তার স্থায়ী সংস্কারের কাজ শুরু হবে। দপ্তরের আধিকারিকদের কাছ থেকে এই আশ্বাস পাবার পর অবরোধ কারীরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়।

মোদীর শোক প্রকাশ

● প্রথম পাতার পর

ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বাংলাদেশের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদানের কথা বলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। সোমবার বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় এক টুইট বার্তায় শোক প্রকাশ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশন এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে। শোক বার্তায় নরেন্দ্র মোদি বলেন, ঢাকায় একটি মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় গভীরভাবে মর্মাহত ও দুঃখিত বোধ করছি। যেখানে মৃতদের মধ্যে অনেকেই তরুণ শিক্ষার্থী। পরিবারগুলোর জন্য আমাদের হৃদয় শোকাহত। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করছে এবং সম্ভাব্য সব সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

অপরদিকে,বিমান দুর্ঘটনায় আহতদের জন্য ভারতের যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা সহায়তার প্রয়োজন হয়, তা জানাতে অন্তর্বর্তী সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন। মঙ্গলবার (২২ জুলাই) হাইকমিশন জানায়, তারা প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা দিতে প্রস্তুত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পক্ষ থেকে দেওয়া শোকবার্তার পর হাইকমিশন থেকে এই বার্তাটি এসেছে। মাইলস্টোন স্কুলে এন্ড কলেজে বিমান দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা ও সহযোগিতার আশ্বাস দেন নরেন্দ্র মোদি। মোদি সোমবার বলেন,বাংলাদেশের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছি এবং সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা ও সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত। তিনি আরও বলেন,ঢাকায় একটি মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় বহু মানুষের প্রাণহানিতে গভীরভাবে মর্মাহত ও শোকাহত হয়েছি। নিহতদের বেশিরভাগই কোমলমতি শিক্ষার্থী। আমি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি হৃদয় থেকে সমবেদনা জানাচ্ছি। মোদি জানান, তারা আহতদের দ্রুত সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করছেন।

নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার

● প্রথম পাতার পর

পঞ্চায়েতের উপপ্রধান গৌতম ঘোষ তার বিরুদ্ধে এধরনের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তার দাবি, সমাজের চোখে এবং মানুষের কাছে তাকে কলঙ্কিত করার জন্য সড়যন্ত্র করা হচ্ছে। তিনি আরও দাবি করেন, পুলিশ সঠিকভাবে তদন্ত করলে প্রকৃত সত্য নিশ্চয়ই উন্মোচিত হবে।

বাইকের সার্ভিসিং সেন্টারে

● প্রথম পাতার পর

সুরজিতের ভাই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে নিয়ে যায় জিবি হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানেই গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন ওই যুবক।

মঙ্গলবার মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাসের নেতৃত্বে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

মেঘালয় কেলেঙ্কারিতে সিএমজে চ্যান্সেলরের ২০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক ইডির

শিলং, ২২শে জুলাই: মেঘালয়ের চাঞ্চল্যকর জাল ডিগ্রি কেলেঙ্কারির ঘটনায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) আরও কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে। সিএমজে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্কিত চ্যান্সেলর চন্দ্র মোহন ঝা এবং তার পরিবারের ২০ কোটি টাকারও বেশি সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে ক্রোক করা হয়েছে। এর ফলে এই হাই-প্রোফাইল মামলায় এ পর্যন্ত ক্রোক করা মোট সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬৯.০৪ কোটি টাকা।

ইডি, শিলং-এর পক্ষ থেকে গত ৩ জুলাই, ২০২৫ তারিখে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (ঞ্ঝঙ্কজ্রঙ), ২০০২ এর অধীনে এই সম্পত্তি ক্রোকের নির্দেশ জারি করা হয়। ক্রোক করা সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে নয়াদিল্লিতে থাকা চারটি স্থাবর সম্পত্তি, যার বাজার মূল্য ১৯.২৮ কোটি টাকা, এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টে থাকা ১ কোটি টাকা। এই বিপুল অঙ্কের সম্পত্তি চন্দ্র মোহন ঝা এবং তার পরিবারের সদস্যদের নামে ছিল।

এই জালিয়াতির জাল ছড়িয়েছিল সিএমজে বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে, যেখানে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হয়েও সঠিক পরীক্ষা বা একাডেমিক মানদণ্ড অনুসরণ না করেই অবাধে জাল ডিগ্রি বিলি করা হয়েছিল। তদন্তে বেরিয়ে এসেছে এক ভয়ঙ্কর চিত্র: ২০১০ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় হাজার হাজার জাল ডিগ্রি ইস্যু করেছে এবং নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কোনো অনুমোদন ছাড়াই অসংখ্য শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি করেছে।

অভিযোগ উঠেছে, এই বিশাল কেলেঙ্কারির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ পাচার করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সম্পত্তি ও অন্যান্য সম্পদে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। মেঘালয় পুলিশ এই বিষয়ে প্রাথমিক অভিযোগ দায়ের করার পর ইডি মানি লন্ডারিংয়ের তদন্ত শুরু করে। এই মামলার গভীরে পৌঁছতে তদন্ত এখনও পুরোদমে চলছে।

রাশিয়ান তেল আমদানির বিরুদ্ধে ভারত, চীন ও ব্রাজিলকে কঠোর হুঁশিয়ারি: 'আমরা আপনার অর্থনীতি ধ্বংস করব' - মার্কিন সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম

ওয়াশিংটন, ২২ জুলাই : মার্কিন সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম সম্প্রতি ভারত, চীন এবং ব্রাজিলকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, জানিয়ে দিয়েছেন যে যদি তারা রাশিয়ার থেকে তেল আমদানি অব্যাহত রাখে, তবে তারা আর্থিক শাস্তির সম্মুখীন হবে। গ্রাহাম দাবি করেছেন, এই তিনটি দেশ রাশিয়ার তেলের প্রধান গ্রাহক এবং তাদের অব্যাহত তেল আমদানি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আক্রমণ চালিয়ে যেতে সহায়তা করছে। সেই কারণেই, তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শিগগিরই এই দেশগুলোর ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবেন। গ্রাহাম বলেন, 'ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ান তেল কেনার জন্য ভারত, চীন ও ব্রাজিলের উপর শুল্ক আরোপ করতে যাচ্ছেন।' এই তিনটি দেশ বর্তমানে রাশিয়া থেকে তেলের প্রধান আমদানিকারক, এবং তাদের তেল আমদানি চলতে থাকলে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধের অর্থায়ন অব্যাহত থাকবে, যা আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য একটি গুরুতর হুমকি, এমনটাই মনে করেন তিনি। ফক্স নিউজের এক সাক্ষাৎকারে গ্রাহাম আরো বলেন, 'ট্রাম্প পরিকল্পনা করেছেন এই দেশগুলোর উপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবেন, যাতে তারা রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দেয়।' তিনি উল্লেখ করেন, এই ব্যবস্থা ইউক্রেনের সংগ্রামে সহায়তা করবে এবং রাশিয়ার যুদ্ধযন্ত্রের অর্থায়ন বন্ধ করবে। 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এসব দেশকে শাস্তি দেবেন, যারা পুতিনের জন্য অর্থ সাহায্য করে, ' তিনি যোগ করেন। গ্রাহাম, পুতিনকে সরাসরি সতর্ক করে বলেন, 'আপনি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ভুল বুঝেছেন, এটি আপনার জন্য বড় ভুল হতে চলেছে। আপনার অর্থনীতি আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এবং আমরা ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহ করতে থাকব, যাতে তারা রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করতে পারে।' গ্রাহাম আরো বলেন, পুতিন যে ১৯৯০ এর দশকে ইউক্রেনের কাছ থেকে ১৭০০ পরমাণু অস্ত্র সংগ্রহ করে এবং তারপর তাদের সার্বভৌমত্বের সম্মান বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি তিনি ভেঙে ফেলেছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নাগরিক সমস্যাগুলির সমাধানে দপ্তরগুলিকে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই:মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সভাপতিত্বে আজ রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা ও এর উত্তরণের উপায় নিয়ে টাস্ক মনিটরিং সিস্টেমের এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সচিবালয়ের ভিডিও কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই সভায় বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, অধিকর্তা সহ ভার্চুয়ালি রাজ্যের ৮টি জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা, পূর্ত দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়ন, বিদ্যুৎ এবং আগরতলা শহরে যানজট পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রী গাঁজা চাষের এলাকা সনাক্তকরণে ড্রোনের ব্যবহার, সাধারণ মানুষের মধ্যে আরক্ষা প্রশাসনের প্রতি সদর্থক ভাবনা তৈরির মতো উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দেন। এছাড়া আগরতলা শহরে যানজট রোধে গাড়ির মালিকদের গ্যারেজ থাকার মতো অত্যাবশ্যকীয় নির্দেশ দেওয়া যায় কিনা এর উপরও বিবেচনা করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দেন। এছাড়া অক্সিজেন প্ল্যান্ট ও ভ্যান্টিলেটার ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, টাস্ক মনিটরিং ব্যবস্থায় যে বিষয় উঠে আসছে সেগুলিকে ভিত্তি করেই আগামীদিনে রাজ্যের উন্নয়নের পরিকল্পনাগুলি করা হবে। টাস্ক মনিটরিং ব্যবস্থার প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী নাগরিক সমস্যাগুলি সমাধানে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করার জন্য দপ্তরগুলির প্রতি আহ্বান জানান।

প্রকাশ্য দিবালোকে জনবহুল এলাকায় চুরি, নগদ অর্থসহ স্বর্ণালংকার নিয়ে চম্পট দেয় চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ জুলাই: প্রকাশ্যে দিনেরবেলায় তেলিয়ামুড়া শহরের অন্যতম জনবহুল এলাকা জয়নগরে ঘটে গেল চুরির ঘটনা। পরিবারের সদস্যদের অনুপস্থিতিতে চোরের দল নির্দ্বিধায় নগদ ১০ থেকে ১১ হাজার টাকা সহ চার ভরি স্বর্ণালংকার এবং বহু মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, জয়নগর এলাকার রাখাল পালের বাড়ির সদস্যরা নিকটবর্তী চৈতন্য আশ্রমে গিয়েছিলেন, বিকেল নাগাদ বাড়িতে ফিরে এসে দেখতে পান জানালার নেট কাটা এবং ঘরের ভেতর ঢুকে দেখতে পান সবকিছু লণ্ড-ভণ্ড হয়ে রয়েছে। চুরি হয়েছে এই বিষয়টা অনুধাবন করে প্রথমে প্রতিবেশীদের জানানো হয় এরপর খবর দেওয়া হয় পুলিশে।

পুলিশ খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং ঘটনার তদন্ত করার দাবি করেছে। তবে প্রকাশ্যে এইভাবে দিনেরবেলায় তেলিয়ামুড়ার জয়নগরের মত এলাকায় চুরি কান্ড সংঘটিত হওয়াতে নিশ্চিতভাবে পুলিশি নিরাপত্তা ব্যাবস্থার নিয়ে তথা সার্বিক নিরাপত্তা ব্যাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এক বড়সড়ো প্রশ্ন তৈরি করল। এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা এখন তাকিয়ে রয়েছে পুলিশ এই ব্যাপারে কোন ব্যাবস্থা গ্রহণ করে কিনা, সেই দিকে।

কমলাসাগর অঞ্চলের ত্রিপুরা তফশিলি সমন্বয়ের এয়োদশ ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ২২ জুলাই: কমলাসাগর অঞ্চলের ত্রিপুরা তফশিলি সমন্বয়ের এয়োদশ ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত হয় দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কমিউনিটি হলে। সম্মেলনের প্রথম পর্বে বামপন্থী সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পাঘ অর্পণ ইত্যাদি শেষে শুরু হয় দ্বিতীয় পর্বের কর্মসূচি।

সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর তপন দাস। সম্মেলনে প্রতিনিধি ছিলেন ৩৭ জন। সাংগঠনিক প্রতিবেদনের উপর বেশ কয়েকটি প্রস্তাব আসে। এছাড়া সম্মেলনে সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কৌশলগতদিক একাধিক ইস্যু নিয়ে প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে পরামর্শ মূলক আলোচনা তুলে ধরেন বিশালগড় মহকুমা সম্পাদক প্রদীপদাস।

সাংগঠনিক প্রতিবেদনের উপর সাতজন আলোচনায় তুলে ধরেন বর্তমান পরিস্থিতি প্রেক্ষাপটে করণীয় কর্মসূচি। সম্মেলন থেকে আগামী তিন বছর সাংগঠনিক কাজ পরিচালনা করার জন্য ১৫ জনের নতুন কমিটি অনুমোদিত হয়। তার মধ্যে সভাপতি নির্বাচিত করা হয় অমৃত দাস কে, সম্পাদক নির্বাচিত করা হয় রাখাল সরকারকে। গোটা সম্মেলন ছিল মোটামুটি প্রাণবন্ত।

ট্রাম্প ইসরায়েলি হামলা নিয়ে অবাক, ইরানের পরমাণু স্থাপনায় পুনরায় হামলার হুঁশিয়ারি, মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি

গাজা, ২২ জুলাই : মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘর্ষে নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি ইসরায়েলি আক্রমণ এবং গাজার একটি ক্যাথলিক গির্জায় বোমাবর্ষণ নিয়ে চমকে উঠেছেন এবং এই ঘটনাগুলোর প্রতিকার করতে তিনি ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ করেন। হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট সোমবার (২২ জুলাই) এই তথ্য জানিয়ে বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘটনাগুলোর প্রতি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং পরিস্থিতি দ্রুত শান্ত করার জন্য নেতানিয়াহুকে তাগিদ দিয়েছেন।

প্রেস সেক্রেটারি লেভিট বলেন, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইসরায়েলি আক্রমণ এবং গাজায় ক্যাথলিক গির্জায় হামলা নিয়ে খুবই অবাক হয়েছিলেন।" তিনি আরও যোগ করেন, "এই ধরনের আক্রমণের ঘটনায় তিনি তাড়াতাড়ি ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন এবং দ্রুত সমাধানের জন্য নির্দেশ দেন।" ট্রাম্পের নেতৃত্বে মার্কিন প্রশাসন প্রতিটি মানবিক সংকটের মধ্যে শান্তি স্থাপনে কাজ করতে আগ্রহী। বিশেষ করে, গাজায় নিহতদের সংখ্যা বাড়তে থাকায় ট্রাম্প এর বিরুদ্ধে সরাসরি পদক্ষেপ নিতে চান।

ট্রাম্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ইসরায়েলের হামলা বন্ধ না হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গাজার পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে, এমন আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। গত কয়েক দিন ধরে, গাজা ও সিরিয়ায় ইসরায়েলি আক্রমণ এবং বিমান হামলার ফলে নিহতের সংখ্যা বাড়ছে, যা ট্রাম্পকে এই বিষয়ে তৎপর হওয়ার জন্য তাড়িত করেছে।

লেভিট বলেন, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প চান এই দীর্ঘদিনের সংঘর্ষের অবসান ঘটুক। তিনি গাজার প্রতিটি জীবনকেই মূল্যবান মনে করেন এবং চান যেকোনো ধরনের হত্যাযজ্ঞ বন্ধ হোক।" এছাড়া, ট্রাম্প গাজার প্রতিটি হামলাবাদীকে মুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করতে চান। গাজার যুদ্ধবিরতি আলোচনা এবং মানবিক সাহায্য প্রেরণে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রচেষ্টা ইতোমধ্যে বিশ্বের নানা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

লেভিট আরও বলেন, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উদ্যোগে গাজায় মানবিক সাহায্য পাঠানো সম্ভব হয়েছে। এটি তার একক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ।" ট্রাম্পের এই প্রচেষ্টার কারণে গাজায় মানবিক সহায়তা পৌঁছানো একটি সাফল্য হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত একটি নতুন দিকও সামনে এসেছে। গত জুন মাসে, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েল মিলে "মিডনাইট হ্যামার" নামে একটি সামরিক অভিযানে অংশ নেয়, যেখানে ইরানের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক সুবিধায় হামলা চালানো হয়। এই হামলায় বিশেষভাবে ফোর্ডো পারমাণবিক সুবিধা লক্ষ্যবস্তু হয়, যা ইরানের পরমাণু উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হামলার পর, ইসরায়েল এবং ইরান

অর্ধসমাপ্ত স্মোক হাউজের কাজ সমাপ্তি করতে সংবাদমাধ্যমের দারস্ত স্থানীয়রা

বিলোনিয়া, ২২ জুলাই : শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত কাঁঠালিয়া রায়পাড়া এডিসি ভিলেজের স্মোক হাউস নির্মাণ করার কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু আচমকাই অনেক মাস যাবৎ কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, কাজ অর্ধসমাপ্তি রেখে অর্থ নয়ছয় করে চলে গেছে ঠিকেদার। তাই অর্ধসমাপ্ত স্মোক হাউজের কাজ সমাপ্তি দাবিতে সংবাদমাধ্যমের দারস্ত হয়েছেন স্থানীয়রা।

জানা গিয়েছে, ২০২৪ সালে শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত কাঁঠালিয়া রায়পাড়া এডিসি ভিলেজের দক্ষিন জেলার জোনাল অফিস থেকে জায়গা নির্ধারন করে স্থানীয় জ্যোতিলাল রিয়াংয়ের রাবার গাছ কেটে স্মোক হাউজের কাজ শুরু করা হয়। এই স্মোক হাউজের কাজ শুরু হওয়াতে এলাকার লোকজনেরা খুবই খুশি হয়েছে। এই স্মোক হাউজ নির্মান হলে এডিসি এলাকায় বসবাসকারী লোকজনেরা খুবই উপকৃত হবে। কিন্তু দেখা যায় অনেক মাস যাবৎ কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে।

জানা যায় বহিঃরাজ্যের এক কোম্পানি এই কাজের বরাত পেয়েছে। স্থানীয় লোকজনদের অভিযোগ, এই কাজ অর্ধসমাপ্তি রেখে অর্থ নয়ছয় করে চলে গেছে ঠিকেদার। যেটুকু কাজ করা হয়েছে তার গুনগত মান খুবই খারাপ বলে জানান স্থানীয়রা। এমনকি, এই কোম্পানি এডিসি এলাকায় ১৬ টি কাজের বরাত পেয়েছে। এই কাজগুলোর মধ্যে একটি কাজও সমাপ্তি হয়নি বলে অভিযোগ লোকজনের।

এলাকাবাসীর দাবি, এবিষয়টি সুষ্ঠ তদন্ত করে কাজ সঠিকভাবে সমাপ্তি করতে এডিসি প্রসাশন পদক্ষেপ গ্রহন করুক।

রবিবাবু সিংহ স্মৃতি ট্রাস্টের উদ্যোগে কৈলাসহর ডলুগাঁও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২২ জুলাই: রবিবাবু সিংহ স্মৃতি ট্রাস্টের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার দুপুর বেলা কৈলাসহর ডলুগাঁও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ঊনকোটি জেলায় এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, এবং মাধ্যমিক পরীক্ষায় যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে পাশাপাশি বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণী এবং নবম শ্রেণীতে যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে এবছর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, এমন বাছাই করা মোট ৬ জন কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় সঙ্গে নগদ অর্থও এই ৬ জন কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

রবিবাবু সিংহ ডলুগাঁও দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক ছিলেন, ওই এলাকায় ওনার অনেক সুনাম রয়েছে এবং সবাই উনাকে শ্রদ্ধা করত জনসাধারণদের সাথে উনার সুসম্পর্ক ছিল। অতীব মেধাবী ছিলেন তিনি, শৈশব থেকেই তিনি বা হাতে লিখতেন তাই সবাই উনাকে বাঁ হাতী বলে ডাকতেন। ২০০৭ সালে শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ করেন তিনি তবে যাই হোক আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা শিক্ষা দপ্তরের অধিকারীক প্রশান্ত কিলিকদার, বিলাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুরজিৎ দাস, বিলাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান, লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি শুক্লা বণিক, ডলুগাঁও দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল থেকে শুরু করে বিশিষ্ট সমাজসেবীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উক্ত অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয় পাশাপাশি উক্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত অতিথিরা বক্তব্য রাখতে গিয়ে রবিবাবুর সিংহের জীবনি নিয়ে আলোচনা করেন।

আবারো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে চোরের থাবা, প্রণামী বাক্স ভেঙ্গে প্রনামীর অর্থ নিয়ে পালালো চোর

সোনামুড়া, ২২ জুলাই: আবারো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে চোরের থাবা। এবার প্রকাশ্য দিবালোকে মন্দিরের প্রণামী বাক্স ভেঙ্গে প্রনামীর অর্থ নিয়ে পালালো চোর। ঘটনা সোনামুড়া থানাধীন টাউনস্থিত শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরে। ঘটনা আনুমানিক সকাল ন'টা নাগাদ।

মন্দির কর্তৃপক্ষ সিসিটিভির ফুটেজ দেখে জানান সকাল আনুমানিক নটা নাগাদ চোর মন্দিরে প্রবেশ করে এবং দীর্ঘক্ষণ প্রচেষ্টার পর মন্দিরের প্রণামী বাক্স ভেঙে অর্থ নিয়ে চম্পট দেয়। পরবর্তী সময়ে মন্দিরের পুরোহিতের আসার আনাগোনা পেতেই মন্দিরের পেছন দিয়ে পালিয়ে যায় চোর। যদিও মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সোনামুড়া থানায় বিষয়টি জানিয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তদন্ত করবেন বলে জানান।

প্রশাসনিক ব্যর্থতার ফলেই প্রকাশ্য দিবালোকে এই ধরনের চুরি কাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে বলে দাবি করেন মন্দির কর্তৃপক্ষ। তবে প্রণামি বাক্সে কি পরিমান অর্থ ছিল সেটা নিরূপণ করা যায়নি। মন্দিরের সিসিটিভি ফুটেজ থেকে চোরকে চিহ্নিত করে দ্রুত প্রশাসনের আওতায় নেওয়ার দাবী জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

আসাম রাইফেলস ও কাস্টমস বিভাগের যৌথ অভিযানে ১৪ কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার, আটক এক

আগরতলা, ২২ জুলাই : নেশা বিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে আসাম রাইফেলস। আসাম রাইফেলস ও কাস্টমস বিভাগের যৌথ অভিযানে ১,৪০,০০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ১৪ কোটি টাকা হবে। আজ আসাম রাইফেলস তরফ থেকে বিবৃতি জারি জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে খোয়াই জেলার তুচন্দ্রাই বাজার দিয়ে গাড়ি করে নেশা সামগ্রী করা হবে। সেই খবরের ভিত্তিতে আসাম রাইফেলস ও কাস্টমস বিভাগ যৌথ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে টিআর০১এআর১৭৫৪ নম্বরের একটি ট্রাক গাড়িকে আটক করে। তাতে তল্লাশি চালিয়ে ১,৪০,০০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক মূল্য প্রায় ১৪ কোটি টাকা হবে। এই অভিযানে ট্রাক চালককেও আটক করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্য এবং ধৃত ব্যক্তিকে কাস্টমস বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, যাতে আইনি পদক্ষেপ ও তদন্ত কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া যায়। আরও জানিয়েছে, আসাম রাইফেলস অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়ে থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে এবং বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বিএমএস — এর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে স্বচ্ছ ভারত অভিযান অনুষ্ঠিত সোনামুড়া বিএমএস কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে

সোনামুড়া, ২২ জুলাই: ২৩শে জুলাই বিএমএস — এর প্রতিষ্ঠা দিবস। আর এই প্রতিষ্ঠাতা দিবসকে কেন্দ্র করে ২২ শে জুলাই সোনামুড়া বিএমএস কর্তৃপক্ষ মোটরস্ট্যান্ডে এক স্বচ্ছ ভারত অভিযান অনুষ্ঠিত করে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সোনামুড়া বিএমএস- র সম্পাদক ইউসুফ মিয়া, সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন সারদা চক্রবর্তী, বিজেপি নেতা বিল্লাল মিয়া সহ আরো অন্যান্যরা। একান্ত এক সাক্ষাৎকারে, সোনামুড়া বিএমএস সম্পাদক ইউসুফ মিয়া ২৩ শে জুলাই বিএমএস-র প্রতিষ্ঠাতা দিবস উপলক্ষে কি কি কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে সেগুলি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করে।

স্মার্টমিটার বাতিলের দাবিতে কাঠালিয়ায় মিছিল ও বাজার সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ২২ জুলাই: সিপিআইএমের উদ্যোগে স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবি জানিয়ে প্রতিবাদ মিছিল ও বাজার সভা অনুষ্ঠিত হয় কাঠালিয়ায়। কাঠালিয়া বাণিজ্যিক এলাকাতে হয় মিছিল ও বাজারসভা। মূলত বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার বাতিল করতে হবে এবং জনগণের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম হুহু করে বেড়ে যাওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে এই দিনের একাধিক স্থানের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বামেদের মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল লক্ষণীয়। মিছিলের আগে এবং পেছনে পুলিশি নিরাপত্তা ছিল যথেষ্ট।

সিপিআইএম কাঠালিয়া অঞ্চল অফিস প্রাঙ্গন থেকে, মিছিল কাঠালিয়া বাণিজ্যিক এলাকা একাধিকবার পরিক্রমার শেষে চৌমুহনীতে হয় জমায়েত সভা। সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআইএম সোনামুড়া বিভাগীয় কমিটির সদস্য কৌশিক চন্দ। তিনি এদিনের প্রতিবাদ মিছিলের বিভিন্ন দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

অপরদিকে একইদিন কালিখলা ও কালী কৃষ্ণনগর বাজারে অনুরূপভাবে প্রতিবাদ মিছিল ও বাজার সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই প্রতিবাদ মিছিলেও দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

আসামে অমানবিক উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সরব ত্রিপুরা জন অধিকার সংগ্রাম পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২২ জুলাই: আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার আদানি, আম্বানি-সহ কর্পোরেট সংস্থাগুলির স্বার্থে অমানবিক উচ্ছেদ ও নিরীহ মানুষের উপর গুলিবর্ষণ চালাচ্ছে, এমনই অভিযোগ এনে তার তীব্র প্রতিবাদে সরব হল ত্রিপুরা জন অধিকার সংগ্রাম পরিষদ।

সংগঠনের উদ্যোগে মঙ্গলবার ত্রিপুরা-আসাম সীমান্তের চুরাইবাড়ি থানার সামনে অনুষ্ঠিত হয় দুই ঘণ্টার গণবিক্ষোভ কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি অঞ্জন শুক্লবৈদ্য, সম্পাদক রহমত আলী, সুভাষ দেব, সুলেমান আহমেদ-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

গণবিক্ষোভে সভাপতি অঞ্জন শুক্লবৈদ্য বলেন, উত্তর-পূর্ব ভারত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। অথচ সেই সম্পদ কর্পোরেট সংস্থার হাতে তুলে দিতে মরিয়া বিজেপি সরকার। আসামের সরকার ৬০ বছর ধরে বসবাসরত নিরীহ মানুষদের অমানবিকভাবে উচ্ছেদ করছে। অথচ ১২ বছর একই জায়গায় বসবাস করলে সেই জমি বৈধভাবে বসবাসকারীর অধীনে যাওয়ার কথা। এমনকি গৌহাটি হাইকোর্টও উচ্ছেদের বিপক্ষে রায় দিয়েছে বলে জানান তিনি।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, আসামের উচ্ছেদ অভিযান আসলে বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থাগুলির স্বার্থরক্ষার একটি চক্রান্ত। উচ্ছেদের পরে সেই জমিতে আদানি, আম্বানি,টাটা ও রামদেবের মতো পুঁজিপতিদের কল-কারখানা গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছে সরকার। ত্রিপুরাতেও একই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আশঙ্কা প্রকাশ করেন অঞ্জন শুক্লবৈদ্য। তিনি বলেন, ত্রিপুরার পাহাড়ি এলাকায় উপজাতিদের পাট্টা পাওয়া জমিতে ভবিষ্যতে উচ্ছেদ চালিয়ে সেখানে পাম গাছের চাষ করা হতে পারে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আসামের রাজ্যপালকে ই-মেইলের মাধ্যমে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্র পাঠানো হবে। পাশাপাশি দেশজুড়ে চলা এই অমানবিক উচ্ছেদ ও কর্পোরেট লুটের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে বলেও জানান সংগঠনের নেতৃত্ব।

হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরার সপ্তাহব্যাপী কার্যক্রমে ব্যাপক সাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২২ জুলাই:২৮শে জুলাই বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস। এই দিনটিকে কেন্দ্র করে মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি সংঘটিত করছে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরা। ফাউন্ডেশনের অন্তর্গত রাজ্যের প্রায় ৩৩ টি শাখা কমিটির উদ্যোগেও চলছে নানাহ কর্মসূচির বাস্তবায়ন। ফাউন্ডেশনের অন্তর্গত সোনামুড়া ব্রাঞ্চ কমিটির উদ্যোগেও চলছে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং স্বাস্থ্য শিবির। ব্রাঞ্চের অন্তর্গত বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকার সাধারণ মানুষদের সুবিধার্থে ছোটখাটো বাজার শিক্ষাঙ্গন এবং পঞ্চায়েত প্রাঙ্গনে করা হচ্ছে শিবির গুলি।

বক্সনগর বিধানসভা এলাকার মতিনগর,নয়ন জলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিদ্যালয় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে হেপাটাইটিস বি, বাল্যবিবাহ, এইচআইভি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর সচেতনতামূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় পাশাপাশি বাজার এলাকায় এবং কাঁঠালিয়া ব্লকের অন্তর্গত রবীন্দ্র নগরে রোগীদের সুগার ,ভিপি ইত্যাদির পরীক্ষা করা হয়। প্রতিটি কর্মসূচিতেই সাধারণ মানুষের ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। সপ্তাহ ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি প্রসঙ্গে তুলে ধরেন হেপাটাইটিস বি ফাউন্ডেশন ত্রিপুরার লাইফ মেম্বার খাদিজা বেগম। ফাউন্ডেশন এর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানায় সাধারণ অংশের মানুষ।

বাইক ও গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই যুবক, গাড়ি আটক

আগরতলা, ২২ জুলাই : বাইক ও গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছে দুই যুবক। আজ কৈলাসহর শহরের বিদ্যানগর এলাকায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গেছে, পুর পরিষদের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের প্রবেশপথে একটি ওয়াগনার গাড়ি শহরের দিকে যাওয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাইককে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কায় বাইক চালক ও আরোহী গাড়ির উপর ছিটকে পড়েন এবং সামনের গ্লাসে মাথা ঠুকে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে কৈলাসহর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। আহতদের একজনের নাম শাহিন আলি বলে জানা গেছে। উভয়েই বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছে। ওই ঘটনার পর গাড়ির চালক পালিয়ে গেলেও, পুলিশ গাড়িটি আটক করেছে। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে।

গ্যারেজে থেকে গাড়ির চাকা খুলে নিয়ে গেলো চোরের দল, থানায় অভিযোগ

আগরতলা, ২২জুলাই : নেশার টাকার যোগাড় করতে গতকাল রাতে উত্তর চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন চড়িলাম পুরান বাড়ি এলাকায় গ্যারেজ থেকে গাড়ির চাকা চুরি করে পালিয়ে যায়।

মঙ্গলবার দুপুরে গ্যারেজের মালিক এসে দেখতে পায় গ্যারেজে রিপেয়ারিং করতে আসা একটি বোলেরো গাড়ির থেকে চাকা খুলে নিয়ে যায় চোরের দল। এই নিয়ে গ্যারেজে দ্বিতীয়বারে চুরি-কাণ্ড সংঘটিত করেছে চোরের দল। গ্যারেজের মালিক জানান, এ সমস্ত চুরির ঘটনায় বর্তমানে আতঙ্কিত গ্যারেজ ব্যবসায়ী সহ এলাকাবাসী। আগে কখনো এরকম চুরির ঘটনা সংগঠিত হয়নি গোটা এলাকায়। বর্তমানে নেশাগ্রস্ত যুবকরা এ সমস্ত চুরি কাণ্ড সংঘটিত করছে ঘোটা এলাকায়। গ্যারেজ মালিক জানান বর্তমানে নিরাপদে নেই গ্যারেজে রাখা গাড়ি। যেকোনো মুহূর্তে গাড়ির প্রয়োজনীয় পার্স খুলে নিয়ে যেতে পারে চোরের দল।

ক্রীড়াঙ্গন

নীলজ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট শীল্ড চ্যাম্পিয়ন ফরোয়ার্ড ক্লাব, ব্লাডমাউথ রানার্স

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শীল্ড চ্যাম্পিয়ন ফরোয়ার্ড ক্লাব। দুই অর্ধে দুই গোল। ছক কষে খেলা। শক্তিশালী ব্লাড মাউথের সামনে ফরোয়ার্ড ক্লাব এতটাই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, পুরো ৯০ মিনিটের খেলায় একবারের জন্যও ব্লাড-মাউথের স্ট্রাইকাররা ফরওয়ার্ডের জাল নাড়তে পারেননি। এবারকার নীলজ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল নক আউট শীল্ড ফুটবলে ফরওয়ার্ড ক্লাব চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করেছে। ২-০ গোলে দুর্দান্ত জয় ফরওয়ার্ড ক্লাবের।

প্রথম গোল খেলার প্রথমার্ধে ১৭ মিনিটের মাথায় সেই সেন্থামিলসের সৌজন্যে। এক গোলে এগিয়ে থেকে ফরোয়ার্ড ক্লাব প্রথমত প্রতিরোধ গড়া তথা রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেলে গোলটি ধরে রাখার পাশাপাশি সুযোগ বুঝে আক্রমণ রচনা করতেও ভুলেনি। একমাত্র গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করলেও দ্বিতীয়ার্ধে ফরওয়ার্ড ক্লাব চেষ্টা চালায় দ্বিতীয় গোলের লক্ষ্যে।

পক্ষান্তরে ব্লাড মাউথ ক্লাব এক প্রকার অলআউট খেলে আক্রমণাত্মক খেললেও গোল পরিশোধের সুযোগ পায়নি। উপরন্তু খেলার ৫৬ মিনিটের মাথায় সিয়াম পুইয়া ফরওয়ার্ডের পক্ষে আরও একটি গোল করলে ব্যবধান বেড়ে দুই-শূন্য হয়। শেষ পর্য্যন্ত দুদলের মধ্যে পরস্পর বিরোধী আক্রমণ প্রতি আক্রমণ পরিলক্ষিত হলেও তৃতীয়বারের মতো গোলের সন্ধান কেউ পায়নি। ২-০ গোলে জয় ছিনিয়ে ফরওয়ার্ড ক্লাব এবারের শীল্ড চ্যাম্পিয়নের খেতাব জিতে নিয়েছে। সুদৃশ্য ট্রফির পাশাপাশি প্রাইজমানি হিসেবে ৬০ হাজার টাকা পেয়েছে। বিজিত ব্লাড মাউথ ক্লাব রানার্স ট্রফির পাশাপাশি প্রাইজমানি হিসেবে পেয়েছে ৪০ হাজার টাকা। খেলা শেষে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামেই এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। এই টুর্নামেন্টকে সফল ভাবে শেষ করার জন্য অংশ গ্রহন কারী সব দল, ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সমস্ত অফিসিয়াল, টুর্নামেন্ট কমিটির সমস্ত সদস্য , মাঠ কর্মী , গভর্নিং বডির সব সদস্য , সমস্ত আজীবন সদস্য , প্রিন্ট মিডিয়া , ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সমস্ত সুহৃদ বন্ধুগণ, আগরতলা দূরদর্শন প্রসার ভারতী, বিদ্যুৎ নিগম , আরক্ষা দফতর , আগরতলা পুর নিগম , ঝর্ণা জল , রেফারি এসোসিয়েশনের সমস্ত সদস্য , মেডিক্যাল ইউনিট, বলবয় সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

সিনিয়র মহিলাদের ক্রিকেটে ইন্দ্ররাণীর দাপটে খোয়াইকে হারিয়ে বিশালগড় জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। আবারও ব্যাট হাতে দাপট ইন্দ্ররানী জমাতিয়ার। ইন্দ্ররানীর দুরন্ত ব্যাটিংয়ে সহজ জয় পেলো বিশালগড় মহকুমা। ৮ উইকেটে পরাজিত করলো খোয়াই মহকুমাকে।

রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের ক্রিকেটে। মঙ্গলবার তালতলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। বৃষ্টির জন্য মাঝপথে খেলা বন্ধ হওয়ায় ওভার কমিয়ে করা হয় ৩০ শে। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে খোয়াই মহকুমা নির্ধারিত ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ৮৭ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে দেবাদ্রিতা দেব ৫৭ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৮ এবং অনামিকা দাস ৫৮ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৩ রান। বিশালগড় মহকুমার পক্ষে শিউলি চক্রবর্তী ১৫ রানে দুটি উইকেট দখল করেন।

জবাবে খেলতে নেমে বিশালগড় মহকুমা ৬৯ বল খেলে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে ইন্দ্ররানী জমাতিয়া ৩৫ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫ এবং অম্বিকা দেবনাথ ৩১ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৯ রান। খোয়াই মহকুমার পক্ষে হিরামনি গৌর ১৩ রানে এবং মিনতি বিশ্বাস ৩১ রানে একটি করে উইকেট দখল করেন।

পূজার দুর্দান্ত বোলিং : সোনামুড়াকে ৯ উইকেটে হারিয়ে উদয়পুর জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পূজা দাসের বিধ্বংসী বোলিং। তাতেই সহজ জয় পেলো উদয়পুর মহকুমা। ৯ উইকেটে পরাজিত করলো সোনামুড়া মহকুমাকে। শহীদ কাজল ময়দানে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। এই দিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৪৬ রানে গুটিয়ে যায় সোনামুড়া মহকুমা। দলের আট জন ব্যাটসম্যান কোনও রান না করেই প্যাভিলিয়নে ফিরেন। এখানে পিছিয়ে পড়ে সোনামুড়া মহকুমা। দলের পক্ষে পায়েল নম ১৩ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং রুম্পা সিনহা ২৭ বল খেলে একটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৩ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৪ রান। উদয়পুর মহকুমার পক্ষে পূজা দাস ৭ রানে ছয়টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে উদয়পুর মহকুমা ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে পূজা দাস ১০ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রানে এবং অন্তরা দাস ১৪ বল খেলে ১২ রানে অপরাজিত থেকে যান। এ ছাড়া দলের পক্ষে তনুশ্রী সাহা ১৫ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন।

আর্থিক দুর্নীতির গন্ধ বঙ্গ ক্রিকেটে, সিএবি-র কমিটি সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ সভাপতি স্নেহাশিসের কাছে! আসলে নির্বাচনী কৌশল ?

বাংলার ক্রিকেটে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ। রাজ্যের ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা সিএবি-র এক কমিটি সদস্যের বিরুদ্ধেই সেই দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।সদস্যের নাম অম্বরীশ মিত্র। তিনি সিএবি-র স্টেডিয়াম কমিটি এবং বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগ কমিটির সদস্য। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে সিএবি-তেই। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিভিন্ন ক্লাবে খেলিয়ে দেওয়ার নাম করে উঠতি ক্রিকেটারদের থেকে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা তুলেছেন। অভিযোগকারী সুমন কীর্তনিয়া নামে এক আইনজীবী। পাঁচ পাতার ওই অভিযোগপত্র আনন্দবাজার ডট কম-এর হেফাজতে রয়েছে।সিএবি-র সঙ্গে যুক্ত অনেকের মতে অবশ্য, এর সঙ্গে সংস্থার আসন্ন নির্বাচনের যোগসূত্র রয়েছে। ময়দানের এক ক্লাবকর্তার বক্তব্য, নির্বাচনে দুই প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বনাম অভিষেক ডালমিয়ার লড়াইয়ের সম্ভাবনা। সৌরভের দাদা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় এখন সিএবি-র সভাপতি। শাসকগোষ্ঠী এবং বিরোধীগোষ্ঠী নির্বাচনের আগে নানা ভাবে ঘুঁটি সাজাচ্ছে। এই অভিযোগ তারই একটি।অম্বরীশের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস এবং সচিব নরেশ ওঝার কাছে। আলিপুর কোর্টের আইনজীবী সুমন অভিযোগের প্রতিলিপি দিয়েছেন সিএবি-র ওমবুডম্যান, এথিক্স অফিসার এবং অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সদস্যদেরও। যেহেতু অম্বরীশ ইস্টার্ন রেলের শিয়ালদহ শাখায় কর্মরত, তাই তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগটি পাঠানো হয়েছে রেলের ন'জন উচ্চ পদস্থ আধিকারিকের কাছেও।অম্বরীশ ইস্টার্ন রেলেরই অন্যতম ক্লাব নেতাজি সুভাষ ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধিত্ব করেন সিএবি-তে।তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি উঠেছে সেগুলি হল

১. উঠতি ক্রিকেটারদের কাছ থেকে টাকা তোলা। প্রমাণ হিসেবে বিভিন্ন হোয়াটঅ্যাপ চ্যাটের প্রতিলিপি অভিযোগপত্রের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সেই চ্যাটে (যার সত্যতা যাচাই করেনি আনন্দবাজার ডট কম) দেখা যাচ্ছে, যে সব খুদে ক্রিকেটার সিএবি-র বিভিন্ন ক্লাবে খেলার স্বপ্ন দেখছে, তাদের খুঁজে বার করে টাকা তুলেছেন অম্বরীশ। অভিযোগ, উঠতি ক্রিকেটারদের কোনও না কোনও ক্লাবে খেলিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া।

২. নতুন ক্লাব তৈরির নাম করে বিভিন্ন লোকের থেকে টাকা নেওয়া।

৩. নিজেকে প্রভাবশালী নির্বাচক হিসাবে পরিচয় দিয়ে এবং সিএবি-র পদের অপব্যবহার করে অম্বরীশ অনূর্ধ-১৩, অনূর্ধ-১৫, অনূর্ধ-১৮ দল এবং দ্বিতীয় ডিভিশনের ক্লাব দলে ক্রিকেটার ঢুকিয়েছেন অর্থের বিনিময়ে।

৪. হাই কোর্ট ক্রিকেট ক্লাবে নানা বেআইনি কাজ করেছেন।

৫. কোথায় কোন ম্যাচ হবে, তা-ও টাকার বিনিময়ে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। বলা হয়েছে, বিভিন্ন প্রভাবশালী লোককে নিয়ে তাঁর একটি চক্র এই কাজ করে। এখানে টাউন ক্লাবের সচিব দেবনিক দাসের নামও এসেছে। হোয়াটঅ্যাপ চ্যাটে দেবনিকের নাম দেখা যাচ্ছে।

৬. একাধিক জাল নথি তৈরি করা। তাঁর বক্তব্য জানতে অম্বরীশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল আনন্দবাজার ডট কম। তাঁর জবাব, "এমন কোনও অভিযোগ সিএবি-তে জমা পড়েছে বলে আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখছি। এটুকু বলতে পারি, আমি কোনও দিন কোনও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নই।" দেবনিক জানিয়েছেন, তাঁর এখনই এ ব্যাপারে কিছু বলার নেই। অভিযোগকারী আইনজীবী সুমনের বক্তব্য, তিনি বাংলার ক্রিকেটের এক 'শুভানুধ্যায়ী' হিসাবে এই দুর্নীতির কথা সিএবি-র গোচরে আনার চেষ্টা করেছেন। রেলের আধিকারিকদেরও জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, "দু'-এক সপ্তাহ দেখি, কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করব।"অম্বরীশ না জানলেও সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস জানিয়েছেন, তিনি অভিযোগ পেয়েছেন। স্নেহাশিসের কথায়, "আমরা নিজেদের মতো কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। বিচারপতি লোঢা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আমরা এই অভিযোগ অ্যাপেক্স কাউন্সিলের কাছে পাঠাব। অ্যাপেক্স কাউন্সিল যাবতীয় তথ্য এবং নথি খতিয়ে দেখবে। তারা নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অথবা বিষয়টি ওমবুডম্যানের কাছে পাঠাতে পারে।" ময়দানের একাংশ এটিকে সিএবি নির্বাচনের আগে 'কৌশল' বলে মনে করলেও সিএবি-র একাংশের বক্তব্য, এই দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসতই। এর সঙ্গে নির্বাচনের সম্পর্ক নেই। বাংলার ক্রিকেটে এমন 'বেআইনি' কাজকর্ম দীর্ঘ দিন ধরেই চলছে। সিএবি-র এক কমিটি সদস্যের কথায়, "এর সঙ্গে নির্বাচনের যোগ খোঁজা ঠিক হবে না। এই অভিযোগ তো নতুন কিছু নয়। হয়তো সরকারি ভাবে এত দিন সিএবি-তে অভিযোগ জমা পড়েনি। কিন্তু আজ নয় কাল, এই সব বেআইনি কাজ প্রকাশ্যে আসতই। যে সময়ে সিএবি-তে অভিযোগ জমা পড়ল, সেটা হয়তো সংস্থার এজিএম-এর আগে। কিন্তু আমার মতে এটা কাকতালীয়।"প্রসঙ্গত, শোনা যাচ্ছে, শেষ মুহূর্তে মোহনবাগানের নির্বাচনের মতো সিএবি-র নির্বাচনও না হতে পারে। মোহনবাগানের নির্বাচন নিয়ে অনেকের বক্তব্য ছিল, রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরের পরামর্শেই যুযুধান দুই পক্ষ সৃঞ্জয় বসু ও দেবাশিস দত্তের মধ্যে সমঝোতা হয়েছিল।সেই 'সমঝোতা' অনুযায়ী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সৃঞ্জয় সচিব এবং দেবাশিস সভাপতি হয়েছেন। সিএবি-র ক্ষেত্রেও এই ধরনে সমঝোতা একেবারে অপ্রত্যাশিত নয় বলে অনেকে মনে করছেন।

কসমোপলিটন ক্লাবের অনূর্ধ ১৮ ক্রিকেটারদের শুভেচ্ছা ও জার্সি প্রদান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথমবারের মতো আয়োজন হচ্ছে অনূর্ধ ১৮ ক্লাব ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। উদ্যোক্তা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। অন্যান্য ক্লাবের মতো এতে অংশ নিচ্ছে কসমোপলিটন ক্লাব। আজ, মঙ্গলবার ক্লাবের কনফারেন্স হল-এ এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গঠিত ক্লাবদলের খেলোয়াড়দের হাতে জার্সি তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ক্লাব কর্মকর্তাদের অধিকাংশরাই উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে বিশেষ করে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি উপানন্দ দেববর্মা, ক্লাবের সম্পাদক ভাস্কর দেববর্মা, সহ সভাপতি উদাহরণ দেববর্মা, সেক্রেটারি শ্যামল ভট্টাচার্য্য, টীম ম্যানেজার দীপঙ্কর দেববর্মা, কোচ জয় কিশোর দেববর্মা এবং ক্লাবের অন্যান্য সদস্য-সদস্যাবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকে খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছা জানানোর মধ্য দিয়ে সাফল্যও কামনা করেছেন।

জাতীয় হকিতে অংশ নিতে ত্রিপুরা দল গঠন আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। তিনটি জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে ত্রিপুরা। ১৫ তম জাতীয় সাব জুনিয়র হকি প্রতিযোগিতা শুরু হবে ২৫ জুলাই থেকে। আসরে অংশ নিতে ত্রিপুরা দলের নির্বাচনী শিবির হবে বুধবার। এ ডি নগর পুলিস হকি মাঠে দুপুর ২ টায় শুরু হবে নির্বাচনী শিবির। নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওই কমিটিতে রয়েছেন স্বপন সাহা, প্রবীর মজুমদার, আশিষ দেব, পিনাকী চক্রবর্তী এবংম দেবাশিষ ভৌমিক। ত্রিপুরা অলিম্পিক সংস্থার সচিব সুজিত রায় এক বিবৃতিতে এখবর জানান।

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে নারিয়ার বোলিংয়ে বিলোনিয়াকে হারালো লংতরাই ভ্যালি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বল হাতে বিধ্বংসী নারিয়া দেববর্মা। নারিয়ার ভেলকিতে কুপোকাৎ বিলোনিয়া মহকুমা। রাজ্য মহিলাদের সিনিয়র ক্রিকেট। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে লংতরাইভ্যালি মহকুমা ১০১ রান করে আট উইকেট হারিয়ে নির্ধারিত ২২ ওভারে। দলের পক্ষে মেঘা দাস ৩৯ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩ এবং নেদ্রিনা বড়ুয়া ৩০ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৪৩ রান। বিলোনিয়া মহকুমার পক্ষে শ্যামশ্রী সেন ১৫ রানে ৪ টি এবং সুমী চক্রবর্তী ১৪ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে নারিয়া দেববর্মা-র বিধ্বংশী বোলিংয়ে মাত্র ৪৯ রানে গুটিয়ে যায় বিলোনিয়া মহকুমা। দল সর্বোচ্চ ২১ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। দলের পক্ষে সুমি চক্রবর্তী ৩৪ বল খেলে ১৩ রুন করেন। লংতরাইভ্যালি মহকুমার পক্ষে নারিয়া দেববর্মা ১০ রানে ৭ টি উইকেট দখল করেন।

মহিলা ক্রিকেটে মোহনপুরকে সহজে হারালো সদর মহকুমা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রত্যাশিত ভাবে সহজ জয় পেলো শক্তিশালী সদর মহকুমা। মঙ্গলবার সদর মহকুমা ১২০ রানে বিধ্বস্ত করে মোহনপুর মহকুমাকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। টি আই টি মাঠে এদিন হয় ম্যাচটি। তাতে আগাগোড়া প্রাধান্য নিয়ে খেলেই জয় ছিনিয়ে নেয় সদর মহকুমা। অনেকটা চ্যাম্পিয়নের মেজাজেই শুরু করলেন অন্নপূর্ণা দাস-রা। খেলার মাঝপথে বৃষ্টি আসায় ওভার কমিয়ে আনা হয় ২৮ শে।

সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সদর মহকুমা নির্ধারিত ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ১৫০ রান করে। দলের পক্ষে নিকিতা দেবনাথ ৭৫ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৭, মৌটুসী দে ৪৮ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০ (অপ), মৌচৈতি দেবনাথ ২৮ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৯ এবং দলনায়িকা ঋজু সাহা ২০ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩০ রান। মোহনপুর মহকুমার পক্ষে রুমা সরকার ৩৭ রানে দুটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে মোহনপুর মহকুমা নির্ধারিত ওভারে আট উইকেট হারিয়ে মাত্র ৩০ রান করতে সক্ষম হয়। দল সর্বোচ্চ ১২ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। দলের কোনও ব্যাটসম্যানই দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। সদর মহকুমার পক্ষে প্রীয়াঙ্কা সাহা তিন রানে এবং অন্নপূর্ণা দাস পাঁচ রানে তিনটি করে উইকেট দখল করেন।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিল, পুরো পয়েন্ট চাইছেন আফ্রিদিরা ! বাড়ছে বিতর্ক, উত্তেজনা

'ওয়ার্ল চ্যাম্পিয়নশিপ অফ লেজেন্ডস'-এ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিল হলেও তার রেশ এখনও কাটেনি। উল্টে তা বেড়ে চলেছে। ভারতের আপত্তিতে ম্যাচ হয়নি। তা হলে কেন পয়েন্ট দুই দলকে ভাগ করে দেওয়া হবে? এই প্রশ্ন তুলেছে পাকিস্তান। পয়েন্ট ভাগাভাগি অস্বীকার শাহিদ আফ্রিদিদের।প্রতিযোগিতায় একটা ম্যাচ জিতলে সেই দল ২ পয়েন্ট পায়। যদি কোনও কারণে খেলা ভেস্তে যায় বা খেলা ড্র হয়, তা হলে দু'দলকে ১ পয়েন্ট করে দেওয়া হয়। ভারত-পাক ম্যাচ বাতিল হয়েছে। আয়োজকেরা চেয়েছিলেন, পয়েন্ট ভাগ করে দিতে। তাতে রাজি নয় পাকিস্তান। আয়োজকেরা সংবাদ সংস্থা এএনআইকে বলেছেন, "ইংল্যান্ড বোর্ডকে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে না। ভারত চ্যাম্পিয়ন্স পয়েন্ট নিয়ে কোনও আপত্তি করেনি। কিন্তু পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন্স পয়েন্ট ভাগভাগিতে রাজি নয়। ওদের বক্তব্য, ভারতের আপত্তিতে ম্যাচ বাতিল হয়েছে। ওদের কোনও দায় নেই। তা হলে কেন ওরা পুরো পয়েন্ট পাবে না?"এই পরিস্থিতিতে এখনও এই ম্যাচের পয়েন্ট কাকে দেওয়া হবে তা ঠিক করতে পারেননি আয়োজকেরা। দু'দলের সঙ্গেই আলোচনা করছেন তাঁরা। কিন্তু সমাধান কিছু হয়নি। যদিও পাকিস্তান দলের মালিক কামিল খানের দাবি, তাঁদেরই ২ পয়েন্ট দেওয়া হবে। তিনি বলেন, "এই ম্যাচের জন্য আমাদের ২ পয়েন্ট দেওয়া হবে। আমরা তো ম্যাচ খেলব না বলিনি। নিয়ম অনুযায়ী আমরাই সেই পয়েন্টের যোগ্য।"

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিল হওয়ার পর পাকিস্তান বাকি প্রতিযোগিতায় খেলবে কি না তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল। তবে কামিল জানিয়েছেন, পাকিস্তান সূচি মেনে খেলবে। তিনি বলেন, "বাকি সব ম্যাচ সূচি মেনেই হবে। তাতে কোনও বদল হচ্ছে না।" তবে নক আউট বা ফাইনালে যদি ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হয় তখন কী হবে। কামিলের কথায়, "সেমিফাইনালে তো চারটে দল থাকবে। যদি দুই দল সেমিফাইনালে ওঠে তা হলে আমরা ভারতের বিরুদ্ধে খেলব না। ভারতও খেলতে চাইবে না। বাকি দুই দল তো আছে। সমস্যা হবে না। আর যদি আমরা ফাইনালে উঠি তা হলে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।"পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগে সমর্থকদের সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। তার পরেই হরভজন সিংহ, সুরেশ রায়না, শিখর ধাওয়ান, ইরফান ও ইউসুফ পাঠান জানিয়ে দেন যে তাঁরা খেলবেন না। ক্রিকেটারদের এই সিদ্ধান্তের পর ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিল করে দেন আয়োজকেরা। ভারতীয় সমর্থকদের কাছে তাঁরা ক্ষমাও চান। যদিও এই ঘটনার সব দায় ধাওয়ানের উপর চাপিয়েছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক শাহিদ আফ্রিদি। তাঁর মতে, ধাওয়ানের চাপেই ম্যাচ থেকে নাম সরিয়েছেন বাকি ক্রিকেটারেরা। সেই কারণেই খেলা হয়নি। এই ঘটনার রেশ এখনও চলছে। থামতেই চাইছে না।

বুমরাহকে নিজেদের দলে টানতে 'হুমকি' দিয়েছিলেন শুভমন ! ফাঁস পুজারার

ভারতীয় দলের অন্দরে আরও একটা দল রয়েছে। না, মাঠে সকলে এক হয়ে লড়লেও মাঠের বাইরে আরও একটা দল তৈরি হয়ে যায়। তাদের কাজ হল হোটেলে ফিরে প্লে-স্টেশনে 'ফিফা' (ভিডিয়ো গেম) খেলা। সেই দল চেয়েছিল জসপ্রীত বুমরাহকে নিজেদের দিকে টানতে। তার জন্য তাঁকে 'হুমকি' দিয়েছিলেন সতীর্থেরা। সে কথা ফাঁস করেছেন চেতেশ্বর পুজারা। ২০১৮ সালে ইংল্যান্ড সফরের সময় সেই ঘটনা ঘটেছিল।

পুজারা নিজেই সেই দলে ছিলেন। বিবিসি-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পুজারা বলেন, "আমাদের একটা দল ছিল। সেখানে আমি, শুভমন গিল, ঋষভ পন্থ ও ঋদ্ধিমান সাহা ছিলাম। আমরা সফর চলাকালীন প্লে-স্টেশনে ফিফা খেলতাম। আমরা বুমরাহকে বলেছিলাম, আমাদের সঙ্গে খেলতে। কিন্তু ও রাজি হচ্ছিল না। তখন আমরা ওকে হুমকি দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, তোমার বলে একটাও ক্যাচ ধরব না। তবে ও রাজি হয়েছিল।" তাঁদের সঙ্গে ভিডিয়ো গেম খেললেও বুমরাহ খুব একটা সাবলীল ছিলেন না। তাঁকে সাহায্য করতে হত বলে জানিয়েছেন পুজারা।বুমরাহ সাধারণত মাঠের বাইরে খুব শান্ত থাকেন। বিশেষ কথা বলেন না। কানে হেডফোন গুঁজে নিজের মধ্যেই থাকেন। দলে ঢোকার পর থেকে বুমরাহকে এ ভাবেই দেখেছেন পুজারা। সেই কারণেই তাঁরা ঠিক করেছিলেন ভারতীয় পেসারকে তাঁদের ভিডিয়ো গেমের দলে ঢোকাতে হবে। তবে সেটা করতে গিয়ে 'হুমকি' পর্যন্ত দিতে হয়েছিল তাঁদের।পুজারা অবসর না নিলেও দীর্ঘ দিন ভারতীয় দলে সুযোগ পান না। চলতি ইংল্যান্ড সফরে তিনি ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় রয়েছেন। মাঝেমধ্যেই মাঠে ভারতীয় ক্রিকেটারদের সাক্ষাৎকারও নিচ্ছেন। তার মধ্যে কোচ গৌতম গম্ভীর থেকে শুরু করে বুমরাহ, পন্থ, শুভমনেরা রয়েছেন। পন্থের সঙ্গে কথা বলার সময়ও ভিডিয়ো গেমের কথা ওঠে। পন্থ পুজারাকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি এখন কতটা ভিডিয়ো গেম খেলছেন। জবাবে পুজারা জানান, এখনও খেলেন। তবে সকলের সঙ্গে মিলে হোটেলে যে ভাবে মজা করে খেলতেন তার অভাব বোধ করেন তিনি।

করুণের 'ঘর ওয়াপসি', বিদর্ভকে রঞ্জি জিতিয়ে কর্নাটকে ফিরছেন ভারতীয় ব্যাটার

মাঝে দুই মরসুমের জন্য ঘর ছেড়েছিলেন করুণ নায়ার। কর্নাটক ছেড়ে গিয়েছিলেন বিদর্ভে। দুই মরসুমের মধ্যে এক বার বিদর্ভকে রঞ্জি ট্রফি জিতিয়েছেন তিনি। এক বার দল রানার আপ হয়েছে। এ বার আবার পুরনো দলে ফিরতে চলেছেন করুণ। আগামী মরসুমে কর্নাটকের হয়ে খেলবেন তিনি। বিদর্ভের কাছ থেকে 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট'ও পেয়ে গিয়েছেন ভারতীয় ব্যাটার।২০২১-২২ মরসুমে কর্নাটকের রঞ্জি দলে জায়গা না পেয়ে দলবদলের সিদ্ধান্ত নেন করুণ। ঘরোয়া ক্রিকেটে গত দুই মরসুমে ধারাবাহিক রান করেছেন করুণ। তাঁর দাপটে ২০২৪-২৫ মরসুমে রঞ্জি জিতেছে বিদর্ভ। ২০২৩-২৪ মরসুমে ফাইনালে হেরেছে তারা। দুই মরসুম ভাল খেলায় আট বছর পর আবার ভারতের টেস্ট দলে জায়গা পেয়েছেন করুণ। ইংল্যান্ডে ভারতীয় দলের হয়ে খেলছেন তিনি। তার মাঝেই তাঁর কর্নাটকে ফেরার খবর পাওয়া গিয়েছে। ফর্মে থাকা ক্রিকেটারকে ফিরে পেতে মরিয়া ছিল কর্নাটক। তাদের প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছেন করুণ।

রঞ্জির গত মরসুমে ১৬ ইনিংসে ৫৩.৯৩ গড়ে ৮৬৩ রান করেছিলেন করুণ। চারটে শতরান করেছিলেন তিনি। তার মধ্যে ফাইনালে কেরলের বিরুদ্ধে শতরান করেছিলেন এই মিডল অর্ডার ব্যাটার।

পরে বিজয় হজারে ট্রফিতে ৭৭৯ রান করেছিলেন করুণ। ১২৪.০১ স্ট্রাইক রেটে আটটা শতরান করেছিলেন তিনি। তার মধ্যে পর পর পাঁচটা ম্যাচে শতরান ছিল। লিস্ট এ ক্রিকেটে অপরাজিত অবস্থায় ৫৪২ রান করার রেকর্ডও গড়েছিলেন তিনি। করুণের নেতৃত্বে বিজয় হজারেতে রানার আপ হয়েছিল বিদর্ভ।ভারতের টেস্ট দলে জায়গা পাওয়ার পর ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচেও দ্বিশতরান করেছিলেন করুণ। কিন্তু ইংল্যান্ড সিরিজে এখনও পর্যন্ত বড় রান করতে পারেননি তিনি। প্রথম তিনটে টেস্টে মোট ১৩১ রান করেছেন তিনি। ম্যাঞ্চেস্টারে তাঁর প্রথম একাদশে জায়গা পাওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে তার মাঝেই তাঁর দলবদলের খবর এল।পুরনো দলে ফিরলেও হয়তো নেতৃত্ব পাবেন না করুণ। গত মরসুমে কর্নাটকের অধিনায়ক ছিলেন ময়ঙ্ক আগরওয়াল। তিনিই অধিনায়ক থাকবেন। করুণ আবার কর্নাটকে ফিরলেও পেসার ভি কৌশিক কর্নাটক ছেড়ে গোয়ায় যাচ্ছেন। কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থার কাছ থেকে তিনিও 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' পেয়ে গিয়েছেন।

খেলাধুলার মাধ্যমে ছোটবেলা থেকেই প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা যায়: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই: আজ উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত নীলজ্যোতি রাখাল শিল্ড নক আউট ফুটবলের ফাইনাল ম্যাচের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। ফাইনাল ম্যাচের পর সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, খেলাধুলার মাধ্যমে শুধুমাত্র শারীরিক নয়, মানসিকভাবেও মানুষ সুগঠিত হতে পারে। জীবনকে সুশৃঙ্খল করা এবং নেশার কুপ্রভাব থেকে খেলাধুলার মাধ্যমেই দূরে থাকা সম্ভব।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রায়শই বলে থাকেন আগামী প্রজন্ম দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের জন্য সুযোগ সুবিধা না দিতে পারলে দেশ এগোতে পারবে না। রাজ্য সরকারও সেই লক্ষ্য পূরণে প্রতিটি ক্ষেত্রের পাশাপাশি ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নতিতেও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ফুটবলের উন্নতির স্বার্থে ইতিমধ্যেই অনেকগুলি সিন্থেটিক টার্ফ মাঠ তৈরি করা হয়েছে। খেলাধুলার মাধ্যমে ছোটবেলা থেকেই প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা যায়। সেক্ষেত্রে ফুটবল খেলার বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। ফুটবল খেলা শুধু শারীরিক বা মানসিকভাবে নিজেকে সক্ষম করে না, ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে প্রতিযোগী হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। রাজ্য সরকার ক্রীড়াক্ষেত্রের সার্বিক উন্নতির স্বার্থে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর ফলাফলও রাজ্যবাসী দেখতে পাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নতির স্বার্থে খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পের মতো খেলো ত্রিপুরা প্রকল্প নিয়ে এসেছে।

আজকের ফাইনাল ম্যাচে ফরোয়ার্ড ক্লাব ২-০ গোলে ব্লাড মাউথ ক্লাবকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা অর্জন করে। মুখ্যমন্ত্রী আজকের ফাইনাল ম্যাচের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স উভয় দলের খেলোয়াড়দেরকে শুভেচ্ছা জানান। ফাইনাল ম্যাচে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র বিধায়ক দীপক মজুমদার, ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য প্রমোদ রিয়াং, প্রাক্তন বিচারপতি অরিন্দম লোধ, ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব সরকার, ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সচিব অমিত চৌধুরী, প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার গৌতম সরকার, সমাজসেবী শ্যামল দেব প্রমুখ।

যাত্রীবাহী বাস থেকে গাঁজা উদ্ধার করলো শান্তির বাজার থানার পুলিশ

বিলোনিয়া, ২২ জুলাই : যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে মোট ১০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে শান্তির বাজার থানার পুলিশ। সাথে একজনকে আটকও করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, শান্তির বাজার থানা সংলগ্ন এলাকায় রুটিন তল্লাশী চালায় পুলিশ। এরই মধ্যে আগরতলা থেকে সাব্রুম মনুবলকুলগামী টি আর ০৭ ১২০৩ নাম্বারের একটি বাসে তল্লাশি চালায়। সন্দেহজনক তল্লাশি চালিয়ে শ্যামল সরকার (৪৩) নামে যাত্রীর কাছ থেকে ৫ প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

আরও জানা যায়, প্রতি পেকেটে ২ কেজি করে মোট ১০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পরবর্তী সময় মহকুমা শাসকের কার্য্যালয়থেকে ডি সি এম পবিত্র দাস ও ফরেন্সিক টিমের উপস্থিতিতে গাঁজাগুলি পরিক্ষা করা হয়। সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া শেষে গাঁজা সহ শ্যামল সরকার নামে যাত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়। শ্যামল সরকার বিশ্রামগঞ্জ বরজলা এলাকার বাসিন্দা। সে এই গাঁজা গুলি বিশ্রামগঞ্জ থেকে সাব্রুম মনুর উদ্দ্যোশ্যে নিয়ে যাচ্ছিলো।

শান্তির বাজার থানার ওসি আশুতোষ শর্মা, মনপাথর ফাঁড়ী থানার ওসি জয়ন্ত দাস ও মহকুমার পুলিশ আধিকারিক বাপি দেববর্মার যৌথ উদ্দ্যোগো আজকের অভিযান চালানোহয়। পুলিশের এই ধরনের অভিযান আগামীদিনেও জারি থাকবে। আজকের এই সাফল্যের কথা সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান শান্তির বাজার থানার ওসি আশুতোষ শর্মা।

বিরল রোগের চিকিৎসা জিবিপি হাসপাতালে, নিউরোলজি বিভাগের সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই: স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এতটা অগ্রগতি কোনওদিন এ রাজ্যের মানুষ স্বপ্নেও ভাবেননি। একের পর এক দুরূহ রোগের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছেন মানুষ, ফিরে আসছেন মৃত্যুর মুখ থেকেও। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার দূরদর্শিতা ও আন্তরিকতা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করেছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন আন্তরিকভাবে। বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করছেন চিকিৎসক সমাজকে। স্বাস্থ্য অধিকর্তা প্রফেসর (ডাঃ) তপন মজুমদার নিরলসভাবে পরিষেবার মানোন্নয়নে কার্য্যকর ভূমিকা নিচ্ছেন। মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে চিকিৎসকদের কাজ করার এক অনন্য নজির রচিত হয়েছে জিবিপি হাসপাতালে।

হেরিডিটারি স্প্যাস্টিক প্যারাপ্যারেসিস একটা বিরল রোগ। এই রোগেই ভুগছিল ছোট্ট একটি ছেলে। যখন প্রথমবার জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজির অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার ডাঃ আবির লাল নাথের চেম্বারে আসে, ওর দু”পায়ে ছিল না কোনও শক্তি। দাঁড়াতেই পারত না। মায়ের চোখে ছিল শুধুই একটা প্রশ্ন ’আমার ছেলেটা কি আর কোনোদিন হাটতে পারবে?’ ডাঃ নাথ বলেছিলেন, এনসিভি টেস্ট করতে। হতদরিদ্র এই পরিবারের সদস্যরা ব্যয় সাধ্য পরীক্ষাটি করার ক্ষেত্রে অপারগতা জানালে ডাঃ নাথ তখন একটুও দ্বিধা না করে বলেছিলেন, তিনি নিজেই ব্যবস্থা করবেন। তারপর থেকে প্রতি মাসে, সেই মা শুধু আশাভরা চোখ নিয়ে আসতেন নিউরোলজিস্ট ডাঃ আবির লাল নাথ এর কাছে। তিনি তখন পরামর্শ দিয়েছিলেন, যে ছেলেটার উন্নতির জন্য বটক্স ইনজেকশন লাগবে। কিন্তু এটা ত্রিপুরায় পাওয়া যায় না। ছেলেটির মা জানালেন যে তাদের বিপিএল কার্ড আছে। দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী রাজ্যের মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রশ্নে রাজ্য সরকারের যে আন্তরিকতা সেই আন্তরিক উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনও রকম অভাব হবে না সেটা জানতেন ডাঃ নাথ। তিনি তাদের পাশে থাকার আশ্বাস এবং বিনামূল্যে ইনজেকশন দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

মেডিক্যাল সুপারের কাছে আবেদন জানানোর পরামর্শ দিলেন তিনি। সেই মাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি বললেন, ”তিনি যদি তার সন্তানের জন্য লড়েন, তাহলে এই লড়াই শুধু তার ছেলের জন্যই নয়, অসংখ্য শিশুর জন্য, অনেক পরিবার আর চোখে জল থাকা মা-বাবার জন্য হবে আশার আলো।” মায়ের সেই দৃঢ়তা, সেই জেদ ডাঃ নাথকে সত্যিই বিস্মিত করেছিল।

তিনি এম এস ডাঃ শংকর চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করলেন, এলাকার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং-এর কাছেও যান। বিধায়কও সাড়া দিয়ে তার পাশে দাঁড়ালেন। অনেক চেষ্টা, অপেক্ষা, আর ধৈর্য্যের পর অবশেষে বটক্স ইনজেকশন এসে পৌঁছেছিল ত্রিপুরায়। শুধু ওই একটি শিশুর জন্য নয়, অনেক মানুষের জন্য এল সেই আশার ওষুধ। ছেলেটির শরীরে ডাঃ নাথ ৪০০ ইউনিট বটক্স ইনজেকশন দিলেন। এর পরই চমকপ্রদভাবে ওর পেশিগুলো ঢিলে হয়ে গেল, সে নিজে দাঁড়াতে পারল, হাঁটতে পারল! আজ ওর মা-বাবার চোখে আনন্দের অশ্রু। তারা ডাঃ নাথকে বললেন, ’স্যার, আপনি যেটা করে দিলেন, সেটা তো স্বপ্নেও ছিল না।” ডাঃ নাথ উত্তর দিয়েছিলেন, ’তোমাদের কাছ থেকে কোনো টাকা-পয়সা চাই না। তোমরা যে লড়েছো, দৌড়েছো, এই ইনজেকশনকে বাস্তব করেছো, তাতেই আমি ঋণী। কারণ এখন আমি অনেক অসহায় শিশুকে এই ইনজেকশন দিতে পারছি।” ডাঃনাথের আশা, একদিন সে বড় হয়ে ভালো মানুষ হবে, ভালো ছাত্র হবে, আর আমাদের ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করবে সবার সামনে। সে এখন নিয়মিত ফলো-আপে আছে। আর ওকে দেখলেই ডাঃ নাথের মাথা নত হয়ে যায় ওর বাবা-মায়ের কঠোর পরিশ্রম, অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর নিঃস্বার্থ ভালোবাসার সামনে।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ডাঃ নাথের অভিমত হল এই পৃথিবীতে লড়াই করে যাওয়া কিছু মানুষই আমাদের শেখায় ভালোবাসা, ধৈর্য্য আর আশাই সবকিছুর ঊর্ধ্বে। সেই মা-বাবার মতো মানুষরাই আমাদের চিকিৎসক জীবনের প্রেরণা। জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসক ও নিউরোলজি বিভাগের কর্মীদের এই সাফল্য এ রাজ্যের অগণিত মানুষকে স্বপ্ন দেখায় স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখার এবং অসম্ভবকে সম্ভব করার।

অটো এবং বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, গুরুতর আহত এক

আগরতলা, ২২ জুলাই: অটো এবং বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন বাইক চালক। অন্যদিকে অটোর চালক এবং একজন যাত্রী অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মঙ্গলবার উদয়পুর রমেশ চৌমুহনী থেকে একটি অটো চারজন যাত্রী নিয়ে কাঁকড়াবনে যাচ্ছিল। অপরদিক থেকে জামজুরি পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকা থেকে একটি বাইক এসে সোজা অটো রিক্সার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে বাইক চালক গুরুতর আহত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অভিযোগ বাইকটির দ্রুতগতিতে বাক নিতে গিয়েই এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এদিকে ঘটনার সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরকে। ঘটনাস্থলে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের একটি গাড়ি ছুটে এসে আহত বাইক চালককে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

কৈলাসহর প্রেসক্লাবে এআই সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২২ জুলাই: কৈলাসহর প্রেসক্লাবে এআই সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আজ কৈলাসহর প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হল একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা। “এআই ফর ডিজিটাল রেডিনেস অ্যান্ড অ্যাডভান্সমেন্ট” এর উদ্যোগে এবং কৈলাসহর প্রেস ক্লাবের সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মশালায় অংশ নেন সাংবাদিক, ছাত্রছাত্রী ও বিভিন্ন পেশার ৮৯ জন নাগরিক।এআই মাস্টার ট্রেনার জয়দ্বীপ দাশগুপ্ত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ, সুবিধা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রশিক্ষণ দেন। তিনি জানান, দক্ষতার অভাবে ভুল প্রয়োগ বিপজ্জনক হতে পারে, তাই যথাযথ প্রশিক্ষণ জরুরি। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা এআই টুলস, ভুয়ো সংবাদ শনাক্তকরণ ও তথ্য যাচাইয়ের কৌশল নিয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করেন।প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি অনুপম পাল, অরিন্দম দে, সম্পাদক সুকান্ত চক্রবর্তী, বরিষ্ঠ সদস্য চারুকৃষ্ণ কর, প্রলয়েন্দু চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।প্রশিক্ষক জানান, “সঠিক জ্ঞান ও দক্ষতা থাকলে এআই বিপদ নয়, বরং নতুন দিগন্ত।”

পরিত্যক্ত জলাশয়গুলিকে উদ্ধার করে মাছ চাষের আওতায় আনার নির্দেশ মৎস্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই: বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ দায়িত্ব নিয়ে, সততার সাথে সময়মতো শেষ করতে হবে। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক কার্য্যালয়ের কনফারেন্স হলে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক প্রাণীসম্পদ বিকাশ, তপশিলি জাতি কল্যাণ ও মৎস্য দপ্তরের উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে অনুষ্ঠিত পর্য্যালোচনা বৈঠকে মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন। তিনি দপ্তরের আধিকারিকদের প্রতিটি ব্লক এলাকার জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, গত অর্থবছরের অসম্পূর্ণ কাজগুলি যেমন শেষ করতে হবে, তেমনি চলতি অর্থবছরের কাজগুলিও শীঘ্রই বাস্তবায়িত করতে হবে। পরিত্যক্ত জলাশয়গুলিকে উদ্ধার করে মাছ চাষের আওতায় আনার জন্য মৎস্য দপ্তরের আধিকারিকদের তিনি নির্দেশ দেন।

পর্য্যালোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মিনারাণী সরকার, বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. বিশাল কুমার।

এছাড়া বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ও আধিকারিকগণ এবং বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। পর্য্যালোচনা বৈঠকে তিনটি দপ্তরের আধিকারিকগণ নিজ নিজ দপ্তরের বিগত দিনের বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মসূচিগুলি তুলে ধরেন এবং চলতি বছরের প্রকল্পগুলি রূপায়ণ নিয়ে আলোচনা করেন। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধিকারিক জানান, গত অর্থবছরে পোল্ট্রি ফার্ম, হাঁস, মুরগী, ছাগল ও গাভী পালনে ১০০ শতাংশ কর্মসূচিই বাস্তবায়িত হয়েছে। চলতি বছরেও সেসব প্রকল্পে নির্বাচিত প্রাণীপালকদের সহায়তা দেওয়ার কাজ চলছে। সেইসাথে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এখন পর্য্যন্ত জেলার ২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯৮০টি গবাদি প্রাণী ও পাখির চিকিৎসা করে ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে।

বিশালগড় মহকুমা আদালতে দুঃসাহসিক চুরি, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

আগরতলা, ২২ জুলাই : বিশালগড়ে ইতিহাস সৃষ্টি করলো চোরের দল। নৈশকালীন পাহারাদার থাকা সত্ত্বেও বিশালগড় মহকুমা আদালতে হানা দিয়েছে চোরের দল। চোরের দল বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যাবার আগে আগুন লাগিয়ে দেয়। তবে আগুনে তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি না হলেও এই চুরি কান্ড জন্ম দিল হাজারো প্রশ্ন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে বিশালগড় মহকুমা আদালতে হানা দেয় চোরের দল। চোরের দল হানা দিয়ে বেশ কিছু নথিপত্র তছনছ করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।বিশালগড় বার অ্যাসোসিয়েশন সংলগ্ন মুহুরী অ্যাসোসিয়েশনের কক্ষে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র সহ কিছু নথিপত্র উধাও হয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে মহকুমা আদালতে নৈশকালীন পাহারাদার থাকা সত্ত্বেও কিভাবে এই চুরির ঘটনা সংঘটিত হল।

তাছাড়া, যে জায়গায় আদালত পর্য্যন্ত সুরক্ষিত নয়, সেখানে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কতটুকু, বলে প্রশ্ন উঠেছে।

ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতি, গন্ডাছড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি নিয়ে গন্ডাছড়া মহকুমা শাসকের নিকট এক স্মারকলিপি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ২২ জুলাই: ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতি, গন্ডাছড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে আজ জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি নিয়ে গন্ডাছড়া মহকুমা শাসকের নিকট এক স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। গন্ডাছড়ায় তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতির ১৩ দফা দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।

দাবি সমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দুপুর ১১টা নাগাদ গন্ডাছড়া সিপিআই(এম) সদর কার্য্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল বের হয়। মহকুমার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা শেষে মিছিলটি মহকুমা শাসকের কার্য্যালয়ের সামনে এসে জমায়েত হয়। পরে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ১৩ দফা দাবি-দাওয়াসমূহ সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেন।

ডেপুটেশনে যে দাবি-দাওয়াগুলি উত্থাপন করা হয়, তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দাবি হল, তপশিলি অধ্যুষিত চিহ্নিত গ্রামগুলোর সার্বিক উন্নয়নের জন্য সড়ক, পানীয় জল, সেচ, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি পরিকাঠামো গড়ে তোলা। প্রকৃত মৎস্যজীবীদের জন্য মাছের চারা, খাদ্য, চুন, খৈলসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ এবং বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।দুর্গম এলাকার চলাচলের অযোগ্য রাস্তা দ্রুত সিসি রোডে রূপান্তরিত করা। সরমা এডিসি ভিলেজে অব্যবহৃত শিশু উদ্যানটি সংস্কার করে শিশুদের জন্য উপযোগী করা। তপশিলিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড বৃদ্ধি এবং গন্ডাছড়ায় ১০০ আসনবিশিষ্ট ছাত্রী নিবাস নির্মাণ। ড. বি.আর. আম্বেদকরের মেধা পুরস্কারের আর্থিক মূল্য বৃদ্ধি ও নগদে প্রদান। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় প্রকৃত উপভোক্তাদের নির্বাচন নিশ্চিত করতে দলীয় পক্ষপাত বন্ধ করতে হবে।এছাড়াও দাবি সনদে আরো উল্লেখ ছিল যে, ডুম্বুর জলাশয়ে মৎস্যজীবীদের জীবিকার জন্য জাল ও নৌকার ব্যবস্থা।বছরে ২০০ দিন রেগা কাজ এবং দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরি নির্ধারণ; জলাশয় বন্ধকালীন সময়ে অতিরিক্ত কাজের সুযোগ। সেভিংস কাম রিলিফ ফান্ড”-এর আওতায় তিন মাসে ৩,০০০ টাকার পরিবর্তে ৫,০০০ টাকা প্রদান এবং বার্ষিক ভাতা ৬,০০০ টাকার পরিবর্তে ১২,০০০ টাকা করতে হবে। ডুম্বুর জলাশয়ের ৪৮টি দ্বীপ ও আশেপাশের এলাকায় প্রতি কিলোমিটারে মৎস্যজীবীদের জন্য বিশ্রামাগার নির্মাণ। ৫৫ বছরের ঊর্ধ্বে থাকা মৎস্যজীবীদের জন্য বার্ধক্যভাতা চালু করা। ডুম্বুর জলাশয়কে কোনোভাবেই বেসরকারি হাতে হস্তান্তর না করার দাবি জানানো হয় আজকের এই ডেপুটেশন থেকে।

ডেপুটেশন প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন সুখরঞ্জন দাস, ললিত মোহন ত্রিপুরা, বন্দনা বিশ্বাস, শুকবিলাশ চাকমা, সুবোধ মল্লিক সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

বিদ্যাজ্যোতি স্কুলে সিলিং বিপর্যয়, উদ্বোধনের ৩ বছরের মধ্যে ভেঙে পড়লো সিলিং

আগরতলা, ২২ জুলাই : গতকাল রাতে আচমকাই চড়িলাম অটল বিহারী বাজপেয়ি বিদ্যা জ্যোতি স্কুলে সিলিং ভেঙে পড়ে। তাতে কেউই হতাহত হয়নি।তাই কিছুটা স্বস্তি খুঁজে পেয়েছেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ অভিভাবকরা। তবে সকলের একটাই অভিযোগ, যদি সেই হল ঘরে ছাত্রছাত্রী থাকা অবস্থায় সিলিং ভেঙে পড়লে কি হতো।

এবিষয়ে এলাকাবাসী বলেন, তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল জিষ্ণু দেববর্মনার প্রচেষ্টার ফলে স্কুলটির পরিকাঠামো গত উন্নতি হয়েছিল। ২০২২ সালে এই কনফারেন্স হলের উদ্বোধন হয়েছিল। মাত্র তিন বছরেই এত বড় বিপর্যয় ঘটে গেলো স্কুলে।কিন্তু কেন কনফারেন্সল ঘরের সিলিং ভেঙে পড়লো সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

অনেকেই বলছেন সিলিংয়ের কাজের মান কতটা নিম্নমানের ছিলো তা ঘটনা থেকে স্পষ্ট।এখন প্রশ্ন উঠেছে দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে কি?

তাছাড়া যে বিল্ডিংটি দীর্ঘ তিন বছর পূর্বে উদ্বোধন হয়েছিল সেই বিল্ডিংয়ে দেখা দিয়েছে বড় বড় ফাটল। বিল্ডিংটি যে সমস্ত পিলারের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে সেই সমস্ত পিলারে দেখা দিয়েছে বড় বড় ফাটল। তবে সম্পূর্ণ স্কুলটিতে যে নিম্নমানের কাজ হয়েছে তা বলায় বাহুল্য। এখন দেখার বিষয় সে সমস্ত বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন স্কুল কর্তৃপক্ষ শুরু করে প্রশাসন সেদিকে তাকিয়ে আছেন স্কুল এস এম সি কমিটির চেয়ারম্যান সহ প্রধান শিক্ষক।

সংবাদমাধ্যমে এ নিয়ে বিস্তারিত জানান, স্কুলে প্রধান শিক্ষক সহ এস এম সি কমিটির সদস্যরা। তবে মঙ্গলবার থেকে সমস্ত কনফারেন্স হল করে প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে গেছে স্কুলে।

ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গনে মাতা-পিতা-বালক- বালিকা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২২ জুলাই: বক্সনগর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত, দক্ষিণ কলমচৌড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত ত্রিপুরেশ্বরী ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যামন্দির স্কুলটি। ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিদ্যালয়টি। অংকুর মুকুল কিশালয় হইতে বর্তমানে সপ্তম শ্রেণী পর্য্যন্ত পঠন পাঠনের ব্যবস্থা যত্ন সহকারে স্কুলে করা হয়ে থাকে। পঠন পাঠনের পাশাপাশি বিজ্ঞানভিত্তিক ক্লাসের ব্যবস্থা, নাচ, গান অংকন চিত্র, এক্সটা কারিকুলাম সমস্ত বিষয়ে কচিকাঁচা শিশুদের যত্ন সহকারে গড়ে তোলা হয়। তারই মধ্যে বালিকা শিক্ষা বিভাগ দ্বারা আয়োজিত মাতা, পিতা, বালক, বালিকা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

আজ সকাল ১১ ঘটিকা শুভ উদ্বোধন হয়, মাতা পিতাকে পরম গুরু আসনে বসিয়ে থালার উপর পা রেখে, পিতা মাতাকে শ্রদ্ধার আসনে আসনে আসীন করে বসিয়ে, জল দিয়ে পা ধুয়ে দেওয়া এবং পা গুলিকে গামছা দিয়ে পরিষ্কার করে মুছে দেওয়া, তারপর নতজানু হয়ে হাত দিয়ে মা বাবার পায়ে ধরে প্রণাম করা, আর স্নেহের সন্তানকে মা বাবা মিষ্টিমুখ করিয়ে, পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করা, আমার সন্তান যেন দুধে-ভাতে থাকে এবং মানুষের মতো মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে। সত্যিই আজকের অনুষ্ঠানটি ছিল বিরলতম থেকে বিরলতর। অংকুর মুকুল কিশলয় থেকে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পারিবারিকভাবে ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠন শিষ্টাচার নম্রতা শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম ভালবাসা আজকাল সামাজিকভাবে লোপ পাচ্ছে, তারই অঙ্গ হিসেবে ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যামন্দির ইংরেজি মাধ্যম বালিকা শিক্ষা বিভাগ দ্বারা আয়োজিত মাতা পিতা বালক বালিকা সম্মেলন।

মূলত আজকের অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতবর্ষের চিরাচরিত কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সভ্যতার, হারিয়ে যাওয়া পুরানো বিজড়িত স্মৃতি গুলিকে ফিরিয়ে এনে আধুনিক প্রজন্ম এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বালক বালিকাদেরকে মাতা পিতার প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য শ্রদ্ধাশীল চরিত্রবান ভাবে স্কুলের পটন পাঠনের মাধ্যমে গড়ে তোলা যায়। তার ঐ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে মাতা পিতার সামনে। শুধু পিতা মাতা নয় এ সমাজের বড়দের, বয়স্কদের প্রতি যাতে শ্রদ্ধাশীল, ভক্তি নমস্কার থাকে তার জন্যই গড়ে তোলার প্রচেষ্টা হচ্ছে স্কুলগুলিতে। প্রদীপ প্রজ্জা লনের মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন , সম্মেলনের প্রধান অতিথি তন্দ্রা গন চৌধুরী, কো অলডিনেটর বালিকা বিভাগ শিক্ষা প্রান্ত ত্রিপুরা। উমা চক্রবর্তী মেম্বার অফ বালিকা শিক্ষা বিভাগ ত্রিপুরা প্রান্ত, বাপি দাস রাষ্ট্রসেবিকা সিপাহী জলা জেলা সম্পর্ক প্রমুখ। গীত প্রমুখ পূজা দেবনাথ, লিপিকা দাস সেবিকা সমিতি। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যামন্দিরের প্রেসিডেন্ট সজল সরকার,বিশিষ্ট সমাজসেবক সঞ্জয় সরকার, বিদ্যালয়ের প্রধান আশ্চর্য্য দেব উজ্জ্বল দাস, সেক্রেটারি সুদেব দেবনাথ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা।

সহকারি নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিকদের নিয়ে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই: আসন্ন ভোটার তালিকার সংশোধন এর প্রক্রিয়াকে সুচারু ভাবে সম্পন্ন করার জন্য রাজ্য নির্বাচন দপ্তর ৬০টি নির্বাচন ক্ষেত্রের ৬০ জন সহকারি নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিকদের (এইআরও) নিয়ে আজ প্রজ্ঞাভবনে একদিনের কর্মশালার আয়োজন করে। এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ব্রিজেশ পান্ডে।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য হল ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ এবং সংশ্লিষ্ট আইনি বিধান সম্পর্কে অবগত করা।

শিক্ষা ছাড়া কোনো পরিবারের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়: মন্ত্রী বিকাশ

আগরতলা, ২২ জুলাই : শিক্ষা ছাড়া কোনো পরিবারের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই প্রেরণাদায়ী বার্তা নিয়েই পাহাড়ি জনপদ থেকে সমতল অঞ্চলের সর্বত্র নিরবিচারে ছুটে চলেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তারই অঙ্গ হিসেবে সম্প্রতি তেলিয়ামুড়া আর.ডি. ব্লকের অন্তর্গত নয়নপুর এলাকায় জনসংলাপে অংশ নিলেন তিনি।

এদিন নয়নপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায় এক ঘরোয়া বৈঠকে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে মিশে যান মন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন পুরুষ ও মহিলারা। সকলেই এলাকার বাস্তব সমস্যাগুলি অকপটে তুলে ধরেন মন্ত্রীর সামনে। এলাকার নাগরিক পরিকাঠামো, নয়নপুর বাজারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, মহিলাদের স্বনির্ভরতা, যুব সমাজের ভবিষ্যৎবৈঠকে উঠে আসে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।নয়নপুর বাজারের কিছু পুরনো সমস্যা সম্পর্কে সরাসরি অবগত হয়ে মন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন এবং বিধায়ক তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তার আশ্বাসও দেন বাজার ব্যবসায়ীদের।মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কথাও আলোচনায় উঠে আসে। তিনি জানান, রাজ্য সরকার মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে শক্তিশালী করে তুলতে একাধিক প্রকল্প ইতিমধ্যেই চালু করেছে এবং নয়নপুর এলাকায়ও তা বাস্তবায়নের দিকেই এগোবে সরকার।শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, “শিক্ষা ছাড়া সমাজ গঠন সম্ভব নয়। শিক্ষা-ই পরিবার, সমাজ এবং জাতির অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি।” সেইসঙ্গে তিনি যুব সমাজকে নেশার কবল থেকে রক্ষা করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, “শুধু সরকার নয়, সমাজের প্রতিটি সচেতন মানুষেরই দায়িত্ব যুব সমাজকে সঠিক পথে ফেরানো।

তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকার শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে, কারণ খেলাধুলার মাধ্যমে যুব সমাজকে সুস্থ ও গঠনমূলক জীবনের দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। “সুস্থ যুব সমাজই গড়ে তুলবে সুস্থ ত্রিপুরা”এই বার্তা তুলে ধরেন তিনি। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডলের সভাপতি ধনঞ্জয় দাস, সহ-সভাপতি গোপাল দাস, মহিলা মোর্চার নেত্রী সবিতা দাসসহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

বিশালগড় বাইপাস সড়কে একসাথে চারটি দোকানে চুরির সংঘটিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২২ জুলাই: বিশালগড় বাইপাস সড়কে একসাথে চারটি দোকানে চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ঘটনায় আতঙ্কে রয়েছেন ব্যবসায়ীরা। একই রাতে আদালত সহ বিশালগড় বাইপাসে একসাথে চারটি দোকানে হানা দিলো চোরের দল। জানা যায়, সোমবার রাতে সমস্ত ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে বাড়ি চলে যান। মঙ্গলবার সমস্ত ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলতে এসে দেখতে পায় দোকান ঘরের পেছনে টিনের বেড়া কেটে একসাথে চারটি দোকানে হানা দেয় চোরের দল।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas